(এই গ্রন্থখানি রচনায় কোনও পুস্তকের সাহায্য লওয়া হয় নাই)

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্. এ.

মূল্য ১।

প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স্ লিমিটেড্

স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;

৩।৮ নং জন্সন্ রোড্, ঢাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩৫৩

প্রিণ্টার—শ্রীমধুসূদন ব

আশুতোষ প্রেস

ঢাকা

শ্রীমান্ বিলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে

দিলাম

উপহার

—এক—

খানিকটা রাত্রি হইতেই অরণ্যরক্ষী বেনেটের চক্ষু ঘুমে জড়াইয়া আসিল। বেনেটের উপর যে কাজের ভার দেও আছে, তাহাতে নিদ্রা যাওয়াই বোধহয় গুরুতর অপরা আজ কিন্তু অরণ্যের এই নিভৃত-গভীর বুকের মাঝে চারিদিকে নিস্তব্ধ রাত্রি যখন গাঢ় তমসায় থম্‌থম্‌ কলি তখন যদি সে শরীরটাকে একটুখানি তাজা করিয়া জন্য খানিকটা সময় নিদ্রার কোলে গা ঢালিয়া দে হইলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না। কর্তৃপক্ষীয়েরা জানিতে পারিয়া বেনেটকে সেজন্য সাজা দিতে অরণ্যের বুকে নিশ্চয়ই এখন দৌড়াইয়া আসিবেন না।

বড় বড় গোটাকয়েক হাই তুলিয়া বেনেট সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত দুইটাকে দুই পাশে যতদূর সম্ভব

প্রসারিত করিয়া আলস্যের জড়তা খানিকটা সে দূর করিয়া দিল। হাতের সঙ্গীন পরানো রাইফেলটাকে একদিকে সরাইয়া রাখিয়া, কার্টিজের বেল্ট্টা খুলিয়া ফেলিতেও তাহার দেরি লাগিল না। সকল বাঁধন খুলিয়া ফেলিবার পর মঞ্চের উপর সে যখন এলাইয়া পড়িল—বারোটা বাজিতে তখন বিশেষ বিলম্ব ছিল না।

বেনেট ছিল দরিদ্রের সন্তান। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের ব্রীস্‌বেন সহরের কাছাকাছি একটি ছোট পল্লীতে ছিল তাহাদের বাড়ী। অরণ্যে কাজ পাইবার আগে অতি কষ্টে বেনেটকে সংসার চালাইতে হইত। অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্‌সল্যাণ্ড প্রদেশে অনেকগুলি বড় বড় বন আছে। সেই সকল বনের দেখাশোনা করিবার জন্য অরণ্য বিভাগ হইতে যখন লোক নেওয়া হইতেছিল, তখন তাহারই একজন পিতৃ-বন্ধুর সুপারিশে এই চাকরিটি সে জোগাড় করিয়াছিল।

কুইন্‌সল্যাণ্ড প্রদেশের এক একটি অরণ্য—যেমনই গভীর, তেমনই বিশাল। এই সকল অরণ্যের গাছপালা রক্ষা করিতে আগে তেমন যত্ন লওয়া হইত না। ব্যবসার দিক দিয়া ইহাতে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছিল। বনের মধ্যে আগুন লাগা নূতন ব্যাপার নহে। আগুন লাগিয়া গাছগুলি মাঝে মাঝে নষ্ট হইয়া যাইত। গবর্ণমেণ্টের তাহাতে লোকসানের আর অন্ত থাকিত না। বড় বড় বনের মাঝখানে কখন যে

কোথায় আগুন লাগিতেছে, তাহার খবর পাইতেই অনেকটা সময় বৃথা কাটিয়া যাইত। খবর পাইবার পর আগুন নিভাইতেও খরচ হইত প্রচুর।

এই সকল কারণে কর্ত্তৃপক্ষ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। কি করিয়া এই ক্ষতির হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়,—ইহাই ছিল কর্ত্তৃপক্ষের সব চেয়ে ভাবনার কথা। অনেক মাথা ঘামাইবার পর শেষে একটি পরিকল্পনা স্থির হইয়াছিল। কুড়ি মাইল দূরে দূরে গভীর অরণ্যের বুকে কর্ত্তৃপক্ষ কতকগুলি মঞ্চ তৈয়ারী করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। পরিকল্পনা মত মঞ্চও কতকগুলি নির্ম্মিত হইয়া গেল। মঞ্চগুলি এতই উঁচু হইল, যে, সেগুলির উপর হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত বেশ দেখিতে পাওয়া যাইত।

মঞ্চ-নির্ম্মাণে এমন কিছু বিশেষত্ব ছিল না। চারিটা সরু সরু লোহার থামের উপরে ছোট একটি লোহার ঘর বসাইয়া দেওয়া হইত। তিনদিকের দেওয়ালে থাকিত তিনটি জানালা—আর চতুর্থ দিকে ছোট একটি দরজা বসানো থাকিত। লোহার সিঁড়ি লাগানো থাকিত সেই দরজার মুখে। সেই সিঁড়ি দিয়া উঠা-নামার কাজ করা হইত।

মঞ্চের তলায় থাকিত আর একখানি ঘর। প্রতি মঞ্চে পাহারা দিবার জন্য দুইজন করিয়া লোক থাকিত। দুইটি লোকের রান্না-খাওয়ার কাজ নীচেকার ঘরেই সমাধা হইত।

সপ্তাহে সপ্তাহে একবার করিয়া সহর হইতে লোক আসিয়া প্রহরী দুইজনের আবশ্যক জিনিসপত্র সরবরাহ করিয়া যাইত।

এই পরিকল্পনায় কাজের অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। অরণ্যের মাঝে আগুন লাগিয়া গেলে খবর পাইতেও আর বিলম্ব হইত না, আগুন নিভাইবার প্রাথমিক কার্য্যও প্রহরীদের দ্বারাই অনেকটা সম্পন্ন হইত। দুইজন প্রহরীর একজন যখন মঞ্চের উপরে পাহারায় থাকিত—অপরজন তখন নীচের কুটীরে রান্না প্রভৃতির কাজ শেষ করিয়া ফেলিত। পালা করিয়া তাহারা দুইজনে নিজেদের কাজ গুছাইয়া লইত।

যে দিনের কথা বলা হইতেছে, বেনেটের উপর সেদিন পাহারার ভার পড়িয়াছিল। তাহার সঙ্গী হার্ডি তখন নীচের কুটীরে নিদ্রায় অচেতন। অন্ধকার রাত্রিতে মঞ্চের উপর একলা বসিয়া বেনেটের চোখ দুইটি ক্রমেই যেন বুজিয়া আসিতে লাগিল। সেদিন তাহার দিনে ভাল ঘুম হয় নাই—শরীরটাও তাই কেমন যেন ম্যাজ্ ম্যাজ্ করিতেছিল। আলস্যবশে শুইয়া পড়িতেই নিদ্রামগ্ন হইতেও তাহার বিলম্ব হইল না।

কিন্তু হাজার হউক কাজে তাহার ফাঁক পড়িতেছে, তাই নিদ্রা তাহার ভাল করিয়া জমিয়া উঠিল না। প্রথমটা সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে ঘুম হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। দুই-তিনবার এইভাবে ঘুম ভাঙ্গিবার

পর পুনরায় যখন সে পাশ ফিরিয়া ঘুমাইবার জোগাড় করিতেছে, দূর হইতে তখন কিসের একটা শব্দ যেন ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

"রাত জাগার চাকরী আমার চুলোয় যাক্, দিনের পর দিন আর এভাবে পেরে ওঠা যায় না"—বলিয়া বিড়্ বিড়্ করিতে করিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেনেটকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল। অসময়ে নিদ্রাভঙ্গের জন্য বিরক্তির ছাপ চোখে-মুখে যেন তাহার আঁকা রহিয়াছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য জানালা দিয়া সে মাথাটা বাড়াইয়া দিল। বাহিরে চাহিতেই যে দৃশ্য তাহার নজরে পড়িয়া গেল, উহারই আতঙ্কে মুখ দিয়া তাহার আর কথা সরিল না।

মঞ্চের উপর হইতে মাইল দুই দূরে অরণ্যের একটা দিক রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমটা বেনেটের মনে হইল, হয়তো নিদ্রার ঘোর কাটে নাই, নয়তো সে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। বার কয়েক ভালো করিয়া চোখ দুইটাকে সে মুছিয়া লইল। কিন্তু যত বারই চোখ দুইটাকে সে মার্জ্জনা করুক না কেন, আকাশের রঙটা তো পাল্টাইবার নয়। গভীর রাত্রিতে অরণ্যের বুকে আগুন ছাড়া আর এত লাল আলো কিসের হইতে পারে? তীব্র, উজ্জ্বল আলোয় চারিদিকটা ভরিয়া গিয়াছে। সেই আলোরই দিক হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল—অরণ্যবাসী পশু-পক্ষীর কাতর আর্ত্তনাদ।

বৃহৎ একটা পাখী ডাকিতে ডাকিতে মঞ্চের উপর আসিয়া বসিল; বেনেটের যেন একটুখানি হুঁস ফিরিয়া আসিল। এতক্ষণে তাহার বোধ হইল, যে, কিছু একটা তাহার করা দরকার। মাথাটাকে ভিতরে টানিয়া লইয়া ভীত-কণ্ঠে সে শুধু বলিতে লাগিল,—"আগুন—আগুন; বনের মাঝে হঠাৎ আগুন লেগেছে।"

তারপর সে কেমন যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। দুই বছর সে প্রহরী হইয়া এখানে আসিয়াছে, কিন্তু অগ্নিকাণ্ড তাহার এলাকায় আজ এই প্রথম। কি কাজ তাহার সবার আগে করা দরকার, তাহা যেন বেনেট কিছুই বুঝিতে পারিল না। খানিক পরে তাহার হঠাৎ স্মরণ হইল, যে, প্রধান কার্য্যালয়ে এই মুহূর্ত্তেই খবর দেওয়া দরকার। ফোনের রিসিভারটা তুলিয়া ধরিয়া পাগলের মত সে চীৎকার করিতে লাগিল,—"হ্যালো—হ্যালো—"

কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। সংবাদ-গ্রহণকারী লোকটিও হয়তো বেনেটেরই মত গভীর রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চীৎকার করিয়া ঘুম ভাঙ্গাইবার আশায় বেনেট তখন আরো জোরে ডাক দিতে লাগিল,—"হ্যালো—হ্যালো; কে আছো—শুনছো? শীগ্‌গির ক'রে উঠে পড়ো—বনের মাঝে আগুন লেগেছে; হ্যাঁ—হ্যাঁ—আগুন, চারদিকটা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো যে—"

তবুও কিন্তু কেহ কথার উত্তর দিল না। একটা কথা বেনেটের আগেই বুঝা উচিত ছিল। ফোনে মুখ দিয়া যত জোরেই সে চীৎকার করুক না কেন, নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা তাহাতে ভঙ্গ হইবে না।

"লাইন কি তবে খারাপ হ'য়ে গেলো? যাক্ গে তবে সব পুড়ে-ঝুড়ে—" বলিয়া গভীর উত্তেজনায় বেনেট সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। পা দুইটা তাহার থর্‌থর করিয়া তখনও কাঁপিতেছে। কার্টিজের বেল্ট পুনরায় বুকে আঁটিয়া রাইফেলটাকে সে মেঝে হইতে হাতে তুলিয়া লইল। তারপর সে লোহার সিঁড়ি দিয়া দ্রুতবেগে নীচে নামিতে লাগিল।

কতকগুলো ধাপ এইভাবে নামিয়া আসার পর হঠাৎ তাহার পায়ে আর সিঁড়ি ঠেকিল না। এমন ঘটনার জন্য বেনেট মোটেই প্রস্তুত ছিল না। প্রতিদিনের অভ্যাসবশে যেমনভাবে সে নামিয়া আসে, আজও সে তেমনভাবেই নামিয়া আসিতেছিল। সিঁড়ি আজ আছে কি নাই; অন্ধকারে তাহা দেখিবারও উপায় ছিল না। অকস্মাৎ সে পায়ের তলায় যখন সিঁড়ি পাইল না, তখন সজোরে সে একদিকে টাল খাইয়া গেল। ভাল করিয়া ধরিয়াছিল বলিয়া সে নীচে পড়িল না, কিন্তু হাতের রাইফেলটা ছিটকাইয়া একেবারে নীচে গিয়া পড়িল। দুই হাতে সিঁড়ির উপরের অংশটা ধরিয়া বেনেট তখন শূন্যে দোল খাইতে লাগিল।

এমন অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ বেনেট খুঁজিয়া পাইল না। আজ কি তবে পৃথিবীর উপর ভূতের রাজত্ব চলিতেছে না কি ? লাফ দিয়া নীচে নামিবার আশায় ভূমির দিকে সে চাহিয়া দেখিল। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। অনুমানে যতটুকু বুঝা গেল, তাহাতে ভূমির দূরত্ব নেহাৎ অল্প বলিয়া মনে হইল না। এখান হইতে লাফাইয়া পড়িলে হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া যাইবে। ঝুলিতে ঝুলিতেই বেনেট্ হাঁকিল,—"হার্ডি—হার্ডি, শীগ্‌গির উঠে এসো ; আমাদের সামনে মস্ত বড় বিপদ—"

হার্ডিরও কিন্তু সাড়া মিলিল না। অনেকবার ডাকিয়াও সাড়া না পাইয়া সত্যই বেনেটের ভয় করিতে লাগিল। কয়েক ঘণ্টায় পৃথিবীতে যেন কি একটা ব্যাপার নিঃশব্দে ঘটিয়াছে, নিদ্রিত থাকায় বেনেট তাহা জানিতে পারে নাই। নিদ্রা হইতে অসময়ে জাগিয়া চারিধারের কিছুই তাই সে বুঝিতে পারিতেছিল না। সমস্ত ঘটনাই তাহার নিকট এক অদ্ভুত হেঁয়ালিতে পূর্ণ বলিয়া মনে হইল।

বেনেট ভাবিতে লাগিল, এখন তাহার কি করা উচিত। এমন বিপদে সে জীবনেও পড়ে নাই। আজিকার রাত্রিতে পাহারার ভার তাহার উপরেই দেওয়া আছে। সে কিন্তু ঠিক মত তাহার কাজ করিতে পারিতেছে না। দল বাঁধিয়া সকল কিছুই যেন তাহার বিরুদ্ধে আজ বিদ্রোহ করিয়াছে। অরণ্যের

মাঝের আগুন আর সংবাদ প্রেরণের অকৃতকার্য্যতা, কর্ত্তিত লোহার সিঁড়ি আর হার্ডির নিস্তব্ধতা—সব মিলিয়া কেমন যেন তাল-গোল পাকাইয়া গেল। বেনেটের মনে হইল, যে, সে আজ সত্যই অসহায় ও নিরুপায়।

নীচের ঝোপে কিসের একটা শব্দ শুনা গেল। বেনেট সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে ও—হার্ডি?"

কোনও উত্তর শুনিতে পাওয়া গেল না, শুধু অন্ধকারে নড়িয়া চড়িয়া দুইটি ছায়ামূর্ত্তি মঞ্চের তলায় আসিল। বেনেটের রাইফেলটা ছিটকাইয়া যেখানে পড়িয়া গিয়াছিল, সেখানে যেন তাহারা কিসের অন্বেষণ করিতে লাগিল।

ছায়া-মূর্ত্তি দুইটির অদ্ভুত আচরণে বেনেট একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। কর্কশকণ্ঠে সে চীৎকার করিয়া বলিল,—"কে তোমরা? কি তোমাদের দরকার? সাড়া দাও না কেন?"

অন্ধকারে মূর্ত্তি দুইটি সরিয়া যাইতে লাগিল। যে কাজে তাহারা এখানে আসিয়াছিল, তাহা যেন তাহাদের শেষ হইয়া গিয়াছে। সকল ঘটনার পশ্চাতে বেনেট কি একটা ষড়যন্ত্রের আভাস দেখিতে পাইল। যেমন করিয়া হউক তাহার ধারণা জন্মিল, যে, যে মূর্ত্তি দুইটা তাহাকে সাড়া না দিয়া অন্ধকারে ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে,—উহারা তাহার শত্রু, হার্ডির শত্রু, এই যে বন-বিভাগ—তাহার কর্ত্তৃপক্ষেরও মস্ত বড় শত্রু। উহাদের উপর প্রতিশোধ লইতে বেনেট একেবারে পাগল

হইয়া উঠিল। উপরের সিঁড়িটুকুতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বুকে আঁটা বেল্ট্ হইতে সে একটি একটি করিয়া কার্টিজ খুলিতে লাগিল। যে মূর্ত্তি দুইটা অন্ধকারে অদৃশ্য হইতেছে, উহাদের লক্ষ্য করিয়া সে কার্টিজগুলোই ছুড়িয়া মারিতে লাগিল,—এক—দুই—তিন—

—দুই—

ভয়ে ও আতঙ্কে গোটা কয়েক কার্টিজ ছুড়িবার পর বেনেটের যখন হুঁস্ হইল, তখন একটিও কার্টিজ আর অবশিষ্ট ছিল না। সে দেখিল, এমন করিয়া কার্টিজ ছুঁড়িয়া ফল-লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই। সিঁড়ি বাহিয়া বেনেট তখন আবার উপরে উঠিতে লাগিল। সাধ্যমত সকল চেষ্টাই সে করিয়া দেখিয়াছে, এখন আর তাহার কিছু করিবার নাই।

উপরে উঠিয়া বেনেট আবার বাহিরে চাহিয়া দেখিল। অরণ্যের এক প্রান্ত আগুনের আলোয় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। অন্ধকার রাত্রির নিশ্চিন্ত আরামে পশু-পক্ষীর দল গা ঢালিয়া দিয়াছিল। অগ্নিদেবতার এই আকস্মিক উৎপাতে তাহাদের আকুলতার সীমা ছিল না। উৎকট গন্ধে অরণ্যের চতুর্দ্দিক ভরিয়া গিয়াছে। বাতাস যে ক্রমশঃই দূষিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে বেনেটের দেরি হইল না।

হাঁ করিয়া বেনেট সেই আগুনের ভেল্কী দেখিতে লাগিল। দুই বছর ধরিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনেক টাকাই বেতন হিসাবে সে গ্রহণ করিয়াছে। আজ এখন তাহার মনে হইল, যে, সে সকল গ্রহণ করা তাহার পক্ষে উচিত হয় নাই। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহার এই মঞ্চের উপর পাহারা দেওয়া— সে উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজন সব চেয়ে তো আজই বেশি। বেনেট তাহার কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেছে না। একটা কথা ভাবিয়া সে তবুও সান্ত্বনা সঞ্চয় করিল। এমনভাবে বসিয়া থাকায় তো দোষ তাহার কিছুই নাই। বাধ্য হইয়াই আজ মহাবিপদেও তাহাকে নিষ্ক্রিয় থাকিতে হইতেছে।

একটা ঘন ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেনেটের নাকে আসিয়া ঢুকিল। দম বন্ধ হইবার যোগাড় হইতেই বিপদের গুরুত্ব আরও বাড়িয়া উঠিল। মঞ্চের মাথায় বসিয়া বসিয়া যে কয়টা পাখী এতক্ষণ চীৎকার করিতেছিল, ধোঁয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারাও সেখান হইতে উড়িয়া গেল। হাত-পা থাকিতেও পলাইবার উপায় ছিল না একমাত্র বেনেটের।

দুই হাতে নাক ঢাকিয়া বেনেট আর একবার চাহিয়া দেখিল। কিন্তু নাঃ—আগুন যেন ক্রমেই আরও বাড়িয়া উঠিতেছে। গাছপালার মাথা ছাড়াইয়া অনেকখানি উপরে এখন শিখা উঠিয়াছে। মাত্র মাইল দুই দূরে আগুনে সব কিছুই পুড়িয়া যাইতেছে। দ্রুতবেগে আগুন যেভাবে ছড়াইয়া

পড়িতেছে, বেনেটের তাহাতে যে কোন মুহূর্ত্তে মৃত্যু হইতে পারে। তবে কি এইরূপ অসহায় অবস্থায়ই মরিতে হইবে তাহাকে ?

নীচের ঝোপ-জঙ্গল মুখরিত করিয়া একদল প্রাণী ছুটিয়া চলিয়া গেল। দলটির ভিতরে যে অনেক রকমের জন্তু ছিল,—বেনেট তাহা উপরে বসিয়াই স্পষ্ট বলিতে পারে। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে দ্বেষ-হিংসার কথা তাহাদের স্মরণ ছিল না। ইতর প্রাণী হইয়াও সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল, আজিকার এই দারুণ বিপদে সকলেই উহারা সমানভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত। বাহিরের ধোঁয়া হইতে আত্মরক্ষা করিতে তাড়াতাড়ি জানালাগুলি বেনেট বন্ধ করিয়া দিল।

আধ-ঘণ্টা যাইতে না যাইতেই বেনেটের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। একে তো আগুনের তপ্ত হল্কায় চারিদিকের বাতাস তাতিয়া গরম, তাহার উপর আবদ্ধ ঘরখানির ভিতরে গরম যেন আরও বেশি হইতে লাগিল। বেনেটের এইবার যেন উভয় সঙ্কট উপস্থিত। দরজা-জানালা খুলিয়া রাখিলেও বিপদ তাহাতে অল্প নহে,—বন্ধ করিলেও গরমে দম বন্ধ হইবার জোগাড়। ক্রমেই যেন বিপদ আরও ঘনাইয়া উঠিতেছে।

গায়ের জামাটা খুলিয়া বেনেট দূরে ফেলিয়া দিল। এই সময় একটা সহজ বুদ্ধি তাহার মাথায় আসিল। সিঁড়ি দিয়া

সে যতদূর সম্ভব নামিয়া যাইবার পর বাকিটুকু তো সে স্তম্ভ বাহিয়া নামিয়া যাইতে পারে। এতক্ষণ এই সহজ বুদ্ধিটাও তাহার মাথায় আসে নাই। বৃথাই সে এতখানি সময় নষ্ট করিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে তাহার কাজ অনেকখানি আগাইয়া যাইতে পারিত। কেনই বা ডাকিয়াও হার্ডির সাড়া পাওয়া গেল না, আর কেনই বা ছায়ামূর্ত্তি ছুইটা এখানে আসিয়াছিল, উহার কিছুই বেনেট এখনও বুঝিতে পারে নাই। এতখানি সময় তাহার বৃথাই কাটিয়া না গেলে, ব্যাপারটা সে এতক্ষণে অনেকটা আয়ত্তে আনিতে পারিত।

ঝুলন্ত সিঁড়ি বাহিয়া বেনেট আবার নীচে নামিতে লাগিল। খানিকটা নামিয়া পায়ে যখন তাহার আর সিঁড়ি ঠেকিল না, হাত বাড়াইয়া সে তখন একটা থাম জড়াইয়া ধরিল। যে চারিটা স্তম্ভের উপরে মঞ্চটা ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, উহার একটা স্তম্ভ সিঁড়ি হইতে অধিক দূরে নয়। হাত বাড়াইয়া উহার একটাকে ধরিতে বেনেটের মোটেই কষ্ট হইল না।

আগুনের আলোয় চারিদিকটা যথেষ্ট রাঙা হইয়া উঠিলেও ধোঁয়ার অন্ধকারও তাহাতে নেহাৎ কম ছিল না। চোখ দুইটা ধোঁয়া লাগিয়া জ্বালা করিতেছিল। ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে মঞ্চের তলায় অন্ধকার আরও জমাট বাঁধিয়াছে। থাম বাহিয়া তাড়াতাড়ি বেনেট নীচে নামিয়া আসিল।

প্রথমেই সে রাইফেলটাকে খুঁজিয়া দেখিল চারিধারে; কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও কোথাও সেটাকে দেখা গেল না।

রাইফেলটাকে চুরি করিতেই যে মূর্ত্তি দুইটা মঞ্চের তলায় আসিয়াছিল, তাহা সে এইবার স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। আপন

মনেই বেনেট বলিয়া উঠিল,—"অদ্ভুত মূর্ত্তি দু'টো আমার রাইফেলটা চুরি ক'রে পালিয়েছে।"

কুটীরের দ্বারে আসিয়া হার্ডির উদ্দেশে বেনেট কড়া নাড়িতে লাগিল; কিন্তু কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না। একটু জোরে ধাক্কা দিতেই দ্বারটা হঠাৎ খুলিয়া গেল। খোলা দরজা দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া অন্ধকারেই বেনেট জিজ্ঞাসা করিল,—"হার্ডি কি এখনও ঘুমুচ্ছো না কি? দরজাটাই বা এমন অন্ধকারে খুলে রেখেছো কেন?"

তখনও হার্ডির সাড়া না পাইয়া মনে মনে বেনেট অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিল। উদ্বিগ্নকণ্ঠেই সে আবার বলিতে লাগিল,—"এমন বিপদের সময় লোকটার হ'লো কি তবে? কিছুই তো ভালভাবে বুঝা যাচ্ছে না—"

বিছানায় হাত দিতেই সকল সন্দেহের মীমাংসা হইয়া গেল। শয্যায় কেহই শয়ন করিয়া নাই—শূন্য বিছানা বেনেটকে যেন বিদ্রূপ করিয়া উঠিল। হার্ডির উত্তর না পাওয়ার কারণ এতক্ষণে বেনেট বুঝিতে পারিল।

বেনেট যখন ফিরিয়া আসিতেছে, তখন সে তাহার ঘাড়ে কিসের স্পর্শ অনুভব করিল। দুইদিক হইতে দুইটি হাত আসিয়া ক্রমেই যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিতেছে।

"কি তুমি চাও? কি তোমার মতলব?"—বলিয়া বেনেট নিজেকে প্রবলবেগে মুক্ত করিতে গেল, কিন্তু সুদৃঢ় মুষ্টি তাহাতে

একটুও শিথিল হইল না। আরও কয়েকজন লোক আসিয়া তাহার হাত এবং পা চাপিয়া ধরিতে লাগিল। ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে গিয়া চিৎ হইয়া বেনেট শয্যায় পড়িয়া গেল। আততায়ীদের তাহাতে সুবিধা ব্যতীত অসুবিধা হইল না। বেনেট বোধহয় আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার গলা দিয়া ঘড়্‌ঘড়্‌ করিয়া শুধু একটা শব্দ বাহির হইল মাত্র।

"গায়ের জোর দেখাবার চেষ্টা ক'রো না, বেনেট, বিপদে তাতে বাড়বে ছাড়া কমবে না"—অদৃশ্য আততায়ীদের মধ্যে একজন তাহাকে বলিয়া উঠিল।

বিপদের মধ্যেও বেনেট তবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল! নীরবতা তাহার যেন অসহ্য ঠেকিতেছিল। এতক্ষণ পরে তবু মানুষের গলার স্বর সে শুনিতে পাইয়াছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়াও এতক্ষণ সে কাহারও সাড়া পায় নাই। শত্রু হউক, আর মিত্রই হউক—একজনের কথা তবু সে শুনিতে পাইয়াছে। চুপ করিয়া নির্জ্জীবের মত বেনেট শয্যায় পড়িয়া রহিল। আততায়ীরা ততক্ষণে তাহার হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিতেছে।

বিপদ হইতে বেনেটের আজ পরিত্রাণ নাই যেন। নিরাপদ আশ্রয় লাভ করিবার আশায় সে উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। কে জানিত, যে, নীচেও বিপদ অপেক্ষা করিয়া

আছে? আজ তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য ভগবান যেন বিপদের জাল পাতিয়া রাখিয়াছেন। চুপ করিয়া বেনেট আততায়ীদের কার্য্যকলাপ অনুভব করিতে লাগিল।

আক্রমণকারীরা দলে বোধহয় পাঁচ-ছয় জন ছিল। বেনেটকে বাঁধা শেষ করিবার পর দুইজন তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইল। টেলিফোনের তার যেখানে কাটা পড়িয়াছিল, বাকি কয়জন ততক্ষণে সেখানে হাজির হইয়াছে। সকলে যখন এই রকম নানা কাজে ব্যস্ত, একটি বিশালকায় লোক তখন স্তম্ভ বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। গরম হাওয়ায় চারিদিকটা তখন বেশ তাতিয়া উঠিয়াছে। আগুন ততক্ষণে মঞ্চের প্রায় এক মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু লোকটি তাহাতেও বিচলিত নহে। মুখে বরং তাহার একটা হিংস্র আনন্দ খেলা করিতেছে।

উপরে উঠিয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করিল,—"তারগুলো ঠিক ঠিক জুড়েছো তো, মিলান?"

নীচে হইতে একজন উত্তর দিল,—"সবই আমার হ'য়ে গেছে, সর্দ্দার; আপনি এখন অনায়াসেই কথা ব'লতে পারেন।"

উপরের লোকটি মন্থরগতিতে টেলিফোনের সামনে আগাইয়া গেল। ফোনের রিসিভারটা তুলিয়া ডাকিল,—"হ্যাল্লো—হ্যাল্লো—"

"কে তুমি? কত নম্বর ঘাঁটি থেকে কথা বল্‌ছো?"—অপর দিক হইতে প্রশ্ন কয়টা তাহার কানে ভাসিয়া আসিল।

"আমার নাম বেনেট—হ্যাঁ, পাঁচ নম্বর ঘাঁটির বেনেট; খোদ কর্ত্তাকে শীগ্‌গির একবার ডেকে দিতে পারেন? বড়ো বিপদ—"

"কি বিপদ হে, বাপু? তুমি যে আবার এতো রাত্তিরে মুস্কিলে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি; দাঁড়াও অপেক্ষা করো—"

একটু পরেই নূতন স্বরে চঞ্চল কণ্ঠে প্রশ্ন উঠিল,—"কে ও—বেনেট? এতো রাত্তিরে তোমার আবার কি বিপদ হ'লো হে?"

মঞ্চের উপরের লোকটি বলিল,—"খুবই আমাদের বিপদ—কর্ত্তা; অরণ্যে আগুন লেগেছে—ঘণ্টা দুই আগে; আমাদের চারদিক পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো।"

কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন আসিল,—"ঘণ্টা দুই আগে আগুন লেগেছে? এতক্ষণ কি তুমি ঘুমুচ্ছিলে না কি?"

মঞ্চের উপরকার লোকটি বলিল,—"হেঁ-হেঁ-হেঁ, তা আমাদেরও একটু ঘুমের দরকার হয় বৈ কি, কর্ত্তা; মানুষের শরীর তো? কত রাত আর জেগে কাটানো যায়?"

অধিকতর কর্কশকণ্ঠে ফোনে অপর ব্যক্তি ভেংচাইয়া বলিলেন,—"মাইনেটা কি তোমার ঘুমোবার জন্যে দেওয়া হয়?

কে তুমি? কিসের এতো সাহস? তোমার উত্তরের ফল তোমার জানা আছে কি?”

বিদ্রূপের হাসিতে মঞ্চের উপরের চারিদিকের বায়ু ভরিয়া উঠিল। অতিশয় বিনয়ে কণ্ঠস্বর কোমল করিয়া উপরের

লোকটি আবার বলিল,—“কিছু কিছু জানি বৈ কি, কর্ত্তা; চাকরী থেকে আপনারা আমায় তাড়িতে দিতে পারেন—গুরুতর অবহেলার জন্যে অভিযুক্তও হয়তো ক’রতে পারেন আপনারা।”

“সবই তো তা’হলে জানো দেখ্‌ছি, তবু তোমার ধৃষ্টতার অন্ত

নেই ; নামটা তোমার হঠাৎ ভুলে যাচ্ছি যেন,—পাঁচ নম্বর খাঁটি, বেনেট না ?”

মঞ্চের উপর হইতে লোকটি উত্তর দিল,—“আজ্ঞে না ; এ অধীনের ‘বেনেট’ নাম কেউ কখনো রাখে নি। আমার নাম মোম্বাশা—আপনার দাসানুদাস মোম্বাশা ; এত শীগ্‌গির আমার নাম ভুলে যান নি বোধ হয় ?

“মোম্বাশা !”—বলিয়া অরণ্য-বিভাগের কর্ত্তা কেনেটি যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সহসা তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না। এতক্ষণে লোকটির উদ্ধত উত্তরের হদিস পাওয়া গেল। নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে তিনি বলিতে লাগিলেন, —“না, তোমার কথা এতো শীগ্‌গির ভোলবার নয় বটে ; আগুনটা তা’হলে তুমিই লাগিয়েছো ?”

বিনীত স্বরে মোম্বাশা বলিল,—“অধীনকে আর সেকথা জিগেস ক’রে লজ্জা দেন কেন, কর্ত্তা ? আমি থাক্‌তে যে আর কেউ এ জঙ্গলে আগুন দেবে, সে কথা ভাবতে আমার সত্যি লজ্জা হয়।”

কেনেটি কহিলেন,—“যাক্ সে কথা ; কিন্তু তোমার এই বাঁদরামির জন্যে কত টাকা আমাদের ক্ষতি হ’লো জানো ?”

মোম্বাশা জবাব দিল,—“না ব’ল্‌লে আর জানবো কি ক’রে ? হিসেবে যদি অতদূর পাকা হ’তাম, তাহ’লে আর

আমার এমন দশা কেন? তাছাড়া জানার আমার দরকারই বা কি? আপনাদের ক্ষতি, আপনারাই হাড়ে হাড়ে বুঝুন,— এই শুধু আমি চাই।"

কেনেটি কহিলেন,—"সে তো আমরা বুঝ্‌বোই; কিন্তু একটা কথা তুমি যেন ভুলে যেও না, মোম্বাশা; নিজে নিজে তুমি এখন সেটা বুঝ্‌তে চাইছো না বটে, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণটা আমি তোমাকেও একটু না বুঝিয়ে ছাড়বো না। বুঝতে পারার জন্য তোমার মাথাটা পরিষ্কার ক'রে রেখো।"

"সে কথা আমায় স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। যাই হোক, এখনকার মত বিদায় নিচ্ছি তাহ'লে—আমার লোকেরা মঞ্চের তলায় অপেক্ষা ক'রছে কি না!"

কেনেটি বলিলেন,—"কিন্তু একটা কথা; পাঁচ নম্বর ঘাঁটির বেনেট আর হার্ডির খবর কি? তা'রা দু'জন এখনো বেঁচে আছে তো?"

মোম্বাশা উত্তর দিল,—"আছে তো এখনো, তবে পরে আর থাকবে কি না সেটা আমাদের বিবেচ্য; আপনাদের কাজের ওপর সম্পূর্ণভাবে সেটা নির্ভর করছে। আপাততঃ তা'রা জামিন হ'য়ে আমাদের সঙ্গে চ'ল্‌লো। আসি এখন তাহ'লে—নমস্কার।"

"চুলোয় যাও—শয়তান,"—বলিয়া মহাক্রোধে কেনেটি ফোনের রিসিভারটা রাখিয়া দিলেন। তাঁহার যেন একটুও আর দেরি সহিতেছিল না। এই মুহূর্ত্তেই মোম্বাশাকে ধরা যায় কিনা, তাহা দেখিবার জন্য তিনি মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলেন। আপিসের দেওয়ালের সামনেই একখানা সুবৃহৎ মানচিত্র টাঙানো ছিল। সেখানা ভালো করিয়া দেখিয়া কিন্তু কেনেটির মন গভীর হতাশায় পূর্ণ হইয়া গেল। এই মুহূর্ত্তেই মোম্বাশাকে ধরিবার কোন উপায়ই তাঁহার হাতে ছিল না। অরণ্যের সর্ব্বাপেক্ষা গভীর ও দুর্গম অংশে এই পাঁচ নম্বর ঘাঁটিটার অবস্থান।

—তিন—

বিপদের খবর চারিদিকে পাঠাইতেই আধ ঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল। অরণ্যের চারিদিকে যেখানে যতগুলি ঘাঁটি ছিল, প্রায় সকলগুলিতেই আগুনের খবর পাঠাইয়া দেওয়া হইল। আগুন নিভাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু করা দরকার, প্রধান আপিস হইতে উহার কিছুই ত্রুটি হইল না। বড় বড় লরীতে করিয়া শ'পাঁচেক লোককে অনতিবিলম্বে ঘটনাস্থলের দিকে পাঠায়া দেওয়া হইল।

আরও দুইজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সকালের দিকে কেনেটির সহিত দেখা করিতে আসিলেন। কি করিয়া এমনভাবে হঠাৎ আগুন লাগিয়া গেল, এবং আগুন নিভাইবার জন্য কি কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাঁহারা তখনও উহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। উদ্বিগ্ন চিত্তে উপরে আসিয়া কেনেটির কক্ষে প্রবেশ করিতেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য তাঁহাদের চোখে পড়িয়া গেল। মানচিত্রের দিকে মাঝে মাঝে চাহিতে চাহিতে অস্থিরপদে কেনেটি তখনও পায়চারী করিতেছেন। চোখে-মুখে তাঁহার যেন একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ।

তাঁহাদের দেখিয়াই কেনেটি বলিলেন,—"আপনারা এসেছেন, ভালই হ'লো; আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করার খুবই দরকার আমার।"

চেয়ারে বসিয়া ব্রম্‌ওয়েল বলিলেন,—"আমরা তো আর চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না, মিষ্টার কেনেটি; এত ক'রে সাবধান হওয়ার পরও যে এত বড় একটা অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হ'তে পারে, সেকথা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি।"

কেনেটি দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"কিছুই কিন্তু অসম্ভব নয়; প্রকৃতির বিরুদ্ধেই আমরা শুধু ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রেছি, কিন্তু শয়তানকে সায়েস্তা করার ব্যবস্থা হয় নি। শয়তান যদি রাত্তির বেলা এসে বনে আগুন ধরিয়ে দেয়,

আমরা তার কি প্রতিবিধান ক'র্‌তে পারি, মিষ্টার ব্রম্‌ওয়েল ?”

তাঁহার এই কথা শুনিয়া শুধু ব্রম্‌ওয়েল নয়, তাঁহার সঙ্গীটিও যেন বোকা বনিয়া গেলেন। কি একটা নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান যেন কেনেটির কথার পিছনে উঁকি মারিতেছে! প্রথম

অবস্থাতেই আগুন লাগার খবর কেন পাওয়া যায় নাই, কেনেটির নিকট তাঁহারা উহাই জানিতে আসিয়াছিলেন। কেনেটির মুখে এখন অন্য ধরণের কথা শুনিয়া তাঁহাদের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

ম্যাক্‌গুয়ার প্রশ্ন করিলেন,—"তবে কি আপনি বল্‌তে চান, গতকল্যকার ঘটনার পিছনে শয়তান মানুষের কারসাজি আছে ? তাহ'লে তো বড় অদ্ভুত কথা হ'য়ে দাঁড়ালো, মিষ্টার কেনেটি ?"

কেনেটি উত্তর দিলেন,—"আগাগোড়া সকল ব্যাপার যখন আমাদের জানা না থাকে, তখন অনেক ব্যাপারই প্রথমে অদ্ভুত ব'লে মনে হয় ; মোম্বাশার কথা বোধহয় স্মরণ আছে আপনাদের—বুনোদের সর্দ্দার, মোম্বাশা ?"

ব্রম্‌ওয়েল্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সেই বুনোদের সর্দ্দার তো ? তার কথা কি এতো শীগ্‌গির ভুল্‌তে পারি ?"

ম্যাক্‌গুয়ার কহিলেন,—"লোকটার ব্যাপার এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়ার কথা নয় ; আমাদের এ বনে কিছুদিন আগে যখন একটা সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তখন সেই খনি থেকে সোনা তোলার কাজে মোম্বাশা বাধা দেবার চেষ্টা ক'রেছিল।"

কেনেটি বলিলেন,—"আপনার ঠিক মনে আছে দেখছি, মিষ্টার ম্যাক্‌গুয়ার ; মোম্বাশা বলেছিলো—খনিটা তাদের দেবতা, বহুদিন থেকেই তা'রা নাকি সেই খনিটার পূজো করে ; আমরা যদি সেই খনি থেকে সোনা তুলে নিই, তাহ'লে নাকি তাদের দেবতার অপমান করা হবে !"

কথাগুলি শেষ করিয়া কেনেটি একটু চুপ করিলেন। গত রাত্রি হইতে শুধু অনিদ্রা ও উত্তেজনায় শরীর আজ তাঁহার বিশেষ ভাল ছিল না। আগুন নিভাইবার ব্যবস্থা করিতেও তাঁহার যথেষ্ট পরিশ্রম হইয়াছে। মোম্বাশাকে শাস্তি দেওয়ার চিন্তাও তাঁহার মাথায় একেবারেই অল্প ছিল না! দম লইয়া খানিক পরে তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—"মোম্বাশার প্রতিবাদে কান না দিয়েই আমরা আমাদের কাজ যথাসময়ে শেষ করেছিলাম। সেদিন মোম্বাশা আমাদিগকে শাসিয়েছিল, যে, এই অত্যাচারের প্রতিশোধ সে একদিন নেবেই নেবে; সোনার খনি থেকে সোনা তুলে যেটুকু লাভ আমরা ক'রবো, নানা উপায়ে ক্ষতি ক'রে সে আমাদের সেই লাভের অঙ্ককে লোকসানে দাঁড় করাবে।"

ম্যাক্‌গুয়ার প্রশ্ন করিলেন,—"সে-ই কি তবে আমাদের অরণ্যে আগুন লাগিয়েছে নাকি?"

কেনেটি বলিলেন,—"হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে সে-ই আমাদের বনে আগুন লাগিয়ে গেছে; তার প্রতিজ্ঞার কথা যে সে আজও ভুলে যায় নি, তার প্রথম প্রমাণ সে আমাদের দিয়েছে।"

ব্রম্‌ওয়েল কহিলেন,—"বুনো অধিবাসীদের সর্দ্দার হ'য়েও মোম্বাশার দুঃসাহসের অন্ত নেই; তার সন্ধান আপনি পেলেন কি ক'রে, মিষ্টার কেনেটি?"

কেনেটি উত্তর দিলেন,—"মোম্বাশা নিজেই আমায় সে খবর দিয়েছে। আগুন লাগানোর ঘণ্টা দুই পরে ফোনে সে আমার সঙ্গে কথা ব'লেছিল।"

ম্যাক্‌গুয়ার কহিলেন,—"ধৃষ্টতাও তো লোকটার কম নয় দেখ্‌ছি; আগুন নিভানোর ব্যবস্থা বেশ ভালো ভাবেই হ'য়েছে তো?"

কেনেটি বলিলেন,—"হ্যাঁ, আমাদের যতটুকু সাধ্যে কুলোয় সেটুকু ব্যবস্থার ত্রুটি হয় নি; আপনারা আসার একটু আগেই খবর পেয়েছি,—আশ-পাশের সকল ঘাঁটিতেই সাহায্যের যথেষ্ট ব্যবস্থা হ'য়েছে।"

ম্যাক্‌গুয়ার বলিয়া উঠিলেন,—"কিন্তু এই সাংঘাতিক লোকটার হাত থেকে কি ক'রে রক্ষা পাওয়া যায়, বলুন; তার যা জঘন্য স্বভাব, তাতে আবার হয়তো অন্য কোন বিপদ বাধিয়ে ব'সবে।"

ব্রম্‌ওয়েলও তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিলেন,—"তাকে ধরার ব্যবস্থা আমাদের এখনই করা দরকার; পাঁচ নম্বর ঘাঁটির কাছে কাল যখন তাকে দেখা গেছে, তখন এখনও বোধহয় সেখানেই কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।"

কেনেটি বলিলেন,—"পাঁচ নম্বর ঘাঁটির কাছেই সে যে এখনও আছে, সে বিষয়ে আমারও তেমন সন্দেহ নেই; তবে কিনা লোকটার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়; অসীম

ক্ষমতার অধিকারী মোম্বাশা, অতিশয় অদ্ভুত চলাফেরা তার ; এই মুহূর্ত্তে অফিসের কামরায় মোম্বাশাকে যদি দেখ্‌তে পাই, তাহ'লেও কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হবো না।"

গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া কেনেটি মাথার চুলে আঙুল চালাইতে লাগিলেন। তাঁহারই সম্মুখের দুইখানি চেয়ারে ম্যাক্‌গুয়ার ও ব্রম্‌ওয়েল বসিয়া আছেন।

একটু পরে ম্যাক্‌গুয়ার কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন,—"মোম্বাশাকে ধরা আমাদের এখনই দরকার, যাতে সে আমাদের আর কোন ক্ষতি না করতে পারে। এর জন্যে খরচ-পত্র যা কিছু লাগে, তাও আমাদের বন-বিভাগকেই বহন ক'র্‌তে হবে ; কিন্তু কি ভাবে ওকে ধরা যায়, সেটাই হ'ল আসল কথা। আপনি কি সে সম্বন্ধে কিছু স্থির ক'রেছেন, মিষ্টার কেনেটি ?"

কেনেটি ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন,—"সেই নিয়েই তো আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন ; অরণ্য-বিভাগের ভার এক রকম আমার উপরই ছেড়ে দেওয়া আছে—নিশ্চিন্ত আমি থাকতে পারি না ; আমি ভেবে কি স্থির ক'রেছি জানেন ? একদল লোক নিয়ে আমি নিজেই মোম্বাশার সন্ধানে যাত্রা ক'রবো ; ইতিমধ্যেই সকল ঘাঁটিতে খবর দেওয়া হ'য়েছে—সম্ভব হ'লে তা'রা মোম্বাশার দলের খোঁজ-খবর রাখবে ; এ সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানতে পারি কি ?"

ব্রম্‌ওয়েল সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন,—"এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি হ'তে পারে, মিষ্টার কেনেটি ? আপনি যদি নিজেই এই তদ্বিরের ভার নেন, তাহ'লে তো আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। আপনার মত একজন দক্ষ কর্ম্মচারী শুধু বন-বিভাগে কেন, বোধহয় পুলিশ-বিভাগেও নেই।

ম্যাগগুয়ারও তাঁহার কথা সমর্থন করিলেন। তিনি বলিলেন,—"সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? আমরা তাহ'লে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।"

নীরবে বসিয়া কেনেটি নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ব্রম্‌ওয়েল এবং ম্যাক্‌গুয়ারও নীরব হইয়া রহিলেন। বেশিক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কিন্তু কেনেটির পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার দৃষ্টিটা কেবলই মানচিত্রের উপর গিয়া পড়িতেছে। অধীর উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কেনেটি এক সময় মানচিত্রের সামনে আসিলেন,—তারপর উহার উপর আঙুল বুলাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—"দেখুন মিষ্টার ব্রম্‌ওয়েল, দেখুন মিষ্টার ম্যাক্‌গুয়ার,—অষ্ট্রেলিয়ার এই কুইনস্‌ল্যাণ্ড প্রদেশের এখানে আমাদের সুবিশাল বন-ভূমি ; অরণ্যের পূর্ব্বদিকে র'য়েছে লাইস্‌হার্ডট পর্ব্বতশ্রেণী, পশ্চিমদিকে দাঁড়িয়ে আছে গ্রেগরী পর্ব্বতমালা ; উত্তরদিকে ব'য়ে যাচ্ছে খর-স্রোতা লিণ্ড নদী—দক্ষিণদিকে সুবৃহৎ ডিভাইডিং পর্ব্বতের প্রাচীর ; চতুর্দ্দিকের এই আবেষ্টনীর মাঝখানে এই আমাদের

ডাল্‌রীম্পল নগর—যেখানে আমাদের এই কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়; এখান থেকে অরণ্যের দূরত্ব খুব বেশি নয়; ভালভাবে সকল জিনিষগুলো দেখে নিন্ আপনারা।”

যতখানি স্থান জুড়িয়া অরণ্যের এলাকা, ততখানি সবুজ রঙে রঞ্জিত করা ছিল। লাল কালীর ফোঁটা দিয়া উহারই মাঝে মাঝে নম্বর সমেত ঘাঁটিগুলি চিহ্নিত করা আছে। ঐরূপ একটা কালীর ফোঁটায় আঙুল রাখিয়া কেনেটি কহিলেন,—“এই হ’লো আমাদের পাঁচ নম্বরের ঘাঁটি—মোম্বাশা এর কাছেই আগুন দিয়েছে রাত্তিরে।”

মানচিত্রের দিকে কেনেটি তখন আরও খানিকটা সরিয়া গেলেন। ভাল করিয়া কি একটা জিনিষ নীচু হইয়া দেখিয়া লইবার পর আবার তিনি কহিতে লাগিলেন,—“লাইস্‌হার্ডট আর ডিভাইডিং পর্ব্বতমালার মাঝে আরও একটা ছোট পাহাড় আছে; এরই ধার দিয়ে আমাদের যাত্রা সুরু ক’র্‌তে হবে।”

ব্রম্‌ওয়েল প্রশ্ন করিলেন,—“আপনি তাহ’লে কবে যাত্রা ক’র্‌তে চান?”

কেনেটি উত্তর দিলেন,—“আজই; আজই অপরাহ্নে দলবল সঙ্গে নিয়ে আমি রওনা হ’তে চাই; এসব কাজে মোটেই দেরি করা ভালো নয়; কাজের অসুবিধা ছাড়া সুবিধা তাতে কিছু হয় না।”

তাঁহার এই উত্তর শুনিয়া অবশিষ্ট দুইজনেই প্রীত হইলেন। অরণ্য-বিভাগে কাজ করিবার জন্য অফিসে যে এমন একজন কর্ম্মচারী আছেন, তাহাতে তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। কেনেটির করমর্দ্দন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ম্যাক্‌গুয়ার বলিলেন,—"আমরা আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, মিষ্টার কেনেটি; বিশেষ কিছু আর বলার নেই আমাদের; এইটুকু কেবলমাত্র আমাদের অনুরোধ—খরচপত্রের জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না যেন; যা কিছু জিনিষ-পত্র দরকার, স্বচ্ছন্দে আপনি সে সবই সঙ্গে নিয়ে যাবেন।"

ব্রম্‌ওয়েলও তাঁহার কথায় সায় দিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ, যত খরচই হোক, মোম্বাশাকে শাস্তি দিতে চাই আমরা; অসভ্য একটা বুনো লোকের এমন বেয়াদপি আর সহ্য হয় না।"

কেনেটি কহিলেন,—"কিন্তু একটা কথা আছে; মোম্বাশাকে ধরার জন্যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে আমায় আদায় ক'রে দিতে হবে।"

ম্যাক্‌গুয়ার বলিলেন,—"সেজন্যে আপনার কোন চিন্তা নেই; যাত্রার পূর্ব্বেই আপনি সেটা পাবেন।"

পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর ব্রম্‌ওয়েল ও ম্যাক্‌গুয়ার প্রস্থান করিলেন। কেনেটিও বেশিক্ষণ বসিয়া রহিলেন না; টেবিল হইতে টুপিটা তুলিয়া লইয়া তিনিও রাজপথে বাহির

হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হাতে এখন ঘণ্টা কয়েক মাত্র সময় আছে, অথচ সকল কাজই তখনও তাঁহার বাকি পড়িয়া আছে। এইটুকু সময়ের মধ্যে জিনিষ-পত্র কেনা শেষ করিয়া তাঁহাকে আবার অভিযান-পথের যাত্রী খুঁজিতে হইবে। বিপদ-সঙ্কুল বনানীর বুকে তাঁহার যাত্রা সুরু হইবে। অভিযানের শেষে মোম্বাশা তাঁহার হাতে ধরা পড়িবে কিনা, তাহাই বা কে জানে?

নূতন জুতার মচ্‌মচ্‌ শব্দ করিতে করিতে ক্ষিপ্রপদে কেনেটি রাজপথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

—চার—

লাইস্‌হার্ডট এবং ডিভাইডিং পর্ব্বতমালার মাঝখানে যে অরণ্যময় ভূমি—তাহা অকস্মাৎ কতকগুলি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ডালপালা সরাইতে সরাইতে জন চল্লিশেক লোক গভীরতর অরণ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে পথ ভাল দেখা যায় না। অতি কষ্টে পথ করিয়া সকলকে আগাইতে হইতেছিল।

সকলের হাতেই একটা করিয়া বড় টর্চ্চ আছে। পিঠের উপর সকলেরই এক একটি ছোট বোঝা বাঁধা। চল্লিশ জন লোকের মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দাই বেশী। তাহাদের কেহ কেহ পূর্ব্ব হইতেই বন-বিভাগে কাজ করিত, আবার

কেহ কেহ এমনও ছিল, যাহারা অর্থের লোভে এই অভিযানে আসিয়া যোগদান করিয়াছিল। দশ জন সাহেবও ছিলেন এই দলটিতে। কেনেটির নির্দ্দেশেই ক্ষুদ্র দলটি পরিচালিত হইতেছিল। গাইড্ ও কুলী সঙ্গে লইয়া কেনেটিই সকলের আগে অগ্রসর হইতেছিলেন।

কেনেটির বন্ধু হোয়াইট্‌হেড্ বলিলেন,—"এক নম্বর ঘাঁটির তো এখনও দেরি আছে, মিষ্টার কেনেটি? রাত যে এদিকে বেড়েই চ'লেছে?"

কেনেটি উত্তর দিলেন,—"এই জন্যেই তো ঠ'ক্‌তে হয় আমাদের; ম্যাপ দেখে আমরা বড় জোর দূরত্বটা নির্ণয় ক'রতে পারি, কিন্তু পথ চল্‌তে যে কত সময় লাগবে, সেকথা তো বল্‌তে পারি না; সে সম্বন্ধে বরং গাইডকে জিগেস্ করুন।"

হোয়াইট্‌হেড্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার গাইড্ কি বলে?"

কেনেটি কহিলেন,—"সে তো বলে আর বেশি সময় লাগবে না; প্রথম ঘাঁটির কাছাকাছি আমরা এসে পড়েছি বোধহয়।"

কথা বলিতে বলিতে সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। খানিক পরে কেনেটি বলিলেন,—"বাস্তবিকই আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ; ম্যাপ দেখেই আমরা ভাবি, সকল জায়গাই আমাদের যেন কতকালের চেনা; কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

আমাদের কিছুই নেই। গাইডকে সঙ্গে না নিয়ে এক পা-ও আমরা চলতে পারি না।”

জিন্ নামে একটি যুবক কর্ম্মচারী সঙ্গী হইয়া কেনেটির দলে আসিয়াছিল। বিদেশে আসিয়া এমন একটি রোমাঞ্চকর অভিযানে বাহির হইতে পারিয়া জিনের আর আনন্দের সীমা ছিল না। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড় আর বন—তাহারই ভিতর দিয়া এমন একটি রোমাঞ্চকর সুন্দর অভিযান! অন্ধকারে যাত্রা করিয়া মোম্বাশাকে নিশ্চয় ধরিতে হইবে—সেই ভয়ঙ্কর মোম্বাশা! ক্ষমতা যাহার অদ্ভুত—দলে যাহার পাঁচ ছয় শত লোক, রাত্রিকালে অরণ্যের একটা অংশ যে পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছে! যে কোন মুহূর্ত্তে মোম্বাশা তাহাদের পথে ভীষণ বাধার সৃষ্টি করিতে পারে। কল্পনায় নানারকম বিপদ ও রোমাঞ্চকর ছবি জিনের মাথায় অনবরত ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

কেনেটি তাহাকে ভালবাসিতেন খুব; বিশেষ করিয়া অভিযানে বাহির হইবার পর হইতে তাহার উপর কেনেটির স্নেহ আরও যেন বাড়িয়া গিয়াছে। কেনেটির আশেপাশেই জিন্ তখন পথ চলিতেছিল। এক সময় ফিস্‌ফিস্ করিয়া কেনেটিকে সে প্রশ্ন করিল,—“মোম্বাশার খবর আনতে কতগুলো লোক পাঠিয়েছেন, স্যার?”

চুপি চুপি তাহার প্রশ্ন করার ভঙ্গীতে কেনেটি সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। কিছু একটা যেন দেখিবার ভঙ্গীতে

কেনেটি একবার চারিদিকে তাকাইয়া লইলেন। জিনের উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে হাসিতে হাসিতে তারপর কহিলেন,—"উপস্থিত আমাদের আশেপাশে কিন্তু মোম্বাশার অস্তিত্বের চিহ্ন দেখ্‌ছি না; তবে এত চাপা গলায় প্রশ্ন করার কারণ কি, জিন্? মোম্বাশার ভয়ে গলার স্বর তোমার নেমে গেলো নাকি?"

কেনেটির এই ধরণের রহস্য-কৌতুকে জিন্ কিন্তু অতিশয় লজ্জিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বলিতে লাগিল,—"না না, এমনিই জিগেস্ করছি আপনাকে; আপনি তো কই আমার কথার উত্তর দিলেন না?"

কেনেটি বলিলেন,—"হ্যাঁ, জন পনেরো লোককে পাঠানো হ'য়েছে; এক নম্বর ঘাঁটিতে হাজির হবার আগে তা'রা কেউ খবর আনবে ব'লে তো মনে হয় না।"

যাহা হউক, এক নম্বর ঘাঁটিতে পৌঁছিবারও আর বিলম্ব ছিল না। একটু দূরেই মঞ্চের উপরকার লাল আলোটা দেখা যাইতেছিল। বহুক্ষণের ক্লান্তির পর বিশ্রামলাভের আশায় সকলেই যেন তখন একটু উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। দেশীয় লোকগুলির উৎসাহই যেন সকলের চেয়ে বেশি। জিনিষের বোঝাও সকলের অপেক্ষা তাহাদের পিঠেই অধিক ছিল। পথ চলিবার শক্তি কাহারও যেন আর অবশিষ্ট ছিল না।

পূর্ব্বকথার জের টানিয়া জিন্ আবার সহসা এক সময় প্রশ্ন করিয়া বসিল,—"মোম্বাশা কি আমাদের আশে-পাশে এখন থাকতে পারে না? হঠাৎ কি আমরা এখানে তার দেখা পেতে পারি না?"

জিনের কথা প্রায় শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ভাসিয়া আসিল,—"পারো—নিশ্চয় পারো; তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।"

তৎক্ষণাৎ একটা নিদারুণ চমকে কেনেটির দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া গেল। হঠাৎ যে কোথা দিয়া কি ব্যাপার ঘটিল, কেহই তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। আর সকলে ব্যাপারটাকে না বুঝিলেও কেনেটি কিন্তু অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। একটু দূরের একটা ঝোপের ভিতর হইতে জিনের কথার উত্তরটা ভাসিয়া আসিয়াছিল। দ্রুতগতিতে সেই দিকে দৌড়াইয়া যাইতে যাইতে উন্মত্তের মতো কেনেটি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, —"গুলি চালাও—গুলি চালাও; ঝোপের ভিতর গুলি চালাও; এতটুকু সময় নষ্ট ক'রো না—"

কেনেটির কথা শেষ হইবার আগেই দুই তিনটি রাইফেল হইতে আগুন ছুটিয়া গেল। একেই তো অন্ধকার রাত্রি, তাহার উপরে রাইফেলের ধোঁয়ায় চারিদিকটা আরও যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। জোরালো একটা টর্চ জ্বালিয়া কেনেটি

ততক্ষণে ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পাছে তাঁহার গায়ে গুলির আঘাত লাগে, তাই গুলি চালানো বন্ধ করিয়া সকলে ঝোপের ভিতর গেল; সেখানে কিন্তু কাহাকেও দেখা গেল না।

কেনেটির টর্চ্চ চক্রাকারে চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল। ঘটনাটা বুঝিবার জন্য কেনেটির বন্ধু হোয়াইট্‌হেড্‌

কহিলেন,—"হঠাৎ আমাদের এখানে কি হ'লো, মিষ্টার কেনেটি? মোম্বাশার কোন সূত্র এখানে পাওয়া গেল নাকি?"

কেনেটি অতিশয় চঞ্চল হইয়াছিলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন,—"শুধু সূত্র নয়, এখানে আমরা স্বয়ং

মোম্বাশাকে ধরারই একটা চমৎকার সুযোগ পেয়েছিলাম, মিষ্টার হোয়াইট্‌হেড্‌; এমন সুযোগ আমাদের আর আসে কি না সন্দেহ!"

ব্যাপারটা কিন্তু তথাপি হোয়াইট্‌হেড্‌ বুঝিতে পারিলেন না। যে দুর্দ্ধর্ষ মোম্বাশাকে ধরিতে তাঁহাদের এতখানি আয়োজন করিতে হয়, তাহাকে যে প্রথম দিনই ধরিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে, একথা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। বিস্মিত কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"মোম্বাশা স্বয়ং এখানে এসেছিল? আপনি বলেন কি, স্যার?"

কেনেটি উত্তর দিলেন,—"হ্যাঁ, এসেছিল; আমি একটুও বাড়িয়ে বল্‌ছি না আপনাকে; মোম্বাশার স্বর আমার অজানা নয়। অভিযানের প্রথম দিনেই দুঃসাহসী সর্দ্দার আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছিল।"

খানিকটা দূর হইতে আর একটা টর্চ্চের আলো ঝোপের উপরে বার কয়েক পড়িয়া অন্ধকারে নিভিয়া গেল। বিফল আক্রোশে সেই দিকে চাহিয়া কেনেটি আবার বলিয়া উঠিলেন,—"আমাদের ফাঁকি দিয়ে মোম্বাশা দূরে পালিয়ে যাচ্ছে—অথচ তাকে ধরার মত কিছুই এখন আমাদের করার নেই।"

জিন্‌ বলিল,—"চলুন, আমরা মোম্বাশার অনুসরণ করি।"

কেনেটি কহিলেন,—"তাতে কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হবে

না, কিন্ পরিশ্রমটা আমাদের বাড়বে মাত্র। অরণ্যের সঙ্গে মোম্বাশার পরিচয় আমাদের চেয়েও বেশি ; যে লোক আমাদের নিকট থেকে এতো সহজে পালিয়ে যায়, তাকে ধরা কি তুমি এতোই সোজা ভাব নাকি ? পরিত্রাণের উপায় তার হাতের মুঠোয় না রেখে বোকার মত মোম্বাশা কখনও ধরা দিয়ে বসে না।"

হোয়াইট্‌হেড্ বাধা দিয়া বলিলেন,—"কিন্তু এখনো সে বেশি দূরে পালিয়ে যেতে পারে নি ; চেষ্টা ক'র্‌লে আমরা হয় তো সফল হ'তেও পারি।"

কেনেটি কিন্তু ততক্ষণে অনেকটা শান্ত হইয়াছেন। ধীরে ধীরে তিনি উত্তর দিলেন,—"এতগুলো লোকের বিশ্রাম কিন্তু তার আগে দরকার, মিষ্টার হোয়াইট্‌হেড্ ; এক নম্বরের ঘাঁটিটা ঐ একটু দূরেই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে ; চলুন, আমরা রাত্রির মত সেখানেই এখন বিশ্রাম করিগে।"

আর বাক্যব্যয় না করিয়া তখন সকলেই আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক শত গজ দূরেই মঞ্চটা রাত্রির অন্ধকারে মাথা তুলিয়া আছে। ঘাঁটির ভারপ্রাপ্ত লোক দুইটি তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে আগাইয়া আসিয়াছিল। মোম্বাশার সম্বন্ধে তাহাদের প্রশ্ন করিয়া একটিও নূতন কথা জানিতে পারা গেল না। গণ্ডগোল বাধিবার আগে মোম্বাশার উপস্থিতি ঘুণাক্ষরেও তাহারা কিছু জানিতে পারে নাই।

ঘাঁটিতে উপস্থিত হইয়া কেনেটি বলিলেন,—"এখন তাকে অনুসরণ ক'রে কোন ফলই হ'তো না।"

একটা লোক কি একটা কাজে ভিতরে ঢুকিয়াছিল। যখন সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার হাতে একটা লাল রঙের কাগজ। কাগজখানা কেনেটির দিকে বাড়াইয়া দিয়া লোকটা বলিল,—"ঘরের মেঝেতে প'ড়ে ছিল, হুজুর; ঘরে ঢুকতেই নজরে প'ড়্লো।"

"কি কাগজ, দেখি"—বলিয়া কেনেটি তাহা গ্রহণ করিলেন। কাগজখানা মেলিয়া ধরিতেই কয়েকটা লেখা টর্চ্চের আলোয় দৃষ্টিগোচর হইল। কেনেটিকে সম্বোধন করিয়া একখানি পত্র লেখা লইয়াছে। সকলের নীচে "আপনার বিশ্বস্ত" বলিয়া যে লোকটির নাম সই করা আছে, সে লোকটি কেনেটির অজানা নয়। পত্রখানি কেনেটি পড়িতে লাগিলেন,—

"প্রিয় মিষ্টার কেনেটি,

অভিযানের প্রথম দিনেই আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা করার ইচ্ছা ছিল। যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার ক'রেও তাই এতো দূরে আমায় আসতে হ'য়েছে; আশা করি সেজন্যে আমায় ধন্যবাদ দেবেন। আপনাদের সঙ্গে কথা বল্‌তে পেয়ে নিজেকে অত্যন্ত কৃতার্থ জ্ঞান করছি। সারাদিনের পরিশ্রমের পর আজ আর আপনাদিকে উত্যক্ত করবো না। শুধু আমার

উপস্থিতির অকাট্য প্রমাণরূপে পত্রখানা আপনার জন্য রেখে গেলাম। ঘাঁটিতে হাজির হ'য়ে অতিশয় আরামে আপনি আমার পত্রখানি পাঠ ক'রবেন। যাই হোক, আপনার বুদ্ধির ওপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাসের জোরে একথা আমি অনুমান ক'রে নিতে পারি, যে, আজ আর আমাকে ধরার চেষ্টা ক'রে অনর্থক আপনি হয়রাণ হবেন না। পরে আবার আপনার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা রইল। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত
মোম্বাশা।"

পত্রখানি শেষ করিয়া কেনেটি চঞ্চলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অস্থিরভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"ধৃষ্টতারও একটা সীমা আছে! শয়তানটা এখানেও এসেছিল দেখছি; দেখা যাক্, কত দিনে নাগাল পাই তার।"

হোয়াইটহেড্ উত্তর দিলেন,—"এতো পরিশ্রম স্বীকার ক'রে অরণ্যে যখন হাজির হয়েছি, বিলম্বে হ'লেও একদিন আমরা দেখা তার নিশ্চয় পাবই। আগুন লাগিয়ে সে যে ক্ষতি করেছে, সেই ক্ষতির পূরণ তাকে ক'রতেই হবে একদিন।"

কেনেটি বলিলেন,—"আমারও তো তাই বিশ্বাস; সে হতভাগাকে ধরার জন্যে কোন ত্রুটি আমরা করবো না; শক্তি পরীক্ষায় দেখ্‌বো আমরা—কার কত শক্তি!"

কথাগুলি শেষ করিয়া কক্ষমধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। অবশিষ্ট সাহেবদের বিশ্রামের ব্যবস্থাও কুটীরের মধ্যেই হইয়াছিল। দেশীয় অনুচরদের কেহ কেহ মঞ্চের উপরে, কেহ বা আবার কুটীরের দাওয়ায় স্থানলাভ করিল। গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইতে কাহারও বিশেষ বিলম্ব হইল না।

—পাঁচ—

সকালে উঠিয়া যাত্রার যখন আয়োজন হইতেছিল, মঞ্চের উপরের টেলিফোনে তখন হেড অফিস হইতে ডাক আসিল।

রিসিভারটা কানে ধরিতেই কেনেটি শুনিতে পাইলেন,—"হ্যাল্লো—মিষ্টার কেনেটি। একটা ভালো খবর দিচ্ছি; মোম্বাশার দলের সংবাদ পাওয়া গেছে।"

গলার স্বর শুনিয়াই বুঝা যায়, যে, হেড অফিস হইতে ব্রমওয়েল কথা বলিতেছিলেন। কেনেটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খবর পাওয়া গেছে?—ভালই হ'য়েছে—কোথায় এখন আছে বল্লেন?—তিন নম্বর ঘাঁটির কাছে? আচ্ছা—হ্যাঁ, এইবার আমরা বেরুবো আর কি।"

রিসিভার রাখিয়া কেনেটি আবার নীচে নামিয়া আসিলেন। ফোনের খবর জানিবার জন্য সকলেই তখন ব্যস্ত হইয়া আছে।

হোয়াইটহেড্‌কে তিনি সহাস্যে বলিলেন,—"ভারি একটা মজার খবর আছে, মিষ্টার হোয়াইটহেড্‌।"

জিন্‌ তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিল,—"খবরটা আপনি তাড়াতাড়ি ব'লেই ফেলুন, স্যার্‌; এমনভাবে দেরী ক'রে আমাদের আর দগ্ধে মারবেন না।"

তাহার কথায় কেনেটি হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি আমায় এমনভাবে তাড়া দিয়ো না, জিন্‌; দামী খবর দেবার আগে মস্ত বড় একটা ভূমিকা চাই; আমি তবু সংক্ষেপেই তো সে কাজটা শেষ করছি; যাই হোক, এখন আমার কথা শোনো; গত রাত্রিতেও মোম্বাশা ঘুরেছে আমাদের এই ঘাঁটির পাশে, তার দল কিন্তু অপেক্ষা করছে তিন নম্বর ঘাঁটির সাত মাইল উত্তরে।"

জিন্‌ জিজ্ঞাসা করিল,—"খবরটা ফোনে এলো কেমন ক'রে?"

কেনেটি উত্তর দিলেন,—"হেড অফিস থেকে; ব্রমওয়েল ফোন ক'রে এইমাত্র জানালেন; যে সকল গুপ্তচরকে এদিকে-সেদিকে পাঠানো হ'য়েছে, তাদেরই কেউ তিন নম্বর ঘাঁটি থেকে হেড অফিসে জানিয়েছিল বোধ হয়।"

হোয়াইটহেড্‌ কহিলেন,—"তা যেন হ'লো—কিন্তু খবরটা ঠিক পাকা তো?"

কেনেটি বলিলেন,—"কাঁচা হওয়ার তো কারণ দেখি না; দলবল সমেত মোম্বাশা নিশ্চয়ই আসে নি কাল আমাদের

কাছে ; এতক্ষণ নিশ্চয়ই মোম্বাশাও গিয়ে তার দলে যোগ দিয়েছে।"

হোয়াইটহেড্ কথাটা সমর্থন করিয়া কহিলেন,—"আমারও তাই মনে হয় বটে ; আমরা এখন কোন্ পথে যাবো, সে বিষয়ে আপনি কিছু স্থির করেছেন কি ? বেলা তো অনেকটা হ'লো।"

কেনেটি তাঁহার পকেট হইতে অরণ্যের ম্যাপখানা বাহির করিলেন। কিছুক্ষণ তাঁহার স্থির দৃষ্টিটা ম্যাপখানার উপরই নিবদ্ধ রহিল। একটু পরে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"মোম্বাশার দল এখন অরণ্যের যেখানে অপেক্ষা ক'রছে, সেখানে আমাদের হাজির হওয়ার দুটি মাত্র পথ আছে ; একটি পথ সংক্ষিপ্ত বটে—কিন্তু অত্যন্ত দুর্গম ব'লে বর্ণনা করা হ'য়েছে ; আর একটি পথ আছে অপেক্ষাকৃত লম্বা, তবে বাধা-বিঘ্ন বিশেষ কিছু নেই সে পথে ; এখন আমাদের সমস্যা হ'লো পথ বেছে নেওয়া নিয়ে।"

হোয়াইটহেড্ প্রশ্ন করিলেন,—"ছোট পথটা দিয়ে কত সময়ে হাজির হওয়া যায় ?"

কেনেটি উত্তর দিলেন,—"আন্দাজ কাল দুপুরে ; লম্বা পথটা দিয়ে কাল রাত্তির নাগাদ পৌঁছতে পারি আমরা।"

আর সকলেও সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতেছিলেন। তাঁহাদের মতও নেওয়া দরকার। কেনেটি

তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ পথে আপনারা যেতে চান এখন ?"

তাঁহাদের একজন বলিলেন,—"যে পথে আপনি ভালো মনে করেন ; একটা কথা আমরা কিন্তু এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না ; আমাদের যদি সেখানে পৌঁছতে এতখানি সময় লাগে, মোম্বাশা তাহ'লে এরই মধ্যে সেখানে যেতে পারে কেমন ক'রে ?"

কেনেটি কহিলেন,—"সেটাও আমাদের অনুমান মাত্র ; মোম্বাশা যে সত্যিই সেখানে হাজির হ'য়েছে, তার কোনো সঠিক প্রমাণ ত পাওয়া যায় নি এখনও ; তবে কিনা লোকটার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। ছোটখাটো নানারকম অজানা পথ মোম্বাশার জানা থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে তো ?"

জিন্ এতক্ষণ কথা বলিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছিল। সুযোগ পাইয়া সে তাড়াতাড়ি বলিল,—"আমার মতে ছোট পথটায় অগ্রসর হওয়াই ভালো ; বড় পথটায় যেতে যদি আমাদের অতো বিলম্ব হয়, তাহ'লে আমাদের কাজের অনেক ক্ষতি হ'তে পারে ; মোম্বাশার দল ততক্ষণ হয় তো অন্য কোথাও পালিয়ে যাবে।"

সায় দিয়া কেনেটি বলিলেন,—"তোমার কথা সত্যি বটে ; এ বিষয়ে আমাদের গাইডেরও একবার মত নেওয়া দরকার ; ছোট পথটা দিয়ে এগুতে গিয়ে শেষে আবার

ফিরে আসতে না হয়; তুমি বরং গাইডকে একবার ডেকে নিয়ে এসো।”

একটু পরেই জিনের আহ্বানে গাইড্ সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। কেনেটি তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—“তিন নম্বর ঘাঁটি তোমার জানা আছে তো?”

পথ-প্রদর্শক উত্তর দিল,—“হ্যাঁ হুজুর।”

—“সেখান থেকে আমরা যদি সাত মাইল উত্তরে যেতে চাই, তুমি তাহ’লে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে?”

গাইড্ বলিল,—“এ আর এমন শক্ত কি? আমরা আজ এখান থেকে, এখন যদি যাত্রা করি, তাহ’লে কাল রাত্তির নাগাদ সেখানে গিয়ে হাজির হবো।”

কেনেটি কহিলেন,—“তুমি বোধ হয় লম্বা পথটার কথা বল্‌ছো? সেখানে যাবার আরো একটা ছোট পথ আছে না?”

পথ-প্রদর্শক ভয়ে পাছে “না” বলিয়া বসে, জিন্ তাই তাড়াতাড়ি সায় দিয়া উঠিল,—“আছে—আছে, নিশ্চয় আছে।”

হাসিয়া ফেলিয়া কেনেটি বলিলেন,—“তুমি তাহ’লে সেই পথে আমাদের নিয়ে যেও, জিন্; আমরা এবার যাত্রার আয়োজন করি।”

পথ-প্রদর্শক নীরবে দাঁড়াইয়া কি যেন খানিকটা ভাবিয়া লইল, ধীরে ধীরে তারপর উত্তর দিল,—“পথটা কিন্তু ভালো

নয়, হুজুর ; সময়টা একটু সংক্ষেপ হয় বটে, কিন্তু সে পথ দিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন।”

উৎসুক চিত্তে কেনেটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সে পথে যাওয়া শক্ত কেন ? তোমার কি সে পথ চেনা আছে ?”

গাইড্ বলিল,—“জীবনে আমি একটিবার মাত্র সে পথ দিয়ে গিছ্লাম ; ওদিককার পাহাড়গুলো ছোট ছোট বটে, কিন্তু খাড়াইভাবে একেবারে ওপরে উঠেছে—উঠার সময় খুবই বেগ পেতে হয় ; তাছাড়া মাঝে মাঝে জলা-জঙ্গলেরও অভাব নেই, সেই জন্যেই ও পথ দিয়ে যেতে আমার আপত্তি।”

কেনেটি কহিলেন,—“তা হো'ক, সেই পথেই তুমি আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করো ; এখনই এখান থেকে যাত্রা না করলে মোম্বাশার আমরা নাগাল পাবো না ; বড় পথটা দিয়ে যেতে আমাদের দেরি হ'য়ে যাবে।”

তাঁহার কথাগুলি শেষ হইবার পর সকলেই তাড়াতাড়ি সজ্জিত হইতে লাগিলেন। একটু পরেই যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গেল। পথে বাহির হইয়া কেনেটির মাথায় আর একটা মতলবের উদয় হইল। সকলে মিলিয়া একই পথ দিয়া অগ্রসর হওয়া তাঁহার ভালো লাগিল না। বিপদে পড়িয়া পথে সকলকে আটকাইয়া যাইতে হইলে, দলবল সমেত মোম্বাশা আয়ত্তের বাহিরে

চলিয়া যাইবে। তাহার বদলে দুই দলে ভাগ হইয়া দুই পথে যাওয়াই যেন ভালো বোধ হইল। তাঁহার ইচ্ছা তিনি হোয়াইট্‌হেডের নিকট খুলিয়া বলিলেন।

হোয়াইট্‌হেড্‌ও বলিলেন,—"সেই যুক্তিই ভালো; প্রত্যেক দলে তাহ'লে জন কুড়ি ক'রে লোক হবে; যে দলই আগে সেখানে হাজির হোক না কেন, সেই দলই মোম্বাশার দলের উপর কড়া নজর রাখবে।"

গাইড্‌কে তখন জিজ্ঞাসা করা হইল,—"দু'টো পথই শেষে গিয়ে একই জায়গায় মিশেছে তো?"

পথ-প্রদর্শক উত্তর দিল,—"পথ ব'ল্‌তে এখানে তো তেমন কিছু নেই, বন-জঙ্গলের মধ্যে নিজেদেরই পথ তৈরী ক'রে নিতে হয়; যে লোকটি অন্য দলের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, তাকে কিছু পরামর্শ দেওয়া দরকার।"

কেনেটির নেতৃত্বে একটি দল তখন ছোট পথে যাইবে বলিয়া স্থির হইল। মিষ্টার হোয়াইট্‌হেড্‌ অপর একটি দল লইয়া লম্বা পথটা ধরিয়া অগ্রসর হইবেন। তাঁহার দলকে যে লোকটি পথ দেখাইবে, গাইড্‌ তাহাকে পথ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়া দিল। দুইটী দল যাহাতে শেষে গিয়া একই জায়গায় মিলিতে পারে, সে সম্বন্ধেও খানিকটা আলোচনা করিয়া লওয়া হইল।

দুইটি দলে ভাগ হইয়া যাইবার আগে চলিতে চলিতে কেনেটি বলিলেন,—"যে দলই আগে গিয়ে হাজির হবে, সে দলই মোম্বাশার দলের উপর কড়া নজর রাখবে; দু'টো দলই হাজির না হ'লে আক্রমণ আরম্ভ করা উচিত হবে না; বুনোদের সর্দ্দার মোম্বাশার দলে লোকের সংখ্যা কম নয়।"

মাইল তিনেক পথ এক সঙ্গে চলিবার পর দুইটি দলের দুই দিকে যাইবার সময় হইয়া আসিল। একটি ছোট পাহাড় যেখানে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই দু'পাশ দিয়া দুইটি রাস্তা চলিয়া গিয়াছে; কেনেটির নিকট বিদায় লইয়া হোয়াইট্‌হেডের দল চলিয়া গেল।

পাহাড়ের অন্তরালে হোয়াইট্‌হেডের দলটি ক্রমে ক্রমে একেবারে মিলাইয়া গেল। কেনেটির দল ততক্ষণে উপত্যকা ত্যাগ করিয়া বৃক্ষ-বিরল উন্মুক্ত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে এদিক-সেদিকে বড় বড় খাদ, একবার তাহার মধ্যে পড়িয়া গেলে জীবনের আর আশা থাকে না। চতুর্দ্দিকে ছোট বড় পাথর ছড়ান আছে। দুই একটা ছোট পাখীর কণ্ঠস্বর ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর সেখানে সাড়া পাওয়া যায় না।

এইভাবে তাঁহারা আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেলেন; শুষ্ক ভূমি একটু একটু করিয়া সিক্ত হইয়া উঠিল। পাথরের

নুড়িও খুব বেশী আর দেখা গেল না—উহার বদলে তৃণ-গুল্ম দেখা যাইতে লাগিল।

ঘণ্টা তিনেক পরে তাঁহারা বৃহৎ একটা জলাভূমির সামনে আসিয়া পড়িলেন। আর যাহা কিছুর অভাব থাক, কাদা ও তৃণের অভাব ছিল না সেখানে। কোথাও কোথাও জলাভূমিতে জল মোটেই নাই—তরল কাদা জলের স্থান পূর্ণ করিয়াছে। কোথাও আবার মাত্র জলই দেখা যায়—তল তাহার কত গভীর তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। সরু সরু লম্বা তৃণরাশির দ্বারা আগাগোড়া জলাভূমিটা আচ্ছাদিত হইয়া আছে।

মোম্বাশার দলের সন্ধানে ছোট পথে যাইতে হইলে তৃণপূর্ণ জলাভূমিটা অতিক্রম করিতে হয়। সে জায়গা পার হইতে গিয়া পোষাকের দশা যে কি হইবে, তাহা বুঝিতে কাহারও বিশেষ কষ্ট হইল না। ভাল পোষাক খুলিয়া সকলে ছোট ছোট প্যাণ্ট পরিয়া লইতে লাগিলেন। পোষাক বদ্‌লাইয়া ধীরে ধীরে সকলে কাদায় নামিয়া পড়িলেন।

জলাভূমির ঘন কাদায় কেনেটিই প্রথম অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে জিন্ এবং পথ-প্রদর্শকও নামিয়াছিল। তিন জনের হাতেই তিনটি বড় লাঠি। জলের গভীরতা মাপিবার জন্যই লাঠি তিনটি হাতে লওয়া

দরকার হইয়াছিল। জলে নামিতেই কেনেটির হাঁটু অবধি গভীর কাদায় পুঁতিয়া গেল। একখানা পা টানিয়া তুলিতে তুলিতে হাসিয়া তিনি জিন্‌কে বলিলেন,—"এ যেন সেই গল্পের হাতীর পাঁকে পড়ার দশা; শেষকালে কি কাদায় পুঁতে মারা যাবো আমরা?"

জিন্ উত্তর দিল,—"অথচ হাতীর সামনে ছিল তার রঙীন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—মস্ত একটা বনের রাজা হবার আশা; দেরিতে পাছে অভিষেকের শুভ-লগ্ন পার হ'য়ে যায়, তাই সম্ভব-অসম্ভব কোন জ্ঞানই ছিল না তখন তার। আমাদের সামনে কিন্তু তেমন কিছু আশা নেই; আমরা যাচ্ছি বুনোদের সর্দ্দার মোম্বাশাকে গ্রেপ্তার করতে। দেরি হ'লে পাছে মোম্বাশা পালিয়ে যায় কোথাও, তাই জল-কাদা ভেঙ্গে আমাদের এই দুঃসাহসিক প্রয়াস।"

কেনেটি কহিলেন,—"না হে না, মোম্বাশাকে ধরার আশাও নেহাৎ কিছু কম নয়; কেউ আমরা রাজা হবো না বটে, কিন্তু বনের রাজা মোম্বাশাকে ধরতে যাচ্ছি আমরা।"

জিন্ বলিল,—"সেও একটা কথা বটে; পরের যাত্রা ভঙ্গ করবার জন্যে নিজের নাক কাটা যায়—যাক্; অমরা নিজেরা রাজা না হই, কিন্তু একজন রাজাকে রাজ্যচ্যুত ক'রবো, সেটাই কি কিছু কম!"

কথা কহিতে কহিতে অনেকখানি জলাভূমি অতিক্রান্ত

হইয়াছিল। হঠাৎ তাঁহাদের পথের সামনেই এমন একটা জন্তুকে দেখা গেল, যাহাকে দেখিয়া পথ-প্রদর্শক

ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। জন্তুটাকে ভাল করিয়া দেখা গেল না—শরীরের অর্দ্ধেকটা জলে ডুবিয়া আছে। বাকি অর্দ্ধেকটা জলের উপর জাগিয়াছিল বটে, কিন্তু তৃণের অন্তরালে ভালো করিয়া দেখা যাইতেছিল না। যথাসম্ভব সতর্ক থাকিয়া যতটুকু তাহার দেখিতে পাওয়া গেল, জন্তুটাকে তাহাতে অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল সকলের।

গাইডের চীৎকারে সকলেই সেখানে জড় হইয়াছিলেন। যাঁহারা তখনও সেখানে আসিয়া হাজির হন নাই, তাঁহারাও সেখানে আসিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতে লাগিলেন। জানোয়ারটা যে কি জাতীয়, সেকথা তখনও জানা যায় নাই। জন্তুটার প্রকৃতি হিংস্র হইলে যথেষ্ট ভয়ের কথা। দল ছাড়া অবস্থায় কাহাকেও পাইলে রক্ষা থাকিবে না। এক জায়গায় সকলে তাই দল বাঁধিয়া রহিলেন।

ভাল করিয়া জন্তুটাকে দেখিবার চেষ্টা বহুক্ষণ ধরিয়াই চলিতেছিল। জন্তুটা যথেষ্ট দূরে ছিল বলিয়া সে চেষ্টা সফল হইবার উপায় ছিল না। অবশেষে পথ-প্রদর্শক খানিকটা তথ্য সংগ্রহ করিল। আঙ্গুল বাড়াইয়া সে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—“ভারি একটা মজা, হুজুর; জন্তুটা আস্ত একটা হাঁস গেলার চেষ্টা ক'রছে—কিছুতেই কিন্তু পেরে উঠ্‌ছে না; হাঁসের ঠোঁটটা এখনও তার মুখের বাইরে বেরিয়ে আছে।”

জিন প্রশ্ন করিল,—"সে কি কথা? হাঁস আবার এখানে পেলে কোথায়?"

একজন তাহার উত্তর দিল,—"বুনো হাঁস-টাঁস হবে বোধ হয়; যে রকম জলা-জঙ্গল, কিছুরই বোধ হয় অভাব নেই।"

কেনেটি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"না—না—না, এমন জায়গায় বুনো হাঁসও দেখতে পাওয়ার কথা নয়; আচ্ছা—একটু অপেক্ষা করো—"

'ডুম্' করিয়া একটা শব্দ জলা-ভূমিতে ধ্বনিত হইল—তার পরই সামনের ঝোপ হইতে অচেনা জন্তুটার কাতর আর্ত্তনাদ। কেনেটির গুলিতে আহত জন্তুটা বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। জন্তুটার ছট্‌ফটানিতে চারিদিকের তৃণগুলাও সঙ্গে সঙ্গে সবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে জন্তুটার আর সাড়া পাওয়া গেল না। গাইড্‌কে সঙ্গে লইয়া জন্তুটাকে আনিবার জন্য জিন্ তখন সামনের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। জল সেখানে এক হাঁটুর বেশি নয়—ঘোলা জলের উপর এক রাশ তৃণগুচ্ছ জায়গাটাকে একেবারে যেন ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কাদামাখা অবস্থায় জন্তুটাকে তাহারা বাহির করিয়া আনিল।

জন্তুটাকে দেখিয়াই গাইড্ বলিল,—"ব'লেছি আমি ঠিকই, হুজুর; হাঁসটাকে এখনো গিলে উঠ্‌তে পারে নি।"

কেনেটি এতক্ষণ তাঁহার শিকার লক্ষ্য করিতেছিলেন। গাইডের কথায় হাসিয়া বলিলেন,—"না হে না, জন্তুটার মুখে ওটা হাঁসের ঠোঁট নয়—ওটা হ'লো জন্তুটার নিজেরই ঠোঁট।"

অবাক হইয়া জিন্ বলিল,—"বলেন কি, স্যার্? জন্তু-জানোয়ারের মুখ আবার হাঁসের মতো হয় নাকি?"

স্মিতহাস্যে কেনেটি উত্তর দিলেন,—"হয় জিন্, হয়; অদ্ভুত এই অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ, এখানে কোন কিছুই অসম্ভব মনে ক'রো না; উত্তরে বাতাস গরম এখানে—দক্ষিণে বাতাস ঠাণ্ডা শীতল; এ রকম ব্যাপার শুনেছো কখনো? জন্তু-জানোয়ারগুলোও সমান অদ্ভুত; এই জন্তুটার নাম হ'লো **প্ল্যাটিপাস**; আরও অনেক অদ্ভুত প্রাণী অষ্ট্রেলিয়ায় আছে।"

প্ল্যাটিপাসকে সেইখানেই ফেলিয়া রাখিয়া জলকাদা ভাঙ্গিয়া আবার সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এত বিপর্য্যয়েও ম্যাপখানা কেনেটি হাত-ছাড়া করেন নাই। চকিতে একবার তাহাতে চোখ বুলাইয়া ধীরে ধীরে কেনেটি বলিতে লাগিলেন,—"যা ভেবেছি, ঠিক তাই; জলাভূমিটার উত্তর দিকে ছোট একটা নদী আছে। নদীর ধারেই জলে আছে প্ল্যাটিপাসের আস্তানা। সেখান থেকেই কোন রকমে এখানে একটা এসেছিল বোধ হয়।"

জিন্ বলিল,—"সত্যি স্যার্, ভারি অদ্ভুত জানোয়ার কিন্তু;

আমাদের দেশের কেউ যদি দেখে, গভীর বিস্ময়ে তার তাক লেগে যাবে।”

কেনেটি বলিলেন,—“যেমন তোমার গিয়েছিল; আর যাওয়ারই তো কথা; আমাদের দেশেও আগে আগে প্ল্যাটিপাসের চালান যেতো; তখনকার লোক কি ভাবতো জানো? কল-কারখানায় এদের বুঝি নকল ঠোঁট তৈরী ক'রে দেওয়া হয়।”

কথায় কথায় কেনেটি তখন বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন। গর্ত্তের মধ্যে একটা পা পড়িতেই হঠাৎ যেন তাঁহার হুস হইল। চেষ্টা করিয়াও তখন আর কিন্তু টাল সামলানো গেল না। শব্দ করিয়া গভীর জলে পড়িয়া গেলেন কেনেটি। দেখাদেখি আর সকলে সাবধান হইয়া গেল।

এইভাবে কম এবং বেশি জলের ভিতর দিয়া এক সময় যখন জলাভূমিটা শেষ হইয়া গেল, তখন বেলা প্রায় দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে। তীরে উঠিয়া অপেক্ষাকৃত ভালো জলে গা-হাত ধুইয়া সকলে আবার নিজ নিজ পোষাক গায়ে পরিয়া লইলেন। জলাভূমির এলাকা ত্যাগ করিয়া যাইতে আরো কিছু সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। খানিকটা পথ যাইবার পর ছায়াবহুল একটা গাছ নজরে পড়িল। শ্রান্তি-ক্লান্তিতে সকলেই তখন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। বহুক্ষণ তাঁহাদের পেটেও কিছু খাবার পড়ে নাই। মোম্বাশাকে

ধরিবার আগে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হওয়া দরকার। বিশ্রামলাভের জন্য সকলেই সেই গাছের তলায় বসিয়া পড়িলেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া পুনরায় যাত্রা সুরু হইল। সন্ধ্যা হইতে তখন আর বিশেষ বিলম্ব ছিল না। পূর্ব্বদিকের আলো যেন ইহারই মধ্যে নিভিয়া আসিয়াছে। তখনও তাঁহাদের অনেকটা পথ অতিক্রম করিবার ছিল। আলস্য ত্যাগ করিয়া নূতন উৎসাহে সকলে আবার তাড়াতাড়ি পথ চলিতে লাগিলেন। মনের আনন্দে যুবক জিন্ গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে লাগিল।

—ছয়—

চলিতে চলিতে যেখানে গিয়া সন্ধ্যা হইয়া গেল, সেখান হইতে পাহাড় আবার আরম্ভ হইয়াছে। পাহাড়ের উপরে ঘন জঙ্গল। তখনো প্রায় পনেরো মাইল পথ বাকি পড়িয়া ছিল। সাধারণ পথে পনেরো মাইল যাইতে কতক্ষণই বা সময় লাগে? এ পথ কিন্তু সাধারণ নহে। পাহাড় ভাঙ্গিয়া দুপুরের মধ্যে হাজির হওয়া একেবারে অসম্ভব না হলেও যথেষ্ট কঠিন। রাত্রিতে বড় জোর মাইল চার-পাঁচ পথ আর পার হওয়া যাইবে। বাকি পথটা দুপুরের মধ্যে শেষ করা চাই।

স্থানে স্থানে পথ রোধ করিয়া ছোট-বড় পাহাড় দাঁড়াইয়া আছে। পাহাড়ের উপরে আরোহণ করাও সহজ ব্যাপার

নয়। পা রাখিয়া উপরে উঠিবার সুবিধাটুকুও সকল স্থানে নাই। খাড়াইভাবে পাহাড়গুলি উপরে উঠিয়াছে—পাহাড়ের উপর আছে আবার ঘন গাছের জঙ্গল। সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে দেখাও যায় না কিছু—গাছ-পালার আড়ালে সবই যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

পাহাড়ের উপরে না উঠিয়া ঘুরিয়া যাওয়াও সম্ভব নহে। একটি দিনের পথ তাহাতে পাঁচটি দিনের হইয়া দাঁড়াইবে। দেরি হইলে মোম্বাশা যদি কোনও মতে একবার পলাইয়া যায়, শত চেষ্টাতেও তাহাকে আর ধরা যাইবে না। বনের জন্তুরা তাড়া পাইয়া যেমন গম্ভীরতর বনে প্রস্থান করে, তেমনিভাবেই মোম্বাশাও হয় তো আরও গুপ্তস্থানে পলাইয়া যাইবে।

সারাদিন ধরিয়া জল-কাদায় ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডা বাতাসে শীত পাইতেছিল। এই সময় একটু আগুন পোহাইতে পাইলে আরামের আর অবধি থাকিত না। একটুখানি আগুনের বিনিময়ে অনেক কিছু এ সময় যেন ত্যাগ করা যায়।

অনেক কষ্টে দুইটা পাহাড় পার হইয়া জিন্ ছাড়া আর চলিবার শক্তি কাহারও রহিল না। রাত্রি তখন দশটা আন্দাজ হইবে। সন্ধ্যার পর হইতে মাইল তিনেক পথ মাত্র আসা হইয়াছিল।

সাম্‌নেই আর একটা ছোট পাহাড় মূর্তিমান বাধা-স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। এতোখানি রাত্তিরে আর পাহাড়ে উঠা

চলে না। সকল বিষয় ভাবিয়া দেখিয়া সেদিনের মত যাত্রা স্থগিত রাখা হইল।

জিন্ কিন্তু তাহাতে আপত্তি তুলিল; সে বলিল,—"আরো খানিকটা এগিয়ে গেলেই ভালো হ'তো, স্যার্; এখনো আমাদিগকে অনেকটা পথ যেতে হবে।"

কেনেটি উত্তর দিলেন,—"তাতো হবে, কিন্তু সকল জিনিষ এখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে; এতো কষ্ট স্বীকার ক'রেও অন্ধকারে আমরা কতটুকুই বা এগোচ্ছি? পরিশ্রমই সার হ'চ্ছে—ফল আশানুরূপ হ'চ্ছে না; মিছে এমন কষ্ট ক'রে লাভ কি আমাদের?"

জিন্ বলিল,—"যতটুকু তবু যাওয়া যায়—"

কেনেটি হাসিয়া বলিলেন,—"এগিয়ে যাওয়াটা কিন্তু মোটেই সহজ ব্যাপার নয়; এদিকে অন্ধকার রাত্রি—অন্যদিকে আমরা সামর্থ্যহীন; অন্ধকারে পথ চ'ল্‌তে কষ্টই কি আমাদের কম বাড়ছে? তার চেয়ে এখন বিশ্রাম নিলে ভোর বেলা দিনের আলোয় তাড়াতাড়ি চল্‌তে পারবো।"

বিশ্রামের কথায় জিন্ ছাড়া আর সকলেই খুসি হইল। জিন্ যেন কোনও মতেই ক্লান্ত হইবার নহে; কাজ তাহার যতক্ষণ বাকি পড়িয়া থাকে, ততক্ষণ সে যেন বিশ্রাম করিতে জানে না। কেনেটি কিন্তু জিনের চেয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লোক। জিনের মত সকলেই স্বেচ্ছায় কেনেটির দলে আসিয়া যোগ

দেয় নাই। বাহিরের লোকেরা পয়সার খাতিরে এবং অফিসের লোকেরা কর্তৃপক্ষের মন যোগাইতে মোম্বাশার বিরুদ্ধে কেনেটির অভিযানে যোগ দিয়াছিল। মুখ ফুটিয়া তাহারা কিছু না বলিতে পারিলেও বিনা বিশ্রামে তাহারা নিশ্চয় সন্তুষ্ট হইবে না। শরীরের অবস্থাও সমান নয় সকলের। এতো পরিশ্রমেও জিনের শরীরে এখনো যে উৎসাহ অটুট আছে, সকল লোকের সে উৎসাহ না থাকিলেও দোষ দেওয়া যায় না।

তাঁবু খাটাইবার সরঞ্জামের অভাব ছিল না, অভাব ছিল তাঁবু খাটাইবার লোকের। সারাদিনের ক্লান্তির পর সে উদ্যম আর কাহারই ছিল না। একলা জিন্ আর কত কি-ই বা করিতে পারিবে? ঠাণ্ডা হাওয়ায় সকলের বেশ শীতও পাইতেছিল—তাই খোলা জায়গাতেও পড়িয়া থাকা চলিবে না। অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে জন্তু-জানোয়ারেরও ভয় ছিল। কি যে করা যাইবে সকলেই তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কেনেটি বলিলেন,—"আলো নিয়ে দেখ তো, জিন্, পাহাড়টার গায়ে কোন গুহা আছে কি না; শীতে এমনভাবে বাইরে থাকা যায় কি ক'রে?"

গাইড্‌কে লইয়া টর্চ্চ হাতে জিন্ পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। নেহাৎ কেনেটি বলিয়াছিলেন—তাই, তাহা না হইলে জিন্ আজ নিশ্চয় এক পা-ও নড়িত না। দলের অলস লোকগুলির

উপর তাহার খুবই রাগ হইতেছিল। তাহারা যদি সকলে আরও খানিকটা যাইতে চাহিত, কেনেটি তাহাতে রাজি হইতেন। লোকগুলা কেহই কিন্তু উৎসাহ দেখায় নাই। এত সহজেই যদি ক্লান্ত হইতে হয়, এমন অভিযানে তাহা হইলে যোগ দেওয়াই তো বোকামি। কেবল মাত্র দল ভারি করিয়াই তো ফল পাওয়া যাইবে না। যে কাজের ভার লইয়া বনের মাঝে আসা, আরামের স্বপ্ন দেখিবার তাহাতে সুযোগ মিলিবে কোথায়? তাহাদের জন্য জিনের তাই মাথা ব্যথা ছিল না।

ভাগ্য কিন্তু সকলেরই ভালো বলিতে হইবে। অল্প খুঁজিয়াই পাহাড়ের উপর একটা গুহা দেখা গেল। গুহার ভিতর আস্তানা লইবার আগে ভালো করিয়া উহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। গাইড্‌কে সঙ্গে লইয়া সন্তর্পণে জিন্ অগ্রসর হইয়া গেল। গুহার মুখটা খুবই সঙ্কীর্ণ; কষ্ট করিয়া একটি লোক ভিতরে ঢুকিতে পারে। মুখ বিকৃত করিয়া জিন্ বলিল,—"বাইরে তুমি দাঁড়িয়ে থাকো—ভিতরটা আমিই দেখে আসি আগে; বাঘে খায় তো আমাকেই খাক—সকল আপদ চুকে যায় তা'হলে।"

পথ-প্রদর্শকটি ভালো লোক, জিনের কথা হঠাৎ তাহার বোধগম্য হইল না; শশব্যস্তে সে বলিয়া উঠিল,—"আপনি কেন যাবেন, হুজুর, আমি যখন এখানে আছি? আপনি বরং বাইরে দাঁড়ান, ভিতরটা আমিই দেখে আসি।"

জিন্ বলিল,—"না হে না, তুমিই বরং বাইরে পাহারায় থাকো ; যদি আমার কোন চীৎকার তোমার কানে আসে, তখন না হয় দয়া ক'রে তামাসা দেখতে যেও।"

কথা শেষে টর্চ্চ জ্বালিয়া জিন্ ভিতরে প্রবেশ করিল। গুহার মুখ হইতে খানিকটা পথ মাথা নীচু করিয়া যাইবার পর, ভিতরে গিয়া মাথাটা বেশ উঁচু করিয়া দাঁড়ানো যায়। ভিতরের প্রশস্ততা মন্দ নয় বটে। জন কুড়ি লোকের তাহাতে জায়গা হইতে পারে।

ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া গাইড্‌কে জিন্ বলিল,—"তোমাদের পক্ষে গুহাটা নেহাৎ খারাপ না হ'তেও পারে ; আমার কিন্তু গুহাটা বিন্দুমাত্রও পছন্দ হয় নি ; বাঘ-ভালুকের আড্ডা হ'লেই গুহাটা আমার ভালো লাগতো। কেনেটির দলের এই এতগুলি লোককে বাঘ-সিঙ্গীর পেটে যদি নাই দেওয়া গেলো, তাহ'লে আমাদের এই বনে আসা একেবারেই বৃথা হ'য়েছে।"

গাইড্ কিন্তু তাহার কথা ভাল করিয়া এখনও বুঝিতে পারিল না। অনুমানে কেবল সে এইটুকুই বুঝিল, যে, আস্তানা পাইয়াও ছোকরাটি বিশেষ তুষ্ট হয় নাই। কেনেটির দলের ঐ লোকগুলির উপরে কি জানি কেন ছেলেটির বিশেষ রাগ হইয়াছে। কেনেটি যে জিনকে ভালোবাসেন খুবই—সকলের চেয়ে গাইড্ তাহা ভালো করিয়াই জানিত। দলের লোকগুলি

জিনের কাছে যে কোন্ অপরাধে অপরাধী সাধারণ বুদ্ধিতে তাহা গাইডের মাথায় আসিল না। কি হইলে যে ছোকরা সাহেবটি খুসি হইতে পারে, তাহা না বুঝিয়া বোকার মত গাইড্ চুপ করিয়া রহিল।

জিন্ এবং গাইডের ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষায় অস্থির ভাবে মিষ্টার কেনেটি পায়চারী করিতেছিলেন। অন্য লোকগুলিও জিনিষপত্র রাখিয়া বিশ্রামের আশায় বসিয়া পড়িয়াছিল। ফিরিয়া তাহাদের বিশ্রামের ভঙ্গী দেখিয়া যুবক জিনের সর্ব্ব-শরীর রাগে জ্বলিয়া উঠিল। সে কেনেটিকে বলিতে লাগিল,—"লোকগুল্যের বিশ্রামের ধরণ দেখেছেন, স্যার? বৃথাই আপনি এদের নিয়ে এমন অভিযানে এসেছেন; মোম্বাশা লোকটা এঁদের সকলকে কলা দেখিয়ে পালাবে।"

কেনেটি উত্তর দিলেন,—"আমার কিছুই অজানা নেই, জিন্; তোমার মত আরো কতকগুলি উৎসাহী যুবক সঙ্গে পেলে আমার যে যথেষ্ট সুবিধা হ'তো, সে কথা আমি ভাল ভাবেই জানি। কিন্তু উপায় কি বলো? পৃথিবীর সকল লোকই তো আর তোমার মত নয়? বিশ্রাম-কাতর এতগুলি লোককে যদি এখন বিশ্রামের সুযোগ না দেওয়া হতো, তবে এদের উপর মোটেই সুবিচার করা হ'তো না; আমাদের কাজেরই কি তাতে সুবিধা হ'তো মনে করো?"

নিজের প্রশংসা শুনিয়া জিন লজ্জিত হইয়া পড়িল। বাড়াবাড়ি করা আর ঠিক নয় বুঝিয়া আলো দেখাইয়া সকলকে সে গুহার দিকে লইয়া চলিল। পাহাড়ের একটু উপরেই ছিল গুহাটার মুখ। আলো লইয়া এবারও জিন্ প্রথমে গুহায় ঢুকিল। একটি মানুষের বেশি একবারে গুহায় প্রবেশ করা যায় না। জিনিষপত্রগুলির মধ্যে যেগুলির সর্ব্বদাই দরকার পড়ে না, গুহার মুখে বাহিরেই সেগুলি ফেলিয়া রাখা হইল।

পাছে কোনও হিংস্র জন্তু অকস্মাৎ ভিতরে প্রবেশ করে, কিছু কিছু জিনিষপত্র জমা করিয়া তাই গুহার মুখ খানিকটা বন্ধ রাখা হইল। সকল কাজ শেষ হইয়া গেলে খাওয়ার যোগাড় করিতে বিশেষ দেরি হইল না। পানাহার শেষ করিয়া সকলে পাশাপাশি শুইয়া পড়িলেন।

কেনেটিও সকলের সহিত শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু অত শীঘ্র কিছুতেই তাঁহার ঘুম আসিল না। গুহার ভিতর স্থানের অভাবে একটু পরেই তাঁহার বড় গরম বোধ হইল। একেই তো এতগুলি লোকের নিঃশ্বাসের গরম— তাহার উপর গুহার মুখও বন্ধ আছে খানিকটা। স্বচ্ছন্দ গতিতে বায়ুচলাচল না হওয়ায় শরীরের ভিতরে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। গুহার মুখ খুলিয়া রাখিয়া রাত্রিতে কেউ যে পাহারা দিবে, শরীরের অবস্থা কাহারও তেমন ভাল ছিল না।

নিরুপায় ভাবে চুপ করিয়া কিছুক্ষণ একই অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে থাকিতে কেনেটিও এক সময় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

নিস্তব্ধ রাত্রি বাহিরে যেন থম্‌থম্‌ করিতে লাগিল। অন্ধকার যেন চারিদিকে একেবারে জমাট বাঁধিয়া আছে। যে সকল পাহাড় আর গাছ রাত্রির অন্ধকারে মাথা তুলিয়া আছে, তাহাদেরও দেখিতে পাইবার উপায় নাই। পাহাড় ও বৃক্ষের বিভিন্নতা একটুখানি দূরে দাঁড়াইয়াও ভাল করিয়া বুঝা যায় না। মাঝে মাঝে দুই একটা বনের জন্তু রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চীৎকার করিতেছিল।

মধ্য রাত্রিতে পাথরের ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দে কেনেটির হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জিন্‌ তাঁহার পাশেই তখনো নিদ্রা যাইতেছে। ঘুম হইতে ডাকিয়া তুলিয়া কেনেটি তাহাকে বলিলেন,—"বাইরে কিসের শব্দ হ'চ্ছে, শুন্‌তে পাচ্ছ, জিন্‌?"

নিদ্রা-বিজড়িত কণ্ঠে জিন্‌ উত্তর দিল,—"জন্তু-জানোয়ার হবে বোধ হয়; পাহাড়ের ওপরে হুড়োহুড়ি ক'র্‌তে গিয়ে হয়ত কোন পাথর নুড়ি গড়িয়ে দিয়ে থাকবে।"

কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে জিন্‌ আবার ঘুমাইয়া পড়িল। নূতন আর কোন শব্দ না শুনিয়া কেনেটিও আবার নিদ্রার আয়োজন করিলেন। ক্ষুদ্র গুহায় অকাতরে সকলেই নিদ্রা যাইতেছে; কেনেটিও আর বেশিক্ষণ নিজকে জাগাইয়া রাখিতে পারিলেন না।

শেষ রাত্রিতে অসহ্য গরমে আবার কেনেটির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আন্দাজেই বুঝা গেল, যে, ভোর হইতে আর বিলম্ব নাই। ভোর হউক আর নাই হউক, সেদিকে তখন দৃষ্টি দিবার মত অবসর ছিল না। বাতাসের অভাবে কেনেটির দম যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে। হঠাৎ তাঁহার ভয় হইল, অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে হৃৎপিণ্ড তাঁহার বোধ হয় বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, অভিযানের আশা ছাড়িয়া দিয়া চিকিৎসার জন্য কেনেটিকে সহরে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

মনের উদ্বেগে কেনেটি জিন্‌কে পুনরায় জাগাইয়া তুলিলেন। একে একে সকলেই তারপর নিদ্রা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। কেনেটি তখন জিন্‌কে বলিলেন,—"গুহার মুখ থেকে জিনিষগুলো আগে সরিয়ে দাও তো, জিন্; নিঃশ্বাস টান্‌তে আমার যেন কষ্ট হচ্ছে খুব।"

সায় দিয়া জিন্ বলিল,—"আমারও যেন সেই রকমই একটা কিছু হ'চ্ছে; কি জানি কি আবার হ'লো হঠাৎ আমাদের।"

গুঁড়ি মারিয়া জিন্ তখন গুহার মুখে আগাইয়া গেল। খোলা বাতাসে বুকখানা তাহার ভরাইয়া তুলিবার জন্য জিনের যেন তাড়াতাড়ির আর অন্ত ছিল না। টান মারিয়া সে জিনিষগুলা তাড়াতাড়ি ভিতর দিকে যথাসাধ্য সরাইয়া

আনিতে লাগিল। তবুও কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়ায় জিনের শরীর একটুও শীতল হইল না। গুহার মুখে এখনো যেন কি একটা বস্তু চাপা দেওয়া আছে—অন্ধকারে যাহা ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না। বিরক্ত হইয়া হাতটা আরও সাম্‌নে বাড়াইতেই কঠিন শিলাখণ্ডে উহা বাধা পাইয়া থামিল।

প্রথমটা সে কিছুই যেন বুঝিতে পারিল না, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ একেবারে সাদা হইয়া উঠিল। আতঙ্কে তাহার আর নড়িবারও ক্ষমতা রহিল না। টলিতে টলিতে ভিতরে আসিয়া অতিকষ্টে জিন্‌ তাহার স্বর বাহির করিল—"সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, স্যার; মোম্বাশা আমাদের গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে গেছে; ইঁদুরের মত আমাদের প'চে মর্‌তে হবে।"

তাহার কথার আতঙ্কের ছাপটা নিমেষে যেন সকলের মুখেই ছায়াপাত করিল। বিপদের গুরুত্বটা ভালো করিয়া বুঝিবার আগেই কেনেটি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"বলো কি, জিন্‌? রক্ষার কি আমাদের আর কোন উপায়ই নেই?"

—সাত—

হোয়াইট্‌হেড্‌ যে-অঞ্চল দিয়া পথ চলিতেছিলেন, পর্ব্বতময় হইলেও উহা দুর্গম ছিল না। পাহাড়ের শ্রেণী সরলভাবে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। পাহাড়গুলি বামদিকে ফেলিয়া

রাখিয়া উপত্যকার উপর দিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে নানা গাছের জঙ্গল। লায়ার ও এমু পাখীর গলার স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। কিছুক্ষণের জন্য মোম্বাশার কথা কাহারও যেন আর মনেই রহিল না। চারিদিকের সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া সকলেই বিশেষ প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

এম্‌নি ভাবেই সারা দিনের পথ অতিক্রান্ত হইল। রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য ভালো জায়গায় তাঁবু টাঙানো হইল। কয়জন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া হোয়াইট্‌হেড্‌ একটি তাঁবুতে রহিলেন, দেশীয় অনুচরেরা আর একটি তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

রাত্রি তখন বোধ হয় অনেকটা হইবে। হোয়াইট্‌হেডের মনে হইল, অন্ধকারে তাঁবুর ভিতরে কে যেন পায়চারি করিতেছে। নিদ্রার ঘোরে ব্যাপারটা ঠিক মত বুঝা গেল না। মোম্বাশার কথা স্মরণ হইতেই তাঁহার মনে কেমন যেন একটা ভয় ধরিয়া গেল। তাঁহারই সঙ্গীদের মধ্যে কেউ একজন হয়তো নিদ্রাহীনভাবে পায়চারী করিতেছে। সন্দেহ দূর করিবার জন্য হোয়াইট্‌হেড্‌ প্রশ্ন করিলেন,—"কে তুমি এখানে? কে তুমি এমন ভাবে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছো?"

পদশব্দ তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল—কিন্তু কোন লোকের সাড়া পাওয়া গেল না। উত্তরের অপেক্ষায় হোয়াইট্‌হেড্‌

কিছুক্ষণ কান পাতিয়া রহিলেন। তবুও লোকটি উত্তর দেয় না দেখিয়া অসহিষ্ণু কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"নাম নেই তোমার? কথার জবাব দাও না কেন?"

অপরিচিতের কণ্ঠস্বর এইবার রাত্রির অন্ধকারে ভাসিয়া আসিল। লোকটি এতক্ষণে উত্তর দিল,—"আপত্তিটা অনেক দিক্ দিয়েই হ'তে পারে—উত্তর দিতে তাই আমি বিলম্ব ক'রছিলাম; আমার নাম যদি মোম্বাশা হয়—তা'হলে আপনি কি করেন?"

হোয়াইট্‌হেডের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। স্বপ্নে আসিয়া মোম্বাশা তাঁহাকে দেখা দিয়াছে, অথবা সত্য সত্যই মোম্বাশা আসিয়া সম্মুখে হাজির হইল, সহসা তাহা হোয়াইট্‌হেড্ যেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই ভাবেই কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। অবশেষে সত্যই যখন বুঝা গেল, যে, প্রকৃতই মোম্বাশা তাঁবুতে আসিয়াছে, হোয়াইট্‌হেড্ তখন অলস অবস্থায় বিছানার উপরেই পড়িয়া রহিলেন।

তাঁহার এই নিশ্চেষ্টভাব কিন্তু মোম্বাশার দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। অন্ধকারে সে সোজা হইয়া তাঁবুর ভিতর দাঁড়াইল। তারপর হোয়াইট্‌হেড্‌কে প্রশ্ন করিল,—"চুপ ক'রে এখনো আপনি শুয়ে রইলেন যে? আশ্চর্য্য লোক বটে আপনি! সব চেয়ে বড়ো শত্রু তাঁবুর ভিতর রইলো দাঁড়িয়ে, আপনি

তাকে ধরার কিন্তু কোন চেষ্টাই কর্‌ছেন না; কারো মুখে কেনেটি যদি এমন কথা শোনেন, আপনার সম্বন্ধে তাঁর কি রকম ধারণা হবে ?"

উদাস কণ্ঠে হোয়াইট্‌হেড্‌ উত্তর দিলেন,—"তাঁর ধারণা হবে, যে, আমার বুদ্ধিবৃত্তি উন্নত ধরণের; এত সহজে মোম্বাশাকে যে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় না, কেনেটি সে-কথা ভালভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন; যখন তুমি নিজে নিজেই আমাদের জালের কাছে এগিয়ে আসো, তখন সে জাল ছিঁড়ে ফেলার অস্ত্রও তোমারই হাতের ভিতর লুকানো থাকে; তোমার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে আমাদের জালে যেদিন তোমায় জড়িয়ে ফেলতে পার্‌বো,—সেদিনই হবে তোমার শোচনীয় পরাজয়।"

মোম্বাশা কহিল,—"কেনেটির পরামর্শে সত্যিই আপনার অনেকখানি উন্নতি হ'য়েছে; শত্রুভাবে এখন আমায় নাই বা আক্রমণ কর্‌লেন, বন্ধুভাবেই না হয় একটু বসার জায়গা দিন্‌।"

হোয়াইট্‌হেড্‌ উত্তর দিলেন,—"নিশ্চয় দেবো—কেনই বা দেবো না ? তোমার যদি সাহস থাকে, আমার এই বিছানার পাশে এসে স্বচ্ছন্দে তুমি আসন গ্রহণ করো।"

হাসিয়া মোম্বাশা কহিল,—"অতখানি বাড়াবাড়িতে সত্যিই আমার দরকার নেই; আপনার কথায় আমি অবশ্য অবিশ্বাস

করছি না কিছু, তবু মনে যেন কেমন একটা শঙ্কা হয়; একটু দূরে এইখানেই না হয় আসন গ্রহণ করছি; বেশিক্ষণ কিন্তু এখানে অপেক্ষা ক'রবো না।"

মিনিটখানেক উভয়েই একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কি করিয়া আবার কথা আরম্ভ করা যায়, কেহই যেন হঠাৎ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। একটু পরে হোয়াইট্‌হেড্‌ই সেই নীরবতা ভঙ্গ করিলেন। মোম্বাশাকে বলিলেন,—"মিছে আমি তোমায় এখন ভাঁওতা দিতে চাই না; তোমার সঙ্গে শুধু কয়েকটা কথা বল্‌তে চাই,— মনে তাতে কতকটা তৃপ্তি পাওয়া যাবে।",

মোম্বাশা কহিল,—"আমার সঙ্গে কথা বলায় তৃপ্তি পাওয়া যায়, সেকথা কিন্তু এর পূর্ব্বে জানা ছিল না।"

হোয়াইট্‌হেড্‌ আবার প্রশ্ন করিলেন,—"সত্যি কি এত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ তুমি, মোম্বাশা? আর পাঁচজন মানুষের মতো এই তো তুমি তাঁবুতে বসে দিব্যি কথা বলছো,—কে এখন বুঝবে, যে, তুমি ক্রূর এবং নিষ্ঠুর?"

ক্ষণিকের জন্য যেন মোম্বাশার চক্ষু দুইটা রাত্রির অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল। পূর্ব্বেকার কোমল কণ্ঠে অহেতুক খানিকটা রূঢ়তা আনিয়া চাপা অথচ কর্কশ কণ্ঠে সহসা মোম্বাশা গর্জ্জিয়া উঠিল—"সেটাই থাকবে আপনাদের কাছে আসল পরিচয়

আমার; আপনাদের কাছে আমি নিষ্ঠুর ছাড়া আর কিছুই নই; আপনাদের কাছে আমি ভয়ঙ্কর রক্ত-পিশাচ; পৃথিবীতে কতো ভালো মানুষ নির্ব্বিবাদে ঘুরে বেড়ায়—আমরা কখনো ভুলেও তাদের কোন অনিষ্ট করি না; যারা কিন্তু গায়ে প'ড়ে কিনা আমাদের দেবতার অপমান করে, আমাদের কাছে তাদের জন্মে একটুও ক্ষমা নেই—একটুও করুণা নেই; তাদের রক্তে তর্পণ ক'রে আমাদের দেবতার তৃপ্তিসাধন করতে চাই আমরা—এই হ'লো আমাদের সকলের কাম্য।"

হোয়াইট্‌হেড্ বলিলেন,—"শত্রুর তাঁবুতে ব'সে এ সকল কথা বলা মঙ্গলের নয় কিন্তু; এই মুহূর্ত্তে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা সত্যিই কি তোমার আছে?"

"সহজেই আপনি তা পরীক্ষা ক'রতে পারেন; আপনি না হয় আমাকে একবার ধরার চেষ্টা করুন"—মোম্বাশার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল।

হোয়াইট্‌হেড্ কহিলেন,—"খেলার ছলে একবার না হয় সেই চেষ্টাই করা যাক্; তবে আগে থেকেই তোমায় অভয় দিচ্ছি, ধ'রতে পারলেও এখন ছেড়ে দেবো; মনে রেখো, কথার দাম আমরা প্রাণ দিয়েও রাখি।"

মোম্বাশা উত্তর দিল,—"সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ; আমিও কিন্তু জানিয়ে রাখছি, সে সাহায্যের আমার প্রয়োজন হবে না।"

তাহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল হস্তে হোয়াইট্‌হেড্ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া সহসা হোয়াইট্‌হেড্ চীৎকার করিয়া উঠিলেন,— “ডিক্—পল্, শীগ্‌গির ওঠো তোমরা—মোম্বাশা আমাদের তাঁবুতে এসেছে।”

তাঁহার চীৎকারে সকলেই একসঙ্গে লাফাইয়া উঠিল। অন্ধকারে মোম্বাশা যেখানে একটু আগেই দাঁড়াইয়াছিল,

হোয়াইট্‌হেড্‌ সেখানে বাঘের মতই ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। মোম্বাশার শরীরের সহিত তৎক্ষণাৎ তাঁহার সংঘর্ষ হইল। হোয়াইট্‌হেড্‌ মোম্বাশাকে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন; মোম্বাশা দুই হাতে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল। অপর সকলে ততক্ষণে ঘুম হইতে জাগিয়া অন্ধকার দূর করিতে টর্চ্চের আলো জ্বালাইল। মোম্বাশা তখন অন্য দিকে সরিয়া গিয়াছে। টর্চ্চের আলোয় তাহাকে দেখিতে পাইয়া সকলেই বুঝিতে পারিল, যে, সেই লোকটাই মোম্বাশা। দল বাঁধিয়া সকলে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। পর্দ্দা তুলিয়া মোম্বাশা তৎক্ষণাৎ তাঁবু হইতে প্রস্থান করিল।

দেশীয় অনুচরদের তাঁবুতেও সকলেই জাগিয়া উঠিয়াছিল। হৈ হৈ করিয়া তাহারাও তৎক্ষণাৎ মোম্বাশার পিছনে দৌড়াইয়া গেল। বেশি দূরে তাহাদের কিন্তু যাইতে হইল না। সামনের একটা বড় ঝোপ হইতে সগর্জ্জনে কয়েকটা গুলি সামনে আসিয়া পড়িল। তাহারাও সুড়্‌সুড়্‌ করিয়া তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

ইত্যবসরে আর একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। মোম্বাশা যেদিক দিয়া বাহিরে গিয়াছিল, তাহার বিপরীত দিকের তাঁবুর একটা অংশ আগুন লাগিয়া হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। হোয়াইট্‌হেড্‌ তখন ঝোপের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন; এমন ভাবে তাঁবুতে আগুন লাগিতে দেখিয়া জিনিষ-পত্র রক্ষা

করিবার জন্য তাড়াতাড়ি তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আপন মনে বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"অনেকগুলি লোকজন নিয়ে মোম্বাশা এখানে এসেছিল দেখ্‌ছি।"

দূর হইতে হাঁক দিয়া মোম্বাশা পুনরায় কথা কহিল,—"আজ তবে এখন বিদায় নিচ্ছি, মিষ্টার হোয়াইট্‌হেড্‌; কাল আপনাদের বেনেটকে আপনারা যেমন অবস্থায়ই হোক ফিরিয়ে পাবেন।"

"আচ্ছা—ধন্যবাদ",—বলিয়া আগুন নিভাইতে হোয়াইট্‌হেড্‌ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

আগুনও প্রায় নিভানো শেষ হইয়া গেল এবং রাত্রিও প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল। গোলমালে এতক্ষণ কাহারো নজরে পড়ে নাই, কিন্তু আকাশে তখন বেশ খানিকটা মেঘ জমিয়াছে। বৃষ্টির একটু আগেই যেমন ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে থাকে, সেইরূপ ঠাণ্ডা হাওয়া তখন বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। খানিক বাদেই ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া যে বৃষ্টি নামিয়া আসিবে, সে বিষয়ে আর কাহারোই কোন সন্দেহ রহিল না।

তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র ভালো করিয়া গুছাইয়া লইয়া সকলে তখন পুনরায় যাত্রা সুরু করিলেন। মোম্বাশার সহিত অদ্ভুত ধরণের পরিচয়ের কথাটাই কেবল চলিতে চলিতে হোয়াইট্‌হেডের মনে পড়িতে লাগিল। এমন চিত্তাকর্ষক সাক্ষাতের কাহিনীটা, কি করিয়া যে কেনেটির কাছে বর্ণনা

করা হইবে, হোয়াইট্‌হেড্ এখন মনে মনে উহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বদিকের আকাশ একটু একটু করিয়া ফর্সা হইতেছে। মেঘ করিয়া থাকায় সূর্য্য না উঠিলেও বুঝা গেল, যে, বেশ খানিকটা বেলা বাড়িয়াছে।

পথ দেখাইয়া যে লোকটি তাঁহাদের লইয়া যাইতেছিল, পথ সম্বন্ধে হোয়াইট্‌হেড্ তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। গাইড তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আশ্বাস দিল, যে, নূতন বিপদ উপস্থিত না হইলে সন্ধ্যা রাত্রিতেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাজির হওয়া যাইবে। পথও সেখানে বিশেষ দুর্গম ছিল না। পর্ব্বত-শ্রেণীর পাদদেশে ঢালু উপত্যকার উপর দিয়া অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ গতিতেই অগ্রসর হওয়া যায়। আকাশের অবস্থাই একটুখানি কেবল চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

ক্রমে ক্রমে বেলা বাড়িয়া দুপুর হইয়া গেল, তবুও কিন্তু তখনও এক ফোঁটা বৃষ্টি নামিল না। বৃষ্টি না নামায় অনেকখানি পথ সহজেই অতিক্রম করার সুবিধা হইল। যে মেঘ দেখিয়া সকালেই জল আসিবে বলিয়া সকলের মনে হইয়াছিল, তাহারা যেন দয়া করিয়া এতক্ষণ জল ঢালে নাই। তাই বলিয়া কিন্তু বেশিক্ষণ মেঘ আর অপেক্ষা করিল না। দুপুরের আহার শেষ করিবার পর আবার যখন তাঁহাদের

যাত্রা সুরু হইল, আকাশ ভাঙ্গিয়া তখন জল নামিয়া আসিল। চারিদিকের পাহাড় আর গাছপালার অস্তিত্ব জলের রেখায় মিশিয়া একাকার হইয়া গেল।

দায়িত্বের বোঝা হোয়াইট্‌হেডের মাথায় এখন যেন ভাল করিয়াই চাপিয়া বসিল। এমন দুর্য্যোগে অগ্রসর হওয়া ভাল কি মন্দ, সহসা হোয়াইট্‌হেড্ কিছুই যেন ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহাদের জন্য কেনেটির দল অপেক্ষা করিয়া থাকিবে; যদি তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে হাজির হইতে না পারেন, কাজের তাহাতে বিশেষ ভাবেই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। অপর দিকেও সমান বিপদ অপেক্ষা করিয়া আছে। প্রবল ধারায় পথের হদিস্ পাওয়া যায় না কিছুই। অন্ধের মত চোখ বুজিয়া আগাইয়া যাওয়া ভিন্ন তাঁহাদের হাতে অন্য কোনই উপায় নাই। ঝড়ের গতিকেও উপেক্ষা করা চলে না। মত্ত ঝটিকা সাম্‌নের দিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। তিন পা সম্মুখে অগ্রসর হইলে অন্ততঃ দুই পা তাঁহাদের পিছাইয়া আসিতে হয়।

বৃষ্টির ছাট হইতে চোখ দু'টিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া হোয়াইট্‌হেড্ তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। এ হেন সঙ্কট-মুহূর্ত্তে হোয়াইট্‌হেড্‌কে উৎসাহিত করিতে জিনের মত কোন সহচর পার্শ্বে ছিল না। যাহা তাঁহার করা উচিত, একাই তাঁহাকে চিন্তা করিয়া স্থির করিতে হইবে। বৃষ্টির জল অশ্রান্ত ভাবে

তাঁহার মাথায় আসিয়া পড়িতে লাগিল, ঝড়ের বেগে ভিজা পোষাকও খুলিয়া যাইবার উপক্রম। এমন দুর্যোগে হোয়াইট্‌হেড্ তাঁহার বিশাল দেহটিকে উন্নত রাখিয়া ভয়হীন চিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুবিধামত তাঁহাদের একটিও আস্তানা কাছাকাছি কোথাও নজরে পড়ে না। গাছের তলায় আশ্রয় লইলেও অনেক বিপদ আছে। ঝড়ের বেগে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িলে এক সঙ্গে সকলকেই মরিতে হইবে। দুই এক মিনিটেই হোয়াইট্‌হেডের কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভিজিলে বৃষ্টি কমিবে না। ঝড়ের মুখে তাঁবু খাটাইতে যাওয়াও পাগ্‌লামি ছাড়া আর কিছুই নয়। সবদিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া আগাইয়া যাওয়াই তাঁহার পক্ষে ভাল মনে হইল।

তাঁহার যুক্তির বিরুদ্ধে কেহ অভিযোগ করিল না, কাজেই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়াই তাঁহাদের অগ্রসর হইতে হইল। আকাশের উপরে চক্‌চক্ করিয়া বিদ্যুৎ হানিতেছে। দরকারী জিনিষগুলি যাহাতে বৃষ্টির জলে ভিজিয়া না যায়, তাঁবুর কাপড়ে সেগুলিকে তাই ঢাকিয়া লওয়া হইল।

সকলে মিলিয়া আবার তাঁহারা চলিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু পথের নিশানা তাঁহাদের আর ঠিক রহিল না। মেঘের অন্ধকারে আর বৃষ্টির ধারায় বিশ গজ দূরের বস্তুও যেন ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে। চলিবার মত যে-পথ তাঁহারা সাম্‌নে দেখিতে

পাইলেন, অন্ধভাবে তাহারই উপর পা ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও কিন্তু তাড়াতাড়ি পথ চলিতে পারিতেছিলেন না। ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের মধ্যে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া একটু একটু করিয়া তাঁহারা তখন অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

মাথার উপরে চলিতে লাগিল মেঘ ও বজ্রের গর্জ্জন। বিদ্যুতের চমকানিতে আকাশের এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত চিরিয়া যাইতেছে। বৃষ্টির বর্ষণে আর উন্মত্ত ঝটিকার তাণ্ডব নর্ত্তনে যেন সমগ্র পৃথিবী মহা বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। সকল বিপদ মাথায় করিয়াই কয়টি প্রাণী অসহায়ভাবে পথ চলিতে ছিল। আজ যেন বিদ্রোহ করিয়া সকল দুর্য্যোগ একই সঙ্গে তাহাদের উপর নির্য্যাতন চালাইতে সুরু করিয়াছে।

সন্ধ্যার পর রাত্রির অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিল। কতক্ষণ যে তাঁহারা পথ চলিয়াছেন, উহার কিছুই ঠিক ছিল না। অন্ধকারে চলার পথ যখন একেবারেই বিলীন হইয়া গেল, তখন সকলের হুঁস হইল। ঝড়-বৃষ্টি তখন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। বিদ্যুৎ চম্‌কাইতে দেখা গেল, সাম্‌নেই একটা উঁচু পাহাড়—তাহার উপর ঘন জঙ্গল। বিশ্রাম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সকলকেই স্বীকার করিতে হইল। আলো জ্বালিয়া পাহাড়ের উপর গুহার সন্ধান চলিতে লাগিল।

চেষ্টা করিয়াও একটিও গুহা পাওয়া গেল না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিবার শক্তিও কাহারও আর তখন নাই বলিলেই চলে। যেখানে হোক কোথাও একটু বসিতে পারিলেই হয়। পাহাড়ের উপরকার গাছগুলার তলায়ই আশ্রয় গ্রহণ করা অগত্যা স্থির হইল।

টর্চ্চ হাতে হোয়াইট্‌হেড্ তখন উপরে উঠিতে লাগিলেন। খানিকটা চলিবার পর পিছন ফিরিয়া হোয়াইট্‌হেড্ দেখিলেন, কুলির দল অনেকখানি পিছনে পড়িয়াছে। বোঝা লইয়া তাড়াতাড়ি তাহারা চলিতে পারে নাই। দূর হইতে হোয়াইট্‌হেড্ তাহাদের সামনে টর্চ্চের আলো ফেলিলেন। একটু পরেই তাহারাও আসিয়া পড়িল।

পিছন ফিরিয়া আবার তিনি চলিতে আরম্ভ করিতেই দোদুল্যমান একটা বস্তুর সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ একটা পচা গন্ধে হোয়াইট্‌হেডের দম যেন বন্ধ হইয়া আসিল। কোন কথা ভাবিবার পূর্ব্বেই হোয়াইট্‌হেড্ তাড়াতাড়ি নাক বন্ধ করিলেন। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য টর্চ্চের আলো সাম্‌নে ফেলিতেই অদ্ভুত একটা দৃশ্য তাঁহার নজরে পড়িয়া গেল। চতুর্দ্দিকের কালো আঁধারে সামান্য একটু টর্চ্চের আলোয় দৃশ্যটার বীভৎসতা যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় হোয়াইট্‌হেডের কখনো এমন দৃশ্য আর নজরে পড়ে নাই।

বেনেট—হতভাগ্য বেনেট! ফাঁসবদ্ধ অবস্থায় বেনেটের দেহটা গাছের ডালে শূন্যে হাওয়ায় দোল খাইতেছে। দেহটা তাহার ফুলিয়া যেন ঢাক হইয়াছে—চক্ষু দুইটা ঠেলিয়া যেন বাহিরে আসিতে চায়। চক্ষু দু'টির ভিতর হইতে আতঙ্ক ও যন্ত্রণার ছাপ তখনো যেন একেবারে মুছিয়া যায় নাই।

স্থানীয় অনুচরেরা রাত্রির অন্ধকারে আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ভূত—সাহেব—ভূত, খেয়ে ফেল্লে আমাদের—"

দৃঢ় কণ্ঠে হোয়াইট্‌হেড্ তাহাদের আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"না—না, ভূত নয়—বেনেট; আমাদেরই বেনেট; মোম্বাশা তার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রেছে; আমাদের বেনেটকে আমাদেরই কাছে সে আজ আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।"

—আট—

ব্যাপারটা বুঝিতে কেনেটির আর বিলম্ব হইল না। মোম্বাশার সহিত সংগ্রাম মানেই জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলা; এতদিনে তাহাই আরম্ভ হইয়াছে। গুহার ভিতর এতগুলি লোকের বিষাক্ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে অল্প বায়ুটুকু ক্রমেই যেন কলুষিত হইতেছে। এতদিন পরে মোম্বাশা এবার যে চাল তাঁহাদের উপর চালিয়াছে, কেনেটি বুঝি তাহার তাল আর

সাম্‌লাইতে পারিলেন না। কেনেটির কপাল বাহিয়া ঘামের ধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

উদ্বিগ্ন হইয়া কেনেটি কহিলেন,—"বড্ডো বিপদেই ফেলেছে, মোম্বাশা; রক্ষা পাওয়ার কোন উপায়ই আমার মাথায় তো আর আস্‌ছে না; তুমি তেমন উপায় কিছু খুঁজে বার ক'রতে পার, জিন?"

জিন্ তাঁহার উত্তর দিল,—"গোটা মাথাটাই আমার যেন গোবরে ভর্ত্তি হয়ে আছে; কি উপায় আমি আর বাৎলে দেব, বলুন?"

কেনেটি বলিলেন,—"বেশি সময় অপেক্ষা করাও চলে না; প্রতি মিনিটে আমাদের কষ্ট যে বেড়েই চলেছে—গরমে তো প্রাণ এদিকে যায়-যায় অবস্থা; এই মুহূর্ত্তেই কোন উপায় মাথায় না এলে গুহার ভিতরেই দম বন্ধ হ'য়ে ম'রতে হবে আমাদের।"

গভীর উত্তেজনায় ভাবিতে ভাবিতে কেনেটি তখন মাথার চুলে আঙুল চালাইতে লাগিলেন। যে সমস্যা ও সঙ্কটের ভিতর দিয়া আজ তাঁহাদের কঠোর পরীক্ষা শুরু হইয়াছে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার সহজ উপায় নাই। উপায় একটা না পাওয়া গেলে এতগুলি নিরীহ লোককে অযথা মরিতে হইবে; মোম্বাশাকেও বাধা দিবার জন্য বিশেষ কেহ আর বাঁচিয়া থাকিবে না।

একটুখানি ভাবিবার পর সামান্য একটু আশার আলোক হঠাৎ যেন কেনেটির দৃষ্টিগোচর হইল। জিন্‌কে তখনি ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"পাথর-কাটা অস্ত্রটা আমাদের সঙ্গে আছে কি ? গুহার বাইরে সেটাকে কাল ফেলে রাখনি তো ?"

"খুঁজে দেখি,"—বলিয়া জিন্ তৎক্ষণাৎ ভিতরে চলিয়া গেল। যে-জিনিষগুলি বাহিরে না রাখিয়া ভিতরে আনা হইয়াছিল, জিন্ সেগুলি টর্চ্চের আলোতে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল। সামান্য ছোট একটি যন্ত্রের উপরে এতগুলি লোকের জীবন-মরণ আজ নির্ভর করিতেছে। অল্প আশাতেই জিনের উৎসাহ চতুর্গুণ হইয়া বাড়িয়া উঠিল। খুঁজিতে খুঁজিতে অস্ত্রটি হঠাৎ নিজের নজরে পড়িল।

অস্ত্রটিকে আপনার বুকে চাপিয়া ধরিয়া জিনের তখন আনন্দের আর সীমা রহিল না। রূপকথায় জীবন-কাঠি ও মরণ-কাঠির কথা আছে। জিন্ যেন জীবন-কাঠিটি আজ তাহার আয়ত্তে পাইয়াছে। কেনেটির দূরদর্শিতাকে প্রশংসা না করিয়া সে থাকিতে পারিল না। কাজের ভার লইয়া বাহির হইবার পূর্ব্বে ছোট জিনিষটির কথাও তাঁহার স্মরণ থাকে ঠিক্। ভবিষ্যতে কখনো হয়তো দরকার হইতে পারে, তাই অনেক জিনিষই কেনেটি তাঁহাদের সঙ্গে আনিয়াছেন। দল ছাড়িয়া কখনো যদি বাহিরে যাইতে হয়, তখন পাথরের উপরে

সাঙ্কেতিক চিহ্ন রাখিবার প্রয়োজন হইতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই অস্ত্রটিকে কেনেটি সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

কেনেটির কাছে ছুটিয়া আসিয়া জিন্ আনন্দে চেঁচাইয়া উঠিল। গুহার বাতাস হাল্কা করিয়া জিন্ তখন ঘোষণা করিল,—"পেয়েছি, স্যার,—আপনার সেই ক্ষুদে অস্ত্রটিকে; কাজ এখনই আরম্ভ কর্‌বো কি?"

কেনেটি কহিলেন,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেরি ক'রোনা আর; যে পাথরটা গুহার মুখে চাপা দেওয়া আছে—তারই ধার দিয়ে একটা গর্ত্ত করা দরকার; বাইরের একটু বাতাস পাওয়া খুবই দরকার আমাদের।"

জিন্ একটা ছোট দেখিয়া পাথরের টুক্‌রা কুড়াইয়া লইল। নির্দ্দিষ্ট স্থানের উপরে অস্ত্রটিকে বসাইয়া লইয়া পাথর দিয়া জিন্ তাহাতে আঘাত করিতে লাগিল। চাপা দেওয়া পাথরখানা যে কতখানি পুরু, আন্দাজে তাহা বুঝিয়া লইবার উপায় ছিল না। পাথরখানির ধার দিয়া কোণাকুণিভাবে অস্ত্র চালাইলে একটু পরেই হয়তো একটা ছিদ্র হইতে পারে।

ইতিমধ্যেই গুহাটা বেশ গরম হইয়াছে। নিঃশ্বাস টানিবার একটুও বাতাস নাই বলিলেই চলে। দুইজন স্থানীয় অনুচরের বুকে রীতিমত টান আরম্ভ হইয়াছিল। একটু পরেই বোধ হয় তাহাদের ইহলীলা সাঙ্গ হইবে। তাহাদের বাঁচাইতে কোন কিছুই আর করিবার ছিল না।

পাথর কাটিতে কাটিতে জিন্ প্রশ্ন করিল,—"পাথরটা একটু বড়ো ক'রেই কাট না কেন, স্যার? একটা মানুষ গর্ত্ত দিয়ে বাহিরে যেতে পারলে আমরাও হয়তো মুক্তি পাবো।"

কেনেটি তাহার উত্তর দিলেন,—"এতে আমাদের আরো দেরি হওয়ার সম্ভাবনা; অনেক লোকই অতখানি সময় না বাঁচতেও পারে; আগে তুমি হাওয়া আসার মতো ছোট একটা গর্ত্তই তৈরী করো, তারপর না হয় তোমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখা যাবে।"

জিন্ বলিল,—"পাথরটা বেশ তাড়াতাড়ি কাট্ছে কিন্তু।"

এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে একজন সাহেব সেখানে, আসিলেন। তাঁহাকে দেখিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না, যে হাওয়ার অভাবে তাঁহার যথেষ্ট যন্ত্রণা হইতেছে। তিনি আসিয়া খবর দিলেন যে, দেশীয় অনুচর দুইটা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছে। হয় তো তাহারা একটু পরেই মারা যাইতে পারে।

শুশ্রূষা করিয়া যদি তাহাদের আরও একটু সময় বাঁচাইয়া রাখা যায়, সেই চেষ্টায় তৎক্ষণাৎ কেনেটি গুহার ভিতরের দিকে প্রস্থান করিলেন। কেনেটিও মানুষ—তাঁহারও বুকে তখন টান ধরিতেছে; হৃৎপিণ্ডটা থাকিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন লাফাইয়া উঠিতেছিল। এত চেষ্টা করিয়াও হয়তো শেষ অবধি একটিও লোক রক্ষা পাইবে না। সভ্য জগৎ হইতে

একেবারে বাহিরে আসিয়া,—কুইন্সল্যাণ্ড প্রদেশের একটি পর্ব্বতময় অরণ্য-অঞ্চলে—আলোকহীন, বাতাসহীন এই ভয়ঙ্কর গুহার ভিতরই বা হয়তো তাঁহাদের সমাধি-গহ্বর রচিত হইয়া আছে।

জিন্ তখনও বসিয়া বসিয়া পাথর কাটিতেছিল। বাতাসহীন গুহাটার ভিতর নিদারুণ পরিশ্রমে চুলগুলো তখন তাহার একেবারেই বিপর্য্যস্ত। গায়ের পোষাক তাহার ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। একটুখানি মিঠে বাতাসের আশায় বুকের ভিতর তখন তাহার অসম্ভব ব্যাকুলতা। জিনের তারুণ্য—জিনের যৌবন আজ একেবারেই দীপ্তিহীন। এত কষ্টেও কিন্তু জিনের মুখের উপর কিসের যেন একটা পরিতৃপ্তির ছায়া পড়িয়াছে! যে রোমান্স ও বিপদের আশায় সে চিরদিন শিশুর মতো ব্যাকুল হইয়া আছে,—আজিকার এই নিদারুণ অবস্থাই সেই রোমান্সের ভয়ঙ্কর রূপ। বিপদের মাঝেই আজ এতগুলি মানুষের জন্য মুক্তির উপায় সে নিজ হাতেই প্রস্তুত করিতেছে।

পৃথিবীর উপরে আজ আলোর ছড়াছড়ি—কতই না বাতাসের প্রাচুর্য্য। এত আলো কেহ দেখিয়া শেষ করিতে পারে না,—চক্ষু ধাঁধিয়া যায়; এত বাতাস কেহ নিঃশ্বাস টানিয়া শেষ করিতে পারে না,—বাকি পড়িয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর একটা অংশ—এই যে একটা গুহা, না আছে ইহাতে

একবিন্দু আলোক, না আছে একটুখানি নির্ম্মল বাতাস। বুক ভরিয়া একটিবারের জন্য তৃপ্তির নিঃশ্বাস টানিয়া লইতে এত লোক আজ পাষাণে মাথা কুটিতেছে।

যে-দুইটা লোক অজ্ঞান অবস্থায় এতক্ষণ ধরিয়া গোঙাইতেছিল, তাহাদের গোঙানিও আর শুনা গেল না। তাহাদের বদলে সকলেই এখন গোঙাইতে শুরু করিল। পাথর কাটিতে কাটিতে জিন নিজেও এক সময় লক্ষ্য করিল, ঘড়্ঘড়্ করিয়া তাহারও গলা দিয়া কেমন যেন একটা শব্দ উঠিতেছে। তাহারও চক্ষু দুইটায় কিসের যেন একটা নেশার ঘোর একটু একটু করিয়া ক্রমেই আরম্ভ ঘন হইতেছে।

নূতন ধরণের একটা স্বপ্নময় আবরণে জিনের চারিদিক্ ক্রমশঃই যেন ঢাকিয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ একবার জিনের এক সময় হুঁস হইল, যে, পাথর যেন আর তাড়াতাড়ি কাটিতে চাহিতেছে না। হাত যেন ক্রমেই তাহার অবশ হইতেছে আর অস্ত্রটার মুখের ধারও কমিয়া আসিতেছে। তথাপি তাহার হাত একেবারে নিরস্ত হইয়া রহিল না, ঠুক্‌ঠুক্ করিয়া তাহার অস্ত্রখানির মুখে ছোট ছোট পাথরের কুঁচি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

ঘটনার শেষ অবধি জিনের ভালো রকম হুঁস্ ছিল না। হঠাৎ যেন বাহিরের একটু ফুর্‌ফুরে বাতাসে জিনের এক সময় অকস্মাৎ সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। গর্ত্তটা আরো একটু বড়ো

করিয়া কাটিতে কাটিতে জিন্ তখন মহা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"শীগ্‌গির এদিকে আপনি আসুন, স্যার ; হাওয়া আসার মত একটা গর্ত্ত তৈরী হয়েছে।"

জিনের চীৎকারের ফল কিন্তু ভালো হইল না। বাতাস পাইবার আশায় গুহাশুদ্ধ লোক মরি-বাঁচি করিয়া সেখানে

ছুটিয়া আসিল। তাহাদের কাহারও তখন ভাল-মন্দ জ্ঞান নাই, হাওয়ার অভাবে সকলেই তখন পাগল হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই আপনার প্রাণ বাঁচাইবার আকুলতায় অপরের প্রতি আর লক্ষ্য রাখিল না। ব্যাপারটার গুরুত্ব নেহাৎ অল্প নহে। কেনেটি চীৎকার করিয়া আদেশ দিলেন,—"গর্ত্তের মুখে খবরদার কেউ হাজির হয়োনা বলছি; ফল তাতে মন্দ বই ভালো হবে না; গুহার মুখটা বন্ধ না ক'রে হাওয়া আসার জায়গা রাখো; তা'তে তোমাদের প্রাণে বাঁচার ব্যবস্থা হবে।"

কেনেটির আদেশের প্রতি কিন্তু কেহই গুরুত্ব আরোপ করিল না। জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আদেশানুবর্ত্তিতার সকল বালাই ঘুচিয়া গেল। গর্ত্তের মুখটায় যাইবার জন্য আরম্ভ হইয়া গেল ভীষণ ঠেলাঠেলি। ব্যাপার দেখিয়া জিন্‌ও একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। গুহার মুখটা আগুলিয়া দাঁড়াইয়া কঠোর কণ্ঠে জিন্ গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"খবরদার কেউ এদিকে আসার চেষ্টা ক'রো না; একটিমাত্র লোকের স্বার্থের খাতিরে সকল লোককে আমরা কখনো ম'র্‌তে দিতে পারি না।"

অতঃপর পথ না পাইয়া সকলেই দূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। বাহিরের বাতাস তখন বেশ একটু একটু ভিতরে ঢুকিতেছে। খানিক বাদে সকলেই অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

সমস্যা তখনও অল্প নহে। পাথরকাটা অস্ত্রের ধার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে গর্তটি কাটা হইয়াছিল তাহার ভিতর দিয়া একটি লোকও বাহিরে যাইতে পারে না। গুহার ভিতরে হাওয়া পাইলেও খাদ্য এবং জলের অভাবে কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহাদের সকলকেই মরিতে হইবে। যে-লোক দুইটি ইতিমধ্যেই মারা পড়িয়াছে, তাহাদের দেহও পচিয়া উঠিতে বিলম্ব হইবে না। কোন মতেই তাঁহাদের এখন মুক্তি পাইবার উপায় নাই। যে মৃত্যুটা একটু পরেই তাঁহাদের নিকটে আগাইয়া আসিত, ঘটনাচক্রে তাহার আগমন আরও একটু পিছাইয়া গেল মাত্র।

যাই হোক্, এখনকার মতো রক্ষা পাওয়া গিয়াছে। বিপদের মাঝখানে শরীরের যন্ত্রণায় এতক্ষণ কাহারও খেয়াল ছিল না, সকলেরই কিন্তু ভালোভাবেই ক্ষুধা পাইয়াছিল। সঙ্গে তাঁহাদের যে-সকল খাদ্য ও পানীয় ছিল, সকলে মিলিয়া এখন তাই গ্রহণ করিতে লাগিলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া সুস্থ হইবার পর, মুক্তি লাভের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। বিশেষ কোন উপায় কিন্তু বাহির হইল না।

বাহিরের আকাশে ততক্ষণে বেশ মেঘ জমিয়াছে। একটু পরেই ঝড়ের সঙ্গে ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল। করিবার মতো কাজ না থাকায় সকলেই আসিয়া গর্তের মুখে জড়ো

হইতে লাগিলেন। বসিয়া বসিয়া ঝড় বৃষ্টির রূপ দেখিতে মন্দ লাগে না। গর্ত্তের উপরে মুখ রাখিয়া একে একে সকলেই উহা দেখিতে লাগিলেন। অলসভাবে সারা দিনটা এমনিভাবে কাটাইবার পর, সন্ধ্যার তরল অন্ধকার এক সময় রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

গর্ত্তের মুখের কাছে বসিয়া বসিয়া কেনেটি ও জিন্ তখন গল্প করিতেছিলেন। হোয়াইট্‌হেডের দলটি ততক্ষণে কতখানি পথ আন্দাজ অতিক্রম করিয়াছে, তাহাই ছিল দুইজনের আলোচনার বিষয়। ঝড় বৃষ্টি যদিও একেবারে থামিয়া যায় নাই, তবুও তাহা অনেকটা তখন শান্ত হইয়াছে। এমন সময় বাহিরে যেন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া গেল।

অল্প দূর হইতে আওয়াজ আসিলেও সে স্বরের মধ্যে স্পষ্টতা ছিল না।

জিন্ তখন প্রশ্ন করিল,—"মানুষেরই গলা ব'লে বোধ হচ্ছে, না?"

কেনেটি উত্তর দিলেন,—"সেই রকমই মনে হয় আমার; ব্যাপার তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না।"

জিন্ তখন জিজ্ঞাসা করিল,—"চীৎকার ক'রে সাড়া দেবো না কি? হয়তো আমরা মুক্তি পেলেও পেতে পারি।"

তাহার কথায় কেনেটি হাসিয়া কহিলেন,—"মোম্বাশার

লোক হয় যদি? আমাদের গর্ত্তটুকু তা' হ'লে আবার বন্ধ ক'রে দেবে—সে কথাটাও ভেবে দেখো।"

"তাও বটে,"—বলিয়া জিন্ চুপ করিয়া রহিল। কেনেটিও কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। একটু পরে তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন,—"ডেকেই না হয় দেখো একবার—যদিই বা অন্য কোন লোক হয়; আমরা তো ম'রতেই ব'সেছি।"

গর্ত্তের মধ্যে মুখ দিয়া জিন্ তখন উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল,—"কে আছো এখানে তোমরা? বিপদ্‌গ্রস্ত লোকদের তোমরা সাহায্য ক'র্‌বে কি?"

—নয়—

মোম্বাশার সহিত কেনেটির সংগ্রামে হতভাগ্য বেনেটই হইল প্রথম বলি। বুনোদের প্রতিশোধ স্পৃহা যে কতদূর পর্য্যন্ত হীন হইতে পারে, তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ শাখা হইতে শূন্যে বেনেটের মৃতদেহটা দোল খাইতেছে। হোয়াইট্‌হেড্ স্থির দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিটা দেখিতে লাগিলেন। চারিদিকেই একটা আতঙ্কের ভাব খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বেনেটকে চিনিতে তাঁহার কষ্ট হইল না। তিনিই তাহার জন্য এই অরণ্যবিভাগের চাকুরীটি যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার দেওয়া চাকুরীর পুরস্কার বেনেট আজ ভালোভাবেই লাভ করিয়াছে। তাহার এমন দশা দেখিয়া

হোয়াইট্‌হেডের হৃদয়খানি বেনেটের জন্য করুণায় কাতর হইয়া উঠিল।

টিপ্‌টিপ্‌ করিয়া আকাশ হইতে তখনও জল ঝরিতেছিল ; বাতাসের গতিও নেহাৎ মন্দ ছিল না। এক সময় যখন হোয়াইট্‌হেডের হুঁস্‌ হইল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন, জিনিষ-পত্র ফেলিয়া রাখিয়া স্থানীয় কুলীরা বেশ খানিকটা তফাতে প্রস্থান করিয়াছে ; শ্বেতাঙ্গ সহকর্ম্মীরাও সন্দেহাকুল চিত্ত লইয়া একটুখানি দূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। মৃত-দেহটা এখনই কিন্তু নামাইয়া ফেলা দরকার। দেহটা দেখিলেই বুঝা যায় যে, সকালের দিকেই তাহাকে এক সময় ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে। অনেকক্ষণ আগেই মৃত্যু হওয়ার দরুণ এবং সারাদিন মৃত দেহটা জলে ভিজিবার ফলে এখন তাহা পচিয়া ও ফুলিয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

সাহেব বন্ধুদের একটু বুঝাইতেই সকলে ফিরিয়া আসিলেন ; দেশীয় লোকেরা সহজে কিন্তু আসিতে চাহিল না। চাকুরীর জন্য তাহারা সঙ্গে আসিয়াছে, প্রাণ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না তাহাদের।

হোয়াইট্‌হেড্‌ তাহাদের বুঝাইতে চাহিলেন, যে, এ কোন ভূতের কাণ্ড নহে। মোম্বাশা ছাড়া ভূতেও এমন কাজ করিতে পারে না। ফাঁস লাগাইয়া মোম্বাশাই বেনেটকে হত্যা করিয়াছে। বেনেটের দেহটা কবর না দিয়া চলিয়া যাওয়া

যায় না। বেনেটের পরলোকগত আত্মা তাহা হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া অনিষ্ট করিবে।

হোয়াইট্‌হেডের যুক্তি তখন সকলে মিলিয়া স্বীকার করিল। তাহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া হোয়াইট্‌হেড্ আবার ফিরিয়া আসিলেন।

বেনেটের দেহটা যেখানে গাছের ডালে ঝুলিতেছিল, তাহারই একটু দূরে তখন সকলে আসিয়া জড়ো হইলেন। দেহটাকে নীচে নামাইবার পূর্ব্বে কতকগুলি কাজ শেষ করা প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি সেই সব শেষ করিয়া ফেলিতে সকলেই যখন চেষ্টা করিতেছেন, তখন হঠাৎ কাহার চীৎকার যেন তাঁহাদের কানে ভাসিয়া আসিল,—"কে আছো এখানে তোমরা? বিপদগ্রস্ত লোকদের তোমরা সাহায্য ক'রবে কি?"

সাহায্য করা তো দূরের কথা, চীৎকার শুনিতে পাইয়া সকলেরই মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল। ঘনান্ধকারময় আবেষ্টনীর মধ্যে, মাথার উপর যেখানে তখনো জল ঝরিতেছে, বাতাসের গতিতে শুনা যাইতেছে কেবল অদ্ভুত ধরণের শব্দ, একটু দূরেই ফাঁসবদ্ধ অবস্থায় বেনেটের দেহটা যেখানে তখনও দোদুল্যমান,—সেখানে হঠাৎ কোথা হইতে কে-ই বা এমন সাহায্য চাহিতে পারে, কেহই তাহা একটুও ভাবিয়া পাইলেন না। হোয়াইট্‌হেডের মনেও তখন ভয়ের সঞ্চার হইল।

অন্তরে ভয় জন্মিলেও বাহিরে হোয়াইট্‌হেড়্ সাহস দেখাইলেন। টর্চ্চের আলো ফেলিয়া সেখান হইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"কে তুমি কথা ব'লছো? কোথায় আছ তুমি?"

একজন দেশীয় অনুচর হঠাৎ ক্রন্দনের আবেগে ভাঙিয়া পড়িল। ভাঙ্গা গলায় সে তখন চীৎকার করিতে লাগিল,—"ছেড়ে দিন সাহেব, আমাদের; এমন জায়গায় আমরা আর একটু সময়ও থাকতে চাই না; ছাপোষা মানুষ আমরা, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি সকলে—"

অনেক কষ্টে হোয়াইট্‌হেড্ তাহাকে ধমক দিয়া চুপ করাইলেন। লোকটার কান্না বন্ধ হইলে, পুনরায় তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"কে তুমি আমাদের সাহায্য চাইছিলে? আমার কথার তুমি কোন উত্তর দিচ্ছ না কেন?"

তাঁহার কথার উত্তর আসিল,—"আপনি কষ্ট ক'রে সাম্‌নে আরো একটু এগিয়ে আস্থন, আমায় তা'হলে দেখতে পাবেন।"

টর্চ্চের আলোটা এতক্ষণ ধরিয়া বেনেটের মুখের উপরেই ফেলা ছিল। হোয়াইট্‌হেড্ লক্ষ্য করিলেন, যে, তাঁহার কথার জবাব দিতে বেনেটের ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল না। অপর লোকে যে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল। সাহায্যপ্রার্থী লোকটির উপদেশ মত হোয়াইট্‌হেড্ আরো একটু সামনে আগাইয়া গেলেন।

চারিদিকে আলো ফেলিয়াও কাহাকেও কোথাও দেখা গেল না। এদিকে সেদিকে চাহিয়া হোয়াইট্‌হেড্‌ সাহায্যপ্রার্থী লোকটিকে খুঁজিতে লাগিলেন। সাম্‌নের পাথর ফুঁড়িয়া হঠাৎ একটা উজ্জ্বল আলো বাহিরে আসিয়া পড়িল। ব্যাপারটা বুঝিবার আগেই একটি লোক আবার বলিয়া উঠিল,—"ভয় পাবেন না, আপনি; বিপদটা আমাদের একটু নতুন ধরণের বল্‌তে হবে; সকল কথা পরে আমি খুলে ব'ল্‌ব আপনাকে।"

হোয়াইট্‌হেড্‌ প্রশ্ন করিলেন,—"কি ক'র্‌তে হবে এখন আমায়?"

যে গর্ত্তটার ভিতর হইতে আলো আসিতেছিল, উহার ভিতর হইতেই উত্তর আসিল,—"একটা পাথরকে সরিয়ে দিতে হবে; গর্ত্তটার পাশেই যে পাথরটা দেখতে পাচ্ছেন,—সেই পাথরটা।"

হাতের ইঙ্গিতে হোয়াইট্‌হেড্‌ তখন কয়েকজন সহকর্ম্মীকে আহ্বান করিলেন। তাহারা আসিতেই ধরাধরি করিয়া বৃহৎ পাথরটাকে সরানো হইল। পাথরটা সরানো মাত্র বড় একটা গহ্বর দেখিতে পাওয়া গেল। উহারই ভিতর হইতে হঠাৎ একটা মূর্ত্তি লাফ দিয়া নিমেষে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। হোয়াইট্‌হেড্‌ তাড়াতাড়ি সরিয়া দাঁড়াইলেন। লোকটা কিন্তু তবুও তাঁহাকে ছাড়িয়া কথা কহিল না। হাতটা তাঁহার টানিয়া

ধরিয়া বেশ করিয়া তাহা ঝাঁকাইয়া দিয়া বলিল,—"বহুৎ বহুৎ ধন্যবাদ আপনাকে।"

গলা শুনিয়া এতক্ষণ পর হোয়াইট্‌হেড্‌ কিন্তু মানুষটিকে চিনিলেন; বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—"জিন্! তুমি এখানে?"

"আপনি! মিস্টার হোয়াইট্‌হেড্‌!"—জিনের বিস্ময়ও আর বাধা মানিল না।

গুহার ভিতর হইতে একটি একটি করিয়া অনেকগুলি মানুষ বাহির হইতেছিল। ব্যাপারটা একটুখানি ভালো করিয়া বুঝিয়া লইতে হোয়াইট্‌হেড্‌ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"এমন দশা তোমাদের হঠাৎ হ'লো কেন, জিন্?"

জিন্ উত্তর দিল,—"মোম্বাশার পাল্লায় প'ড়েছিলাম ব'লে। রাত্তিরে আমরা এই গুহাটায় আস্তানা নিয়েছিলাম; সকালে উঠে দেখি, মোম্বাশা এখানে আমাদের পাথর চাপা দিয়ে গেছে।"

"ভালোই তো ক'রেছিল,"—এত দুঃখেও হোয়াইট্‌হেড্‌ তখন না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—"আমাদের অভিযান তো পূরো একদিন পেছিয়ে গেল, জিন্?"

জিন্ কহিল,—"উপায় কি বলুন? আপনি এপথে এলেন কেমন ক'রে? আমরা সকলে ভেবেছিলাম, আপনারা হয় তো অনেক দূরে এগিয়ে চ'লে গেছেন।"

হোয়াইট্‌হেড্‌ উত্তর দিলেন,—"আমরাও তো জান্‌তাম তাই; এখন কিন্তু আমাদের পিছিয়ে পড়ার কারণ অনুমান ক'র্‌তে পার্‌ছি।"

জিন্‌ প্রশ্ন করিল,—"নতুন কারণ এমন আর কি উপস্থিত হ'লো, বলুন?"

হোয়াইট্‌হেড্‌ উত্তর দিলেন,—"ঝড় আর বৃষ্টি; পর্ব্বতমালার দু'ধার দিয়ে আমরা দু'দল অগ্রসর হ'চ্ছিলাম; ঝড়বৃষ্টিতে আমাদের দলের পথের নিশানা ঠিক ছিল না; সোজা পথ হারিয়ে ফেলে, পাহাড়ের মাঝের একটা পথ দিয়ে হয় তো আমরা এখানে এসে একত্রে মিলিত হ'য়েছি।"

জিন্‌ তখন হাসিয়া বলিল,—"বেশ ক'রেছেন—খুব ভালো কাজই ক'রেছেন আপনি; আপনি না এলে আমাদের হয়তো গুহাটার মধ্যেই ম'র্‌তে হ'তো শেষে; কি সাংঘাতিক গুহারে বাবা!"

কেনেটিও এক সময় সেখানে আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন। জিনের শেষ কথাটা শুনিতে পাইয়া বলিলেন,—"আজ রাত্রেও গুহাতেই কিন্তু কাটাতে হবে, জিন্‌; কতকগুলো লোক এবারে অবশ্য পাহারায় থাক্‌বে নিশ্চয়।"

জিন্‌ কহিল,—"আপনি যদি ভিতরে থাকেন, আমার একটুও আপত্তি নেই তাতে; আমি বরং বাইরে পাহারাতেই থাক্‌বো।"

কেনেটি বলিলেন,—"সে ব্যবস্থা পরে হবে ; যে দু'জন লোক গুহায় দম বন্ধ হ'য়ে ম'রে আছে, তাদের সমাধির ব্যবস্থা সকলের আগে করা দরকার ; সেই চেষ্টাই দেখো বরং আগে।"

হোয়াইট্‌হেড্ পুনরায় কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন—"তারও আগে আমাদের কিন্তু আর একটি কাজ করার আছে ; গুহার ভিতর যে দু'টি লোক বাতাসের অভাবে মারা প'ড়েছে, তারা তবু মাটির স্পর্শ লাভ ক'রে আছে, বেনেটের দেহটা কিন্তু মহাশূন্যেই ঝুল্‌ছে এখনো ; তাকে আগে নামিয়ে ফেলা দরকার ; বেনেটকে মোম্বাশা ফাঁসি দিয়ে গেছে।"

ফাঁসি দিয়ে গেছে ! বেনেটকে ?"—তাঁহার কথায় কেনেটি ও জিন্ বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ আর তাঁহাদের মুখে কথা সরিল না। মোম্বাশার পৈশাচিকতার যতো সব জীবন্তরূপ এইবার যেন একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। মোম্বাশার পক্ষে এমন কাজ বিচিত্র নয় একটুও ; তবুও যেন তাঁহারা সকলে এতখানি নিষ্ঠুরতার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

আপনাকে সামলাইয়া লইয়া একটু পরে কেনেটি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"চলুন তবে সেখানেই ; বেনেটকে নীচে নামানো সকলের আগেই দরকার বটে।"

গুহার মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া সকলে তখন গাছের তলায় আসিলেন। বেনেটের দেহটা আগের মত তখনও গাছের ডালে ঝুলিয়া দোল খাইতেছিল। তাড়াতাড়ি দড়ি কাটিয়া বেনেটের দেহটাকে নামানো হইল।

দেহটা নামাইবা মাত্র এক টুক্‌রা লাল কাগজ কেনেটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াইতে পারিল না। কাগজখানি সূতা দিয়া বেনেটের পায়ে বাঁধা ছিল। কয়েকটি কথা কাগজখানির উপর লেখা আছে বটে, কিন্তু বৃষ্টির জলে অক্ষরগুলি একেবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। অতি কষ্টে টর্চ্চের আলো ফেলিয়া কেনেটি পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি এইরূপ :—

"শ্বেতাঙ্গ বন্ধুগণ,

এখনো আপনারা ফিরিয়া যান। যদিও আমাদের দেবতার অপমান 'আপনাদের দ্বারা হইয়াছে, তবুও আমরা এখনো আপনাদিগকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি। অরণ্যের যে অঞ্চলের উপরে আমাদের শক্তি অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত, ক্রমেই আপনারা সেই অঞ্চলের দিকে আগাইয়া আসিতেছেন। আপনাদের ভিতর কাহারও যদি একটুমাত্র বুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে আমার কথা ভালোভাবেই বুঝা উচিত। একটি সর্ত্তে আমরা কিন্তু আপনাদের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি। অরণ্যের

ঘাঁটিগুলি একেবারে তুলিয়া দিয়া বনের অধিকার আমাদের হাতেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই সর্ত্তে রাজি হইয়া আপনারা অভিযান ত্যাগ করিলেই আমরা আপনাদের ক্ষমা করিয়া আপনাদের হার্ডিকে ফিরাইয়া দিব। ইতি—

আপনাদের হিতৈষী

মোম্বাশা"

পত্রখানি পাঠ করিয়া কেনেটির মুখমণ্ডল কঠোর হইয়া উঠিল। মনে হইল, তাঁহার সঙ্কল্প যেন দৃঢ় হইতে আরও দৃঢ়তর হইতেছে। দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—"তুই আমাদের ক্ষমা ক'র্‌তে পারিস, কিন্তু আমরা এখন আর তোকে ক্ষমা করতে' পারি নে; এই মহারণ্যের যে কোন অংশে যতো ক্ষমতাই তোর থাকুক্ না কেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমরা এখন তোর পিছু পিছু ছুটবো।"

"সেই কথাই জানাবো সর্দ্দারকে"—বলিয়া আর একটা বৃক্ষের অন্ধকার শাখা হইতে ঝপ্ করিয়া একটা লোক নীচে লাফাইয়া পড়িল। ভালো করিয়া লোকটাকে দেখিবার আগেই নিকষ কালো অন্ধকারে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। বুনো লোকটার গমন পথের দিকে লক্ষ্য করিয়া কেনেটি বন্দুক ছুঁড়িতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুইটি লোক সেই দিক

লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইল বটে কিন্তু কোন ফলই হইল না। ততক্ষণে সে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। একটু বাদে কেনেটি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

জিন্ কহিল,—"আনাচে-কানাচে আমাদের চারিদিকে মোম্বাশার গুপ্তচর ছড়ানো; পাথরে আমরা গর্ত্ত ক'রেছিলাম, লোকটা সে কথা টের পায় নি নিশ্চয়; সে সন্ধান যদি লোকটা রাখতো, ছোট গর্ত্তটুকুও তা'হলে বন্ধ ক'রে দিতো।"

কেনেটি বলিলেন,—"তার জন্যে ভগবানকে কোটি কোটি ধন্যবাদ; একটা ব্যাপার এবার কিন্তু ভালোভাবেই বুঝা যাচ্ছে; মোম্বাশা তার দলে শুধু বাজে লোকই রাখে না; দু'টো একটা ইংরেজি জানা লোকও আছে সেখানে।"

হোয়াইট্‌হেড্ প্রশ্ন করিলেন,—"মোম্বাশা হঠাৎ সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলে কেন?"

কেনেটি কথার উত্তর দিলেন,—"দুর্ব্বল হ'য়েছে ব'লে; শক্তিমান্ কখনো নিজে আগে সন্ধির প্রস্তাব করে না; অরণ্যের এই অঞ্চলে শক্তির বড়াই মোম্বাশা নিজে খুবই ক'রেছে; তার চিঠি কিন্তু আমাদের কাছে প্রমাণ ক'রেছে অন্য রকম; কাজ শেষ ক'রে এখনই আবার তাড়াতাড়ি আমাদের চল্‌তে হবে।"

পাহাড়ের তলায় তিন জনের জন্য তিনটি কবর খোঁড়া হইল। পাথরের উপর অস্ত্রের আঘাতে ঝন্‌ঝন্ করিয়া শব্দ

উঠিতেছে। রাত্রির অন্ধকারে গহন বনানী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কবর কাটিবার সেই বিশ্রী একটা শব্দ ছাড়া, আর কোন শব্দ সেখানে তখন শোনা গেল না।

দশ

পাঁচ নম্বর ঘাঁটির প্রহরী হার্ডি আর বেনেট্, তাহাদের কথা এখানে একটু বলিয়া লওয়া দরকার।

রাত্রির অন্ধকারে মোম্বাশার দল তাহাদের দুইজনকেই ধরিয়া লইয়া গেল। কি অপরাধে কোথায় তাহাদের লইয়া যাওয়া হইতেছে, তাহারা দুইজনে তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। অরণ্য-বিভাগের আদেশ পালনকারী ন্যায়নিষ্ঠ কর্ম্মচারী তাহারা,—তাহাদের এমনভাবে ধরিয়া লইয়া গিয়া কাহারই বা কি ফল লাভ হইতে পারে? চলিতে চলিতে রাত্রি কাটিয়া প্রভাত হইয়া গেল। দিনের আলোয় হার্ডি আর বেনেট অপহরণকারীদের চিনিতে পারিল। লোকগুলি এখানকারই অরণ্যের অধিবাসী। তখনকার মত বেশি আর কিছু জানা গেল না।

সারাদিনটা একভাবে পথ চলিবার পর তাহারা যখন এক জায়গায় আসিয়া থামিল, বেলা তখন শেষ হইয়া সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। চারিদিকের বৃক্ষবহুল অরণ্যের মাঝখানে

একটুখানি পরিষ্কার জায়গা,—সেই জায়গাটুকুর উপরে কয়েকটি ছোট ছোট তাঁবু। একটু দূরেই চল্লিশ পঞ্চাশ হাত চওড়া একটি ছোট নদী। বেশী কিছু দেখিবার অবস্থা তাহাদের দুইজনের কাহারই ছিল না। সারা দিন না খাইয়াও বুনো লোকগুলা অনায়াসে হাঁটিয়াছে; বেনেট ও হার্ডি কিন্তু সারা দিনের পরিশ্রমে মরণের মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছে। যাহা হউক, সন্ধ্যার পর আস্তানা একটা মিলিল। তাহাদের জন্য একটা তাঁবু ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

পথের ক্লান্তি তখনকার মত শেষ হইল বটে, কিন্তু ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা তাহাদের কিছুই হইল না। লোকগুলা তাহাদের খাইতে দিবে কি, দিবে না, সেই বিষয় লইয়া তাহারা তখন মাথা ঘামাইতেছিল, তাঁবুর পর্দা সরাইয়া তখন একটা লোক ভিতরে আসিল। লোকটার হাতে ছিল মাটির একখানা থালা,—তাহার উপর খান কয়েক লাল আটার রুটি। অপর হাতে এলুমিনিয়মের গ্লাসে ভর্ত্তি এক গ্লাস জল। জল ও রুটি নামাইয়া রাখিয়া লোকটা তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিল। হার্ডি ও বেনেটের হাত তখনো বাঁধা অবস্থায় ছিল; লোকটা আসিয়া তাহাদের বাঁধন খুলিয়া দিয়া গেল। খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিবার জন্য তাহাদের দুইজনকে ইঙ্গিত করিয়া লোকটা আবার তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

বেনেট ও হার্ডি তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, ইহাই হইল বুনো লোকগুলার সাময়িক একটা আস্তানা। চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া ভাল করিয়াই বুঝা যায়, কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে ইহারা এখানে আসিয়াছে এবং কয়েকদিন পরে তাহারা হয় তো এখানে আর থাকিবে না। এমনিভাবে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ানোই ইহাদের পেশা, স্থায়ীভাবে বাস করিবার ইচ্ছা ইহাদের মধ্যে কাহারও নাই। একটা কথা কিন্তু হার্ডি ও বেনেট মাথা ঘামাইয়াও বুঝিতে পারিল না। রাত্রিকালে তাহাদের আক্রমণ করিবার কি এমন সার্থকতা থাকিতে পারে, উহা তাহাদের দুইজনের অজানাই রহিয়া গেল।

রাত্রিকালে লোকগুলা যখন আক্রমণ করিয়াছিল, কোন স্ত্রীলোক তখন তাহাদের সঙ্গে ছিল না। কিন্তু তাঁবুতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে হার্ডি ও বেনেট দেখিতে পাইয়াছিল, মেয়ের সংখ্যাও ইহাদের দলে অল্প ছিল না। উনান জ্বালাইয়া পুরুষদের জন্য তাহারা রুটি সেঁকিতেছিল। তাহাদের দুই জনকে যে রুটি এখন খাইতে দেওয়া হইয়াছে, উহাও প্রস্তুত করিয়াছে সেই মেয়েদেরই দল। লাল আটার রুটি,—তাও আবার জায়গায় জায়গায় পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষুধার সময় খাদ্যদ্রব্যের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া হার্ডি ও বেনেটের চোখে জল আসিয়া পড়িল। পেটের জ্বালায় নিরুপায় হইয়া তাহাই তাহারা গো-গ্রাসে গিলিয়া খাইতে লাগিল।

তাঁবুর বাহিরে একটা ঝুড়ির উপর একটা লোক পাহারায় বসিয়া আছে। ভিতর হইতে সে লোকটার সবটা শরীর দেখা যায় না। তাঁবুটার তলার দিকে কাপড়ের যে ফাঁকটুকু আছে, তাহা দিয়া লোকটার কেবল পা দুইটাই দেখা যায়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া দুইজনেই তাহারা শুইয়া পড়িল। মেঝের উপরে শয়ন করিবার মত কোনও আবরণ দেওয়া ছিল না। হার্ডি ও বেনেট এতক্ষণ কথা কহিবার সুযোগ পায় নাই; কথা কহিবার সামর্থ্যও তাহাদের ছিল না। একটুখানি বিশ্রাম করিতে পাইয়া হার্ডিই প্রথমে কথা কহিল। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বেনেটকে হার্ডি কহিতে লাগিল,—"ঠিক্ যেন একটা স্বপ্ন দেখ্‌ছি, বেনেট; কোথা দিয়ে কি যে সব হ'চ্ছে, আর না হ'চ্ছে, ভালো ক'রে কিছুই যেন বোঝা যাচ্ছে না।"

বেনেট কহিল,—"আমারও তো মনে হয় তাই; কিন্তু কেন যে এমন কাণ্ড ক'রে ব'স্‌লো এরা, কিছু কি এখন তুমি অনুমান ক'র্‌তে পারো?"

নানারূপ কারণে বেনেটের মনের অবস্থা হার্ডির অপেক্ষাও তখন খারাপ ছিল। পূর্ব্বদিনের রাত্রি হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহার উপরে হার্ডির অপেক্ষাও অধিক ঝড় বহিয়া গিয়াছে। বেনেট উত্তর দিল,—"অতীতের কারণ অনুসন্ধান

করার মতো মনের অবস্থা এখন আমার মোটেই নেই, হার্ডি ; ভবিষ্যতে কি ঘ'টুতে পারে—তাই এখন আমার চিন্তার বিষয় ; একটা বিষয়ে তুমি কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকতে পারো ; আমাদের ধর্‌তে বুনো লোকগুলো এতখানি পরিশ্রম যখন ক'রেছে, তখন নিছক তামাসা ক'রে নি নিশ্চয়।"

"তামাসা এরা যে করতে চায় না, সে-কথা আমিও বুঝি, বেনেট ; কিন্তু আমাদের ধরে এনে কি কাজেই বা এরা লাগাতে চায় ?"

কথাগুলি বলা শেষ করিয়া হার্ডি পাশ ফিরিয়া শুইল। তাহার কথার উত্তর যে বেনেট্ কিছুই দিতে পারিবে না, সে কথাও হার্ডির বেশ ভালোভাবেই জানা ছিল। তবুও তাহার মনের ভিতরে যে প্রশ্নগুলা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, পরম বন্ধুর নিকট তাহা প্রকাশ না করিয়া সে পারিল না।

হার্ডি ও বেনেটের কথা শেষ হইবার একটু পরেই বিশালকায় একটা লোক ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার পরণে একটা আলখাল্লা গোছের পোষাক—মাথায় একটা টুপিও দেখা যায়। লোকটাকে আগেও হার্ডি আর বেনেট তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে দেখিয়াছে। কি কথা যে লোকটা তাহাদের জানাইতে চায়, তাহা শুনিবার জন্য দুজনেই কান পাতিয়া রহিল। একটু পরেই লোকটা প্রথম কথা কহিতে লাগিল,—"তোমাদের নিয়ে আমি কি যে করতে

চাই আর কেনই বা তোমাদের আমি ধ'রে এনেছি এখানে,—এই তো তোমাদের প্রশ্ন ? কারণটা তোমরা জান্‌তে চাও বোধ হয় ?"—বলিয়া লোকটা আবার তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। লোকটার কথায় স্পষ্টই বুঝা গেল, যে, কাজ চালানো ইংরেজি সে মোটামুটি এক রকম শিখিয়াছে।

বেনেট বুঝিল, এখন তাহাদের সাহস দেখানো দরকার। কণ্ঠে তাহার জোর দিয়া উচ্চ-কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল,—"হ্যাঁ, সকল কথারই জবাব আমরা শুনতে চাচ্ছি তোমার কাছে ; বেয়াদপের মতো তোমরা যে সব ধৃষ্টতা প্রকাশ ক'রেছো, নীরবে আমরা কখনই তা সহ্য করবো না—জেনে রেখো।"

লোকটা হাসিয়া উত্তর দিল,—"সাবাস্‌ তোমার সাহসকে ; এখন কিন্তু সে ধমকানিতে কোন ফলই হবে না, বন্ধু ; আমার যা বলার আছে—তোমাদের তা জানিয়ে যাচ্ছি ; ইচ্ছে হয়—শুনে যেতে পারো ; নষ্ট করার মত বেশি সময় আমার হাতে নেই।"

কথাগুলা শেষ করিয়া একটুখানি সময় লোকটা চুপ করিয়া রহিল। তারপর আবার বলিতে লাগিল,—"নাম আমার মোম্বাশা—সে কথা তেমোদের আগে থেকেই জানিয়ে রাখছি আমি ; এই যে এখানকার মস্ত বড়ো অরণ্য—যেখানে তোমরা দু'জনে মিলে পাহারা দেওয়ার কাজ করতে—এ অরণ্য কিন্তু তোমাদের কর্ত্তাদের নয় ; এই অরণ্যের

মালিক হ'লাম আমি ; রাজাই বলো আর সর্দ্দারই বলো, এই মহারণ্যের আমিই সব। তোমাদের কর্ত্তারা আমাদের দেবতার অপমান ক'রেছেন,—বনের চারদিকে ঘাঁটি ব'সিয়ে আমাদের সুখ-শান্তি নষ্ট ক'রেছেন।"

মোম্বাশার কথাগুলি শুনিয়া হার্ডি হঠাৎ রুখিয়া উঠিল। উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল,—"সে জন্যে তুমি আমাদের কখনো ধ'রে আনতে পারো না ; তাঁরা যদি কোন কিছু অন্যায় কাজ ক'রে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে তুমি বোঝা-পড়া করো গে ; আমাদের এমনভাবে আটকে রেখে, তুমি তার কি প্রতিকার ক'রতে চাও ? আমরা শুধু আদেশ পালনকারী কর্ম্মচারী ছাড়া আর কিছুই তো নই।"

মোম্বাশা বলিল,—"মেনে নিচ্ছি তোমার কথা সকলগুলিই সত্যি ; তোমাদের দিয়েই কিন্তু সে অন্যায়ের প্রতিকার করবো আমি। তোমরা এখন আমার কাছে জামিন হ'য়ে রইলে ; তোমাদের প্রাণের ভয় দেখিয়ে আমি অনেক কিছুই তাঁদের কাছ থেকে আদায় ক'রতে পারবো ; আর একটা কথা তোমাদের এখন জানিয়ে রাখা ভালো ; যদি কখনো দরকার হয় মৃত্যুকে যে কোন সময় আলিঙ্গন করার জন্যে তোমরা দু'জনেই প্রস্তুত হ'য়ে থেকো।"

ইহার পর আর কথা চলে না,—অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া হার্ডি ও বেনেট চুপ করিয়া রহিল। তাহার কথা

শেষ করিয়া মোম্বাশাও একটুখানি দাঁড়াইয়া রহিল। অপর পক্ষ হইতে আর প্রশ্ন কিছু না উঠায়, ধীরে ধীরে এক সময় সে পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহিরে আসিল।

এইভাবে একটি একটি করিয়া কয়েকটি দিন কাটিয়া যায়। বুনো লোকগুলার হাব-ভাব দেখিয়া হার্ডি ও বেনেট বুঝিতে পারে, ইহাদের ধরিয়া শাস্তি দিতে অরণ্য-বিভাগ হইতে লোক আসিয়াছে। সময় সময় তাহাদের দু'জনেরই আশা হইত, হয় তো তাহারা এখান হইতে রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে। কোন দিকে একটুও কিন্তু আশার চিহ্ন না দেখিয়া, তাহাদের দুইটি হৃদয় আবার গভীর নিরাশায় ভরিয়া যাইত।

হয় তো একদিন তাহাদের দলবল মোম্বাশার দলকে আক্রমণ করিবে; মোম্বাশার দর্পের তিল মাত্রও হয় তো সেদিন আর কিছুই বাকী থাকিবে না; ততদিন কিন্তু জীবন লইয়া তাহারা বাঁচিয়া না থাকিতেও পারে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই তাহাদের জীবন এখন মোম্বাশার দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। যে কোন সময়ে অসভ্য বুনোদের এই সর্দ্দার তাহাদের দুইজনের মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে পারে।

অনুচরদের সঙ্গে লইয়া মাঝে মাঝে মোম্বাশা তাঁবু ছাড়িয়া বাহিরে যাইত। তাহাদের মেয়েরা কখনো কোথাও বাহির হইত না। হার্ডি ও বেনেটের সহিত তাহাদের মেয়েদের পাহারা দিতে, জন দশ-বারো পুরুষ সর্ব্বদা তাঁবুতে থাকিয়া

যাইত। মোম্বাশার দলে একদিন বেশ খানিকটা উত্তেজনা দেখিতে পাওয়া গেল। তাহাদের চাল-চলনে বেনেট ও হার্ডি বুঝিতে পারিল, অরণ্য-বিভাগের অভিযান বেশ খানিকটা আগাইয়া আসিয়াছে। এই স্থানটা ছাড়িয়া যাইবার জন্য দলের সকলে মোম্বাশার সহিত পরামর্শ করিতেছে। সকলে মিলিয়া যুক্তি করিয়া কি যে তাহাদের ঠিক্ হইল, বেনেট্ বা হার্ডি কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না।

বেনেটের ভাগ্য সেদিন কিন্তু স্থির হইয়া গিয়াছিল। রাত্রিতে অনুচরদের সঙ্গে লইয়া মোম্বাশা যখন নৈশ-অভিযানে বাহির হইয়া গেল, বেনেটকেও তাঁবুতে ফেলিয়া গেল না। কোথায় যে কিসের জন্য বেনেটকে তাহারা লইয়া গেল, হার্ডি তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না বটে, কিন্তু একটা অজানা আশঙ্কায় তাহার চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল। বিনা দরকারে তাহারা বেনেটকে লইয়া যায় নাই—উদ্দেশ্য একটা নিশ্চয়ই আছে। উদ্দেশ্যটা তাহাদের যে কি হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া বেনেটের শরীর বারংবার শিহরিয়া উঠিল। হয় তো বেনেটকে পুড়াইয়া মারিবে—নয়তো তাহাদের দেবতার নিকট মহানন্দে বলি দিবে। ফিরাইয়া দিতে বেনেটকে তাহারা লইয়া যায় নাই, ইহা সত্য।

পরদিন একটুখানি বেলা বাড়িলে সকল সন্দেহের নিরসন হইল। মোম্বাশার সহিত আর সকলে তাঁবুতে ফিরিল বটে,

কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বেনেট আর সেখানে ফিরিয়া আসিল না। দলের লোকগুলা বাহিরে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। মোম্বাশার কিন্তু একটুও বিশ্রাম করিবার সময় নাই। একটু পরেই পর্দ্দা ঠেলিয়া সে হার্ডির তাঁবুতে প্রবেশ করিল। মুখখানা তাহার দারুণ ক্লান্তিতে গম্ভীর হইয়া আছে। হার্ডির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আপন মনেই সে কহিতে লাগিল,—"বন্ধুটি তোমার কাছে না থাকায়, হয় তো তোমার খুব কষ্ট হ'চ্ছে ?"

হার্ডি তাহার কোনও উত্তর প্রদান করিল না; এই অযাচিত করুণা প্রকাশের জন্য মোম্বাশাও বোধ হয় কোন কৃতজ্ঞতা আশা করে নাই। আপন মনেই মোম্বাশা আবার বলিয়া যাইতে লাগিল,—"অন্য কিছু উপায়ও কিন্তু ছিল না আমার হাতে; তোমাদের কেনেটিকে ভালো রকম একটু শিক্ষা দেওয়ার দরকার হ'য়েছিল; দু'টি দলে বিভক্ত হ'য়ে এদিকে তাঁরা এগিয়ে আস্‌ছিলেন, আমাদের এখানে আক্রমণ করবার সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে; একটি দলের নেতা ছিলেন তোমাদের মিষ্টার হোয়াইট্‌হেড্‌,—কেনেটি ছিলেন আর এক দলের নেতা। দলবল সমেত কেনেটিকে আমরা একটি গুহার ভিতর পাথর চাপা দিয়ে এসেছি; আর ঐ গুহাটার বাইরেই বেনেটের দেহটা গাছের ডালে দোল খাচ্ছে এখন; কিছু শুধু ক'র্‌তে পার্‌লাম না তোমাদের ঐ

হোয়াইট্‌হেডের। ছোরাটা তাঁর বুকে বিঁধিয়ে দেবার ইচ্ছাটা আমার খুবই ছিল,—কিন্তু হঠাৎ ঘুমটা তাঁর ভেঙে গেলো; তাঁর সঙ্গে আবার আমায় আর এক দিন দেখা ক'র্‌তে হবে।"

এতক্ষণ পরে হার্ডি এইবার কথা না কহিয়া পারিল না। আতঙ্কে সে প্রশ্ন করিয়া উঠিল,—"বেনেটকে তুই ফাঁসি দিয়েছিস্‌?"

হাসিয়া উঠিয়া মোম্বাশা বলিল,—"সহজ ভাষায় সেই কথাই বলে বটে সকলে; দরকার হ'লে তোমাকেও তো সেই পথেই যেতে হবে?"

ভয়ের পরিবর্ত্তে হার্ডির মনে এইবার দারুণ ক্রোধের উদয় হইল। মোম্বাশার হাতে যখন সে একবার ধরা পড়িয়াছে, তখন যে, তাহার জীবনের আশা আর নাই, তাহা বুঝিতে হার্ডির আর বাকি রহিল না। মরিতেই যখন তাহাকে হইবে, তখন আর বুনো লোকটাকে ভয় করিবার তাহার আছেই বা কি? নিজের মর্য্যাদা এখন তাহার বজায় রাখা দরকার। বেশি কথা হার্ডির মুখ দিয়া বাহির হইল না। দারুণ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে হার্ডি শুধু বলিয়া উঠিল,—"একদিন কিন্তু ধরা তোকে প'ড়তেই হবে, মোম্বাশা; আমার কথা সেদিন তুই মনে রাখিস্‌, শয়তান।"

মোম্বাশা বলিল,—"নিশ্চয় রাখ্‌বো—কেনই বা রাখবো না? স্মরণ-শক্তি আমার তেমন দুর্ব্বল নয়, হার্ডি; একটা

কথা তুমিও কিন্তু স্মরণ রেখো, বন্ধু; সে রকম দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয় তো তোমার হয়ে উঠ্‌বে না।”

“তা নাই হো’ক,”—সরোষে হার্ডি গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—“মরণের পর তবুও আমার তৃপ্তি হ’বে তাতে। তোর রক্তে সেদিন আমাদের দু’জনের আত্মার তৃপ্তি হবে, স্বর্গে থেকে আমাদের আত্মা শান্তি পাবে সেদিন।”

মোম্বাশা কহিল,—“পেলেই তো ভালো; আমার তা’তে আপত্তির কোন কারণ নেই, হার্ডি; কিন্তু এখন আর নয়—রসিকতা যথেষ্টই করা হয়েছে: সবার আগে এখন আমার বিশ্রাম করা দরকার; তোমার কাছে তা’হলে আমি বিদায় নিচ্ছি এখন,—আশা করি, পরে আবার দেখা হবে আমাদের।”

পর্দ্দা ঠেলিয়া মোম্বাশা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আকাশে তখন অল্প অল্প মেঘ জমিতেছে। নিশ্চল হইয়া তাঁবুর মধ্যে হার্ডি একাকী বসিয়া রহিল। সুখ-দুঃখের একমাত্র সাথী বেনেট, শক্রর শিবিরে একটি মাত্র কথা কহিবার বন্ধু,—সেও অবশেষে তাহাকে ছাড়িয়া পরপারে চলিয়া গেল? অনেক দিন তাহারা দুইজনে এক সঙ্গে কাজ করিয়াছে। নির্জ্জন অরণ্যের নিভৃত একটি আবাসে থাকিয়া তাহাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছিল,—মোম্বাশা আজ তাহার উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও হার্ডি কিছুতেই আর চোখের জল দমন করিতে পারিল না।

—এগারো—

দুপুরের পর প্রবল বেগে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাঁবুর কাপড়ে সে বৃষ্টির বেগ বাধা মানিতে চাহে না। ঝড়ের বেগে ছোট তাঁবু উড়িয়া যাইবার উপক্রম। চুপ্ করিয়া বসিয়া হার্ডি প্রকৃতির খেলা দেখিতে লাগিল। বাহিরে বসিয়া যে লোকটা তখনো পাহারা দিতেছিল, ঝড়-বৃষ্টিতে সে আর বাহিরে থাকিতে পারিল না। বাধ্য হইয়া সেও এক সময় তাঁবুর ভিতরে আসিয়া আশ্রয় লইল। হার্ডির জন্য রুটি ও জল দেওয়া হইয়াছিল—আজ আর হার্ডির কিন্তু তাহা খাইবার প্রবৃত্তি ছিল না। লোকটা তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া খাইতে বলিল বটে, কিন্তু তাহার কথা না শুনিয়া হার্ডি চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যা কাটিয়া রাত্রি আসিল। বৃথা আর বসিয়া থাকিয়া লাভ হইবে না বুঝিয়া হার্ডি একটুখানি ঘুমাইয়া লইবার যোগাড় করিতে লাগিল। রাত্রিতেও যথাবিধি হার্ডির জন্য খাবার আসিল, হার্ডি কিন্তু সেদিন আর কিছুই আহার করিল না। কিসের একটা দারুণ অবসাদে শরীর তাহার অতিরিক্ত ক্লান্ত হইয়া আছে। শুক্নো কতকগুলো তৃণের উপরে কাপড় বিছাইয়া তাহার শয্যা পাতা। তাহার উপরে শয়ন করিবামাত্র সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

মহারণ্যের বিভীষিকা

ভোরের দিকে হঠাৎ একটা লোক আসিয়া ধাক্কা দিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিল। ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিতেই লোকটা তাহাকে উঠিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। হার্ডি হঠাৎ ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিল না। হয় তো ঠিক্ বেনেটের মতো তাহারও আজ পরপারের ডাক আসিয়াছে। তাঁবুটা ত্যাগ করিয়া এই লোকটার পিছু পিছু যে কয়েক পদ সে আজ অগ্রসর হইয়া যাইবে,—পৃথিবীর বুকে উহাই হয় তো হইবে তাহার শেষ পদ-বিক্ষেপ। একটু একটু করিয়া এমন সুন্দর ভোরের আলো এই যে চতুর্দ্দিকে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে, এমন আলো হয় তো সে জীবনে আর দেখিবার সুযোগ পাইবে না।

বিলম্ব করিয়া কিন্তু লাভ হইবে না। মরণের ডাক আসিয়াছে যখন, তখন যাইতে তাহাকে হইবেই। বৃথা আর চিন্তা না করিয়া হার্ডি লোকটার পিছু পিছু বাহির হইয়া আসিল। বাহিরে আসিয়া হার্ডি কিন্তু একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। চারিদিকের অবস্থাই পাল্টাইয়া গিয়াছে। রাতারাতি তাঁবুগুলা সব তুলিয়া ফেলা হইয়াছে;—'হার্ডির তাঁবুটাই তখনো কেবল তোলা হয় নাই। দলে যতোগুলি স্ত্রীলোক ছিল, তাহাদের একজনকেও দেখা গেল না। চারিদিকে জিনিষপত্র বিশ্রীভাবে পড়িয়া আছে। লোকগুলা যে অন্য জায়গায় চলিয়া যাইতে চায়, চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া

উহা বুঝিতে একটুও কষ্ট হয় না। স্ত্রীলোকদের লইয়া একটা দল বোধ হয় আগেই চলিয়া গিয়াছে।

একটা পাথরের উপর বসিয়া বসিয়া মোম্বাশা এই কাজকর্ম্ম তদ্বির করিতেছিল। লোকটার সঙ্গে সঙ্গে হার্ডি সেখানে আসিয়া দাঁড়াইতেই, মোম্বাশা তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিল। হার্ডিকে সেখানে আসিতে দেখিয়াই গম্ভীর হইয়া মোম্বাশা বলিল, —"একটা কথা তোমাকে এখন জানানো দরকার, হার্ডি।"

হার্ডিও একটা পাথরের উপর আসন গ্রহণ করিল। একটুখানি সময় নিস্তব্ধ থাকিয়া মোম্বাশা পুনরায় বলিতে লাগিল,—"উপস্থিত আমরা হঠাৎ একটু বিপদেই প'ড়েছি। দলবল সঙ্গে নিয়ে হয় তো তোমাদের কেনেটি সাহেব একটু পরেই এখানে এসে হানা দিতে পারেন।"

হার্ডি তাহার কথার উত্তর দিল, বলিল,—"সেটা তো খুব আনন্দেরই হ'বে; আমার তা'তে দুঃখিত হওয়ার তো কোন কারণই দেখ্‌তে পাইনে।"

মোম্বাশা বলিল,—"তোমার তাতে আনন্দ পাওয়া বিচিত্র নয় কিছু; কথাটা কিন্তু তোমার জন্যে নয়—আমাদের জন্যে; কেনেটি যে এখানে আমাদের আপ্যায়িত ক'রতে আস্‌ছেন না, সে কথাটা বোঝার মত বুদ্ধি তোমার নিশ্চয় আছে; কিন্তু আমরাও বাঁচতে চাই—মরার ইচ্ছে সত্যিই আমাদের নেই এখন কারো।"

"না থাকাই তো সম্ভব"—বলিয়া হার্ডি তাহাকে প্রশ্ন করিল,—"আমায় নিয়ে এখন তুমি কি কর্‌তে চাও ?"

মোম্বাশা কহিল,—"একটু পরেই কাজের কথাটা জানানো হ'চ্ছে তোমায় ; কি ক'রে কি ব্যাপার হ'লো, আগে না হয় সেটাই শোনো ; কেনেটিকে গুহায় আবদ্ধ রেখে সকলেই আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়েছিলাম ; আমাদের হিসেবে তখন কিন্তু ভুল হ'য়েছিল একটু ; হোয়াইট্‌হেডের দল দৈবাৎ সেখানে গিয়ে তাঁদের সকলকেই উদ্ধার ক'রেছে ; আপোষ করার যে সর্ত্ত আমরা তাঁদের দিয়েছিলাম, কেনেটি তা মেনে নিতে রাজি হ'ন নি ; একজন অনুচর খানিকটা আগে সে সংবাদ আমায় জানিয়ে গেছে।"

কথাগুলো মোম্বাশা যন্ত্রের মতো একটানাভাবেই বলিয়া গেল। উদ্দেশ্যটা তাহার যে কি হইতে পারে, হার্ডি তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিল না। শীঘ্রই কিন্তু মোম্বাশা তাহার সকল সংশয় দূর করিল। পুনরায় সে বলিতে লাগিল,—"একখানা চিঠি এখন লিখ্‌তে হবে তোমায় ; সেই পত্রে কেনেটিকে জানিয়ে দিও, তোমার উপর অমানুষিক অত্যাচার ক'র্‌ছি আমরা ; যদি তাঁরা তাঁদের অভিযান এখনো বন্ধ না করেন, শীগ্‌গিরই আমরা তাহ'লে তোমায় প্রাণে মেরে ফেল্‌বো।"

কথাগুলি শেষ করিয়া সম্মতির প্রত্যাশায় মোম্বাশা হার্ডির দিকে চাহিল। হাবে-ভাবে তাহার কিন্তু সম্মতির লক্ষণ

ফুটিয়া উঠিল না। তাড়াতাড়ি মোম্বাশা কহিল,—"কেমন—তুমি রাজি আছ তো?"

হার্ডি এইবার উত্তর দিল,—"তোমার এ প্রস্তাবে কখনই আমি রাজি হ'তে পারি না।"

"নয় কেন শুনি? তোমার কিসের আপত্তি?"—মোম্বাশার কণ্ঠস্বর একটু যেন কঠোর হইয়া উঠিল।

হার্ডি বলিল,—"আপত্তির কারণ অনেকগুলিই আছে; প্রথমতঃ কেনেটির কাজে কাপুরুষের মতো বাধা দেওয়া হবে; দ্বিতীয়তঃ বেনেটের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে না; তা'তে আমার মুক্তির আশা কিছুই নেই।"

মোম্বাশা কহিল,—"প্রথম দু'টি আপত্তি সম্বন্ধে কিছুই আমার বলার নেই; তবে মুক্তি হয় তো পরে তুমি পেতে পারো একদিন।"

হার্ডি উহার উত্তর দিল,—"তোমার কথায় ভোলার লোক আমি কিন্তু মোটেই নই, যে কোন মুহূর্ত্তে তুমি আমায় খুন ক'র্‌তে পারো, সে কথা আমার ভালো রকম জানা আছে, মোম্বাশা; এখন শুধু মিষ্টি কথায় নিজের কাজ গোছাতে চাও।"

তাহার কথায় মোম্বাশার চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল। কর্কশ কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল,—"চিঠি তুমি লিখ্‌বে না। তাহ'লে?"

—"না।"

—"কিন্তু তার শাস্তি কি জানো? আর মিছে তোমার ভার বইবার ইচ্ছে আমাদের কারো নেই; আমার

আদেশ পালন না করার শাস্তি তোমার জানা আছে কি?"

হার্ডি উত্তর দিল,—"আমার ভালোই জানা আছে —মৃত্যু।"

মোম্বাশা কহিল,—"হ্যাঁ—মৃত্যু ; এবং সে মৃত্যু স্বাভাবিক উপায়ে নয়, অত্যন্ত অস্বাভাবিক উপায়ে ; এমন নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যু ঘটবে—যেভাবে আর কারোরই মৃত্যু ঘটেনি হয় তো কখনো।"

সম্মতির প্রত্যাশায় মোম্বাশা আর একবার হার্ডির দিকে চাহিল। সম্মত হইবার মতো কোনো লক্ষণই হার্ডি কিন্তু প্রকাশ করিল না। বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া মোম্বাশা তাহার একজন অনুচরকে নিকটে ডাকিল। লোকটা তাহার নিকটে আসিলে মোম্বাশা তাহাকে কি যেন বলিয়া দিল, হার্ডি উহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

মোম্বাশার আদেশ পাইয়া লোকটা সেখান হইতে চলিয়া গেল। নড়িয়া-চড়িয়া মোম্বাশা একটু স্থির হইয়া বসিল। ঝড়ের আগে প্রকৃতি যেমন শান্ত হইয়া থাকে, মোম্বাশার ভাবও অনেকটা যেন সেই রকম বলিয়াই মনে হয়। হাসিবার চেষ্টা করিয়া মোম্বাশা বলিল,—"তোমার জীবন্ত সমাধির ব্যবস্থা হ'লো এখন ; তুমি যখন কখনো আমাদের কোন কাজেই লাগ্‌বে না, তখন তোমার অনাবশ্যক ভার আমরা কমিয়ে ফেলতে চাই।"

স্তব্ধভাবে হার্ডি তাহাকে উপেক্ষা প্রদর্শনের চেষ্টা করিলেও কান দুইটা তাহার দিকে খাড়া না রাখিয়া পারিল না। নিজের কথার জের টানিয়া মোম্বাশা আবার বলিয়া চলিল,— "জীবন্ত সমাধি—তোমার জন্যে কি চমৎকার ব্যবস্থাই ক'রেছি আমি ; দরকারের সময় মাথাটা আমার ভালোই খেলে ব'ল্‌তে হবে। গর্ত্তে ফেলেই একেবারে তোমায় মাটি চাপা দেওয়া হবে না, দু'চার মিনিটেই মৃত্যু লাভ ক'রে উদ্ধার পাবে না তুমি ; মৃত্যুর ভীষণতা উপলব্ধি কর্‌বার যথেষ্ট সময়

তোমায় দেওয়া হবে; বড়ো একটা বাক্সে বন্ধ ক'রে তোমায় মাটি চাপা দেওয়া হবে। বাক্সে যতক্ষণ হাওয়া থাক্‌বে, ততক্ষণ তুমি নিঃশ্বাস টেনো, আর প্রতি মুহূর্ত্তেই উপলব্ধি ক'রো, যে, ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে তুমি এগিয়ে চ'লেছো: তারপর একটু একটু ক'রে দম তোমার বন্ধ হ'য়ে আস্‌বে; একটুখানি বাতাসের আশায় তখন তোমার মনে হবে—চিঠি লিখে দেওয়াই বরং ভালো ছিল এর চেয়ে। আরো কত কি মনে হ'বে তোমার, এখন, তুমি তার কিছু ব'ল্‌তে পারো, হার্ডি ?"

নিজের রসিকতার পৈশাচিক আনন্দে মোম্বাশা নিজেই হাসিয়া উঠিল। এতক্ষণে হার্ডি তাহার মৃত্যুর ব্যবস্থাটা জানিতে পারিল। জানিতে পারিয়াও একটি কথাও সে উচ্চারণ করিল না। যেদিন হার্ডি মোম্বাশার হাতে ধরা পড়িয়াছে, সেদিন হইতে এমনি কিছুই সে আশা করিতেছিল। তথাপি তাহার মৃত্যুর অনুষ্ঠান যে এতটা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে, হার্ডি তাহা এতদিন মোটেই ধারণা করিতে পারে নাই। কি কাজ যে তাহার এখন করা উচিত আর উচিত নয়, হার্ডি তাহার কিছুই ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না।

কিছু কিছু লোক সেখানে তখনো রহিয়া গেল বটে, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই জিনিষ-পত্র লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। মোম্বাশা যেখানে কয়েকদিনের জন্য আড্ডা পাতিয়াছিল, আজ সেস্থানটা একেবারেই খালি হইয়া গিয়াছে।

এখনি যদি কেনেটি আসিয়া হানা দিতে পারিতেন, মোম্বাশা তাহা হইলে তাঁহার হাতে ধরা পড়িত নিশ্চয়। হার্ডি ইহা ভাবিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

একটু পরেই দুইটি লোক আসিয়া হাতের ইঙ্গিতে হার্ডিকে ডাকিল। হার্ডি বুঝিল, এইবার তাহার ডাক আসিয়াছে। নিরুপায়ভাবে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ হার্ডি তখন চলিতে লাগিল। একটু পরেই চলিতে চলিতে তাহারা যেখানে আসিয়া থামিল, ঘন জঙ্গলে সে জায়গার চারিদিক আচ্ছাদিত হইয়া আছে। জঙ্গলের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা গর্ত্ত—তাহার ভিতর ডালা খোলা কাঠের একটা বাক্স। আয়োজন দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে মোম্বাশাও আসিয়া হার্ডির কাছে দাঁড়াইল। শেষ উত্তর পাইবার জন্য হার্ডিকে সে প্রশ্ন করিল,—"আমাদের কথায় তুমি রাজি নও তাহ'লে ?"

অভিভূতের মত হার্ডি উত্তর দিল,—"না।"

হার্ডির উত্তর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোম্বাশা তাহাকে ধাক্কা দিয়া গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দিল। চারিদিকের লোকজন যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল। বাক্সের ডালাটা বন্ধ করিয়া ফেলিতে তাহাদের আর একটুও বিলম্ব হইল না। যে সকল মাটি গর্ত্তের ধারেই জমা করা ছিল, তাড়াতাড়ি তাহারা উহা দিয়াই গর্ত্তটাকে ভর্ত্তি করিয়া ফেলিল।

পতনের আঘাত বিস্মৃত হইয়া হার্ডি বাক্সের ভিতর উঠিয়া বসিল। আঘাতের অপেক্ষাও অধিক বিপদ তাহার সাম্‌নে পড়িয়া রহিয়াছে। চীৎকার করিয়া হার্ডি যেন মোম্বাশাকে পুনরায় কিছু বলিতে চাহিল ; মোম্বাশা কিন্তু তাহার চীৎকার শুনিতে পাইল না। বিপুল বিক্রমে বাক্সের ডালায় হার্ডি তৎক্ষণাৎ আঘাত করিতে লাগিল। আঘাত করিয়াই সে বুঝিতে পারিল, যে, বাক্সের ডালাটা পুরু ও দৃঢ়—ভাঙ্গিয়া ফেলা সহজ নহে।

—বারো—

মোম্বাশার দল কাজ শেষ করিয়া চলিয়া যাওয়ার আগেই হঠাৎ সেখানে কয়েকটা রাইফেল গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ব্যাপারটা কি দেখিবার জন্য মোম্বাশা তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরিল। অরণ্যের অন্তরাল হইতে কেনেটির দলবল বাহির হইতেছিল। এত তাড়াতাড়ি যে কেনেটি আসিয়া এখানে উপস্থিত হইবেন, মোম্বাশা বোধ হয় তাহা ভাবিতে পারে নাই। কেনেটির এইরূপ অকস্মাৎ আবির্ভাবে মোম্বাশাকে তাই যথেষ্ট চঞ্চলই মনে হইল। চাপা অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে সঙ্গীদের প্রতি তাকাইয়া সে কহিয়া উঠিল,—"বিলাতি কুকুরগুলো দেখ্‌ছি এরই মধ্যে হাজির হ'য়েছে ; শীগ্‌গির তোরা পালিয়ে আয় আমার সঙ্গে।"

কথাগুলো শেষ করিয়া অরণ্যের মধ্য দিয়া মোম্বাশা দৌড়াইয়া চলিল। যে কয়জন অনুচর তাহার কাজ করিবার জন্য সঙ্গে ছিল, তাহারাও দেখাদেখি মোম্বাশার পিছু পিছু দৌড়াইয়া চলিতে লাগিল। কেনেটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া তাহারা কিন্তু সেখান হইতে কোন মতেই পলাইতে পারিল না। গাছ-পালা নড়িতে দেখিয়া কেনেটি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, যে, কতকগুলা লোক জঙ্গল ভাঙিয়া সেখান হইতে তাড়াতাড়ি পলাইয়া যাইতেছে।

কেনেটিও ছাড়িয়া দিবার পাত্র ছিলেন না। দলের সকলকে সঙ্গে লইয়া তিনিও সেই দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন। জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিতেই খনিত গর্ত্তটা তাঁহার নজরে পড়িল। গর্ত্তটাকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, একটু আগেই কোন দরকারে উহা কাটা হইয়াছে। কি উদ্দেশ্যে সেখানে গর্ত্তটার প্রয়োজন হইয়াছিল, অনুমান করিয়া উহার কিছুই বুঝা গেল না। তাড়াতাড়ি হোয়াইট্‌হেড্‌কে কেনেটি তখন কহিলেন,—"এখানেই আপনি থাকুন, মিষ্টার হোয়াইট্‌হেড্; দু'চার জন লোক এখানে আপনার সঙ্গে থাকুক্; গর্ত্তটার একটা মানে কিছু আছেই নিশ্চয়; মাটিগুলো আপনারা না হয় তুলে দেখুন ততক্ষণ।"

কথা শেষ করিয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া কেনেটি পুনরায় চলিতে লাগিলেন। মোম্বাশার দল খুবই দ্রুত ছুটিয়া যাইতেছিল।

লোকজন সঙ্গে লইয়া কেনেটি কিন্তু তাহাদের মত দ্রুত চলিতে পারিলেন না। বনে চলা অভ্যাস না থাকায় প্রতি পদেই তাঁহারা কেবল বাধা পাইতে লাগিলেন। ছোট নদীটার তীরে গিয়া জঙ্গলটা একেবারেই শেষ হইয়া গেল। মোম্বাশার দলের দেখা পাইবার আশায় নদীর দুইধারে কেনেটি তাঁহার দৃষ্টি বুলাইতে লাগিলেন। কোথাও কিন্তু কাহাকেও সেখানে দেখিতে পাওয়া গেল না।

অগত্যা সকলকেই ফিরিয়া আসিতে হইল। মোম্বাশা যে কোন্ পথে গিয়াছে তাহার তো কিছুই স্থিরতা নাই। নদীটা সে পার হইয়াছে কি না জানিতে পারিলেও সুবিধা হইত। তাহাও যখন জানিবার উপায় নাই, তখন ফিরিয়া আসাই কেনেটি ভাল বোধ করিলেন।

হয় তো মোম্বাশা সেখানে কাছেই কোথাও লুকাইয়া আছে। কেনেটির বৃথা চেষ্টায় হয়তো মোম্বাশার খুবই আনন্দ হইতেছে। এখানে তাঁহার প্রত্যেক কাজটিই হয় তো মোম্বাশা লক্ষ্যও করিতেছে। কিন্তু কোন উপায় নাই। গুপ্তস্থান হইতে মোম্বাশাকে বাহির করিবার সাধ্য এখন তাঁহার ছিল না।

ফিরিয়া আসিয়া কেনেটি কহিলেন,—"মোম্বাশা আমাদের ফাঁকি দিলে, মিষ্টার হোয়াইট্‌হেড্; কোন্ পথ দিয়ে যে সে গেলো, তার কোন হদিস্ আমরা পেলাম না।"

হোয়াইট্‌হেড্ হাসিয়া বলিলেন,—“তা নাই বা পেলাম, একটা জিনিষ এখানে কিন্তু লাভ হয়েছে আমাদের।”

কেনেটি প্রশ্ন করিলেন,—“জিনিষটা কি শুনি ? দরকারী কিছু না কি তেমন ?”

হোয়াইট্‌হেড্ উত্তর দিলেন,—“দরকারী জিনিষ বই কি ; জিনিষটি হ’চ্ছে একটি মানুষ ; মোম্বাশার সম্বন্ধে অনেক খবরই সে আমাদের দিতে পার্‌বে ; আমাদের হার্ডিকে আমরা আবার ফিরিয়ে পেয়েছি, মিষ্টার কেনেটি।”

“তাই নাকি ? আশ্চর্য্য তো !”—বলিয়া কেনেটি চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। একটু দূরেই একটি নূতন লোক তাঁহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেনেটি তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেই লোকটি তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া কেনেটিকে তাহার অভিবাদন জানাইল।

কেনেটি বলিলেন,—“বেশ-বেশ ; তোমাকে ফিরে পেয়ে খুব খুসী হয়েছি আমরা ; কিন্তু মোম্বাশাই বা তোমাকে হঠাৎ ফিরিয়ে দিলে কেন ? তোমার সঙ্গী বেনেটকে তো সে ফাঁসি দিয়েছে।”

হার্ডি উত্তর দিল,—“হ্যাঁ, আমাকেও ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে তা’দের ছিল না ; তা’দের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় আমায় তারা কবর দিয়েছিল ; নেহাৎ আপনারা এসে প’ড়েছেন, তাই আবার আমি বেঁচে উঠেছি ; আর কিন্তু দেরি

নয়,—ঘণ্টা দু'য়েক আগে মোম্বাশার দল এই পথ দিয়ে প্রস্থান করেছে ; এখন যদি আমরা যাত্রা করি, হয়তো তাদের পাওয়া একেবারে অসম্ভব না হ'তেও পারে ।"

কেনেটি বলিলেন,—"ঠিক্ ব'লেছো তুমি ; তোমার গল্প আর এক সময় শোনা যাবে বরং ; কিন্তু এমন সুযোগ হয়তো আর না মিল্‌তেও পারে ; চলো—চলো, সকলে মিলে এগিয়ে যাওয়া যাক্ ।"

উদ্দিষ্ট পথে কেনেটিই প্রথমে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

পরিত্যক্ত আড্ডা ত্যাগ করিয়া সকলেই চলিতে আরম্ভ করিলেন। মাইল পঁচিশেক দূরে কতকগুলা পাহাড়ের চূড়া দেখা যাইতেছে। সেইদিক লক্ষ্য করিয়াই যাত্রা সুরু হইল। মোম্বাশা তাঁহাদের ভুল বুঝাইতে অন্য পথে সুবিধা মত প্রস্থান করিলেও এক সময় সে নিজের দলে যোগদান করিবে নিশ্চয়। দলের সকলকে বিপদে ফেলিয়া পলায়নের দুর্ব্বুদ্ধি তাহার হইবে না। দলে মোম্বাশার প্রতিপত্তি তাহাতে কমিয়া যাইবে অনেকটা। তাহার দলের সন্ধান পাইলে মোম্বাশার নাগালও এক সময় পাওয়া যাইবে ঠিক।

বনের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতেই দুপুর হইয়া গেল। মোম্বাশার দলের একটি লোকও তখনো কিন্তু নজরে পড়িল না। এতক্ষণ ধরিয়া চলিবার পর সকলেরই বেশ ক্ষুধা পাইয়াছিল।

পানাহার শেষ করিয়া লইতে গাছতলায় সকলেই বসিয়া পড়িলেন।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে একটু দূরেই মাঠ একটা দেখা যায়। খোলা মাঠে তাড়াতাড়ি চলিবার পক্ষে হয়তো তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। প্রান্তরটাকে দেখিয়া বেশ বড়ো বলিয়াই মনে হয়। পার হইয়া যাইতে বোধ হয় তাঁহাদের সময় লাগিবে খানিকটা। মোম্বাশার দলও যদি মাঠ পার হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে হয়তো প্রান্তরের অপর প্রান্তে তাহাদের সকলকে দেখিতে পাওয়া অসম্ভব হইবে না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া তাঁহারা যাত্রা সুরু করিলেন। একটুখানি অগ্রসর হইতেই গাছের সারি ক্রমে ক্রমে শেষ হইয়া আসিল। তাঁহারা যখন মাঠে নামিবেন, তখন যেন কতকগুলা কিসের পায়ের শব্দ শুনা গেল। অজানা আশঙ্কায় সকলেই বিশেষ ভীত হইয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া গিয়া সকলে গাছের আড়ালে লুকাইলেন। খপ্‌খপ্‌ শব্দ করিয়া অনেকগুলি প্রাণী যেন দ্রুতগতিতে তাঁহাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। কিসের শব্দ উহার কিছুই বুঝা গেল না। মোম্বাশার দলের আক্রমণের কথাই সকলের মনে ভাসিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই হয়তো বেশ একটা বড়ো যুদ্ধ বাধিবে। ইহা ভাবিয়া কেনেটি তাঁহার শক্ত মুঠিতে রাইফেলের নলটা চাপিয়া ধরিলেন।

একটু পরেই যে দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল, আতঙ্কের পরিবর্ত্তে বিস্ময় তাহাতে বাধা মানিল না। সেখান দিয়া একপাল ক্যাঙ্গারু চলিয়া যাইতেছে। লেজের উপর ভর দিয়া তাহাদের চলিবার ভঙ্গীটি খুবই সুন্দর। সাম্‌নের পাগুলি যেমন ছোট ছোট, পিছন দিকের পাগুলি আবার তেম্‌নি বড়ো বড়ো। তাহাদের অদ্ভুত চলিবার ভঙ্গী দেখিয়া জিন্ আর কিছুতেই হাসি সাম্‌লাইতে পারিল না। আতঙ্কের পরিবর্ত্তে প্রবল হাসির শব্দে অরণ্যের সেই অঞ্চলটা একেবারে মুখরিত হইয়া উঠিল।

বিদ্যুৎগতিতে জিন্ তাহার হাতের রাইফেলটাকে উঁচাইয়া ধরিল, তারপর কেনেটির দিক ফিরিয়া কহিল,—"আদেশ দিন, স্যার—"

মৃদু হাসিয়া বাঁ হাত দিয়া নলটাকে কেনেটি সরাইয়া দিলেন, তারপর ধীরে ধীরে জিন্‌কে কহিতে লাগিলেন,—"গুলি ছোঁড়ার এখন সময় নয়, জিন্; আশেপাশে মোম্বাশার দল কোথাও যদি লুকিয়ে থাকে, তোমার রাইফেলের গর্জ্জন শুনে তারা আমাদের অস্তিত্ব জান্‌তে পার্‌বে; চুপ্ ক'রে থাকাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ; ক্যাঙ্গারুর দলকে নির্ব্বিবাদেই যেতে দাও।"

হোয়াইট্‌হেড্ কহিলেন—"মশা মার্‌তে এ যেন সেই কামান দাগার ব্যাপার আর কি?"

কেনেটি বলিলেন,—"মশা ছাড়া এখানে কিন্তু গণ্ডার মারার সুযোগ আপনি পাবেন না, মিষ্টার হোয়াইট্‌হেড্‌; হাতী বলুন, বাঘ বলুন, সিংহ বলুন, গণ্ডার বলুন,—বড় জন্তু কিছুই নেই অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে।"

হোয়াইট্‌হেড্‌ হাসিয়া বলিলেন—"তা'হলে আমার কামান বরং এম্‌নিই পড়ে থাক্‌বে—দাগা হবে না।"

কথা কহিতে কহিতে ততক্ষণে সকলে মাঠে আসিয়া পড়িলেন। সামনের দিকে চাহিয়া দেখিলে মাঠের অনেকটাই নজরে পড়ে। বহুদূরে মাঠের উপর ছোট ছোট কি যেন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ভালো করিয়া দেখিবার জন্য কেনেটি চোখে দূরবীণ লাগাইলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মুখে হঠাৎ হাসি ফুটিল। হোয়াইট্‌হেড্‌কে তিনি ডাকিয়া কহিলেন,—"দেখুন, মিষ্টার হোয়াইট্‌হেড্‌, অনুমান আমাদের সত্য হ'য়েছে।"

কেনেটির হাত হইতে দূরবীণ লইয়া হোয়াইট্‌হেড্‌ও সাম্‌নের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তিনিও বলিলেন,—"মোম্বাশার দল ব'লেই তো মনে হয় আমার; তুমিও না হয় ভালো ক'রে দেখো দেখি, হার্ডি।"

হার্ডিও ভালো করিয়া দেখিয়া কহিল,—"সন্দেহের আর কোনই কারণ নেই—ওরাই হ'ল মোম্বাশার দল; যে দ্বিতীয় দলটি আমার চোখের সাম্‌নেই যাত্রা ক'রেছিলো,

তারাই ওপথে মালপত্র নিয়ে গন্তব্য-স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।”

কেনেটি বলিলেন,—“আমরা শীগ্‌গির ওদের ধ'র্‌তে পার্‌বো ব'লেই মনে হয়; তাহ'লে আরো একটু দ্রুত চ'ল্‌তে হ'বে আমাদের।”

এমন সময় আবার কিসের একটা সন্‌সন্‌ শব্দ যেন শুনা যাইতে লাগিল। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য তৎক্ষণাৎ সকলে পিছন ফিরিলেন। আর সকলে ব্যাপারটাকে ভালো করিয়া বুঝিবার আগেই নিমেষ মধ্যে কেনেটি যেন সকল কিছুই বুঝিতে পারিলেন। তাড়াতাড়ি কেনেটি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“খবরদার কেউ পিছনে ফিরো না—মাটিতে এখনি শুয়ে পড়ো সকলে—কথা কইবার সময় নেই আর—”

ভালো করিয়া তখনো ব্যাপারটা কেহই বুঝিতে পারে নাই। কিসেরই বা শব্দ উঠিল আর কি জন্যই বা শুইতে হইবে, সকলের নিকটই উহা একেবারে অবোধ্য রহিয়া গেল। তথাপি আদেশ পালন করিতে সকলেই তখনি শুইয়া পড়িলেন। দেশীয় একজন অনুচর তখনও ইতস্ততঃ করিতেছিল। কেনেটির কথা লোকটি বোধ হয় বুঝিতে পারে নাই। উহার ফল পাইতে তাহার আর দেরী হইল না। দারুণ যন্ত্রণায় লোকটা হঠাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

উচ্চ কণ্ঠে কেনেটি কহিলেন,—“আমাদের লক্ষ্য ক'রে তীর ছোড়া হচ্ছে এখন : খবরদার কেউ মাথা তুলো না—রক্ষা থাকবে না তাহ'লে।”

শায়িত অবস্থায় সকলেই তখন বনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। একটা ঘন ঝোপ হইতে সন্‌সন্‌ করিয়া তীর আসিতেছে। আক্রমণকারীদের দেখা যায় না—জঙ্গলের

আড়ালে তাহারা লুকাইয়া আছে। তীরগুলি ছুটিয়া আসিয়া চতুর্দ্দিকের ভূমিতে বিঁধিতে লাগিল। শুইয়া শুইয়া কেনেটির দলের লোকেরা তাহাই দেখিতে লাগিল।

মোম্বাশা যে এতক্ষণ তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছিল, উহা বুঝিতে কাহারও আর কষ্ট হইল না। গাছ-পালার আবরণে লুক্কায়িত থাকিয়া অরণ্যের মধ্য হইতে তাহারা এতক্ষণে আক্রমণ করিবার সুবিধা পাইয়াছে। মোম্বাশা এখনও তাহার দলে গিয়া যোগদান করে নাই ; যাহাতে তাঁহারা মোম্বাশার দলকে আক্রমণ করিতে না পারেন, এইজন্য সে পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে এরূপ সংগ্রাম চালাইতেছে।

তাঁহাদের স্থানীয় অনুচরটি তখনো দারুণ যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছিল। তাহার যন্ত্রণা দূর করিবার কোন উপায়ও তখন ছিল না। একটা তীর তাহার হাতে বিঁধিয়া গিয়াছে। আঘাত তেমন গুরুতর নহে,—ব্যাণ্ডেজ বাঁধিলে ঘা হয়তো সারিয়া গেলেও যাইতে পারে। কেনেটির কিন্তু অন্য রকম ভয় হইতেছিল। সাধারণতঃ ইহাদের তীরের ফলায় বিষ মাখানো থাকে। তাহাই যদি হয়—তাহা হইলে মৃত্যু কিছুতেই ঠেকানো যাইবে না। তাহা হইলে আবার আর একটি লোকও দল হইতে কমিয়া যাইবে।

এমন করিয়া আর কত সময় শুইয়া থাকা চলে। তাঁহারা এখন দাঁড়াইয়া নাই বটে, কিন্তু শায়িত অবস্থায়ও তো তীর

আসিয়া গায়ে বিঁধিতে পারে। প্রতি মিনিটেই এক এক ঝাঁক তীর ঝরিয়া পড়িতেছে। একটুখানি সরিয়া গেলেই তীরের পাল্লা হইতে দূরে যাওয়া যায়। তাঁহাদের কাছে রাইফেল আছে, খোলা মাঠে মোম্বাশা আসিয়া আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না। কি করিয়া আরও একটু সরিয়া যাওয়া যায়, কেনেটি এখন তাহাই শুধু চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মাটির উপরে গড়াইতে গড়াইতে খানিকটা দূরে সরিয়া যাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাধা তাহাতেও একেবারে কম হইবে না। জিনিষ-পত্র সঙ্গে লইয়া গড়াইয়া যাওয়া কঠিন ব্যাপার। এদিকে মোম্বাশার আর একটি দল মাঠ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে দূরে চলিয়া যাইতেছে। তাহারা দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে এবারে তাঁহাদের নিরাশ হইতে হইবে। ইহা ভাবিতে ভাবিতে একটা কথায় কেনেটির কিঞ্চিৎ আশা হইল। রাইফেল্‌টাকে তুলিয়া ধরিয়া তিনি উহার ঘোড়া টিপিলেন; 'দুম্' করিয়া শব্দ উঠিয়া চারিদিক গাঢ় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কেনেটি তখন তাড়াতাড়ি করিয়া আরও কয়েকবার আওয়াজ করিলেন, তারপর হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে কহিতে লাগিলেন,—"তাড়াতাড়ি তোমরা পালিয়ে চলো এইবার; যতক্ষণ ধোঁয়া থাক্‌বে, ততক্ষণ শত্রুরা কেউ দেখ্‌তে পাবে না আমাদের; মোম্বাশার দলকে আন্দাজেই তীর ছুঁড়তে হবে।"

কেনেটির কণ্ঠস্বর শেষ হইতে হইতেই ধোঁয়ার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া তাড়াতাড়ি সকলেই ছুটিয়া চলিতে লাগিল।

মাঠের শেষেই আরম্ভ হইয়াছে আবার ছোট ছোট পাহাড়। একটু দূরেই দুই চারিটা বড়ো পাহাড়ও দেখিতে পাওয়া যায়। নিবিড় জঙ্গলে পাহাড়গুলিকে একেবারে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বনের এই দিকটায় বনরক্ষার কোনও ঘাঁটি ছিল না। জায়গাটা বেশ নির্জ্জন। সকলেই বুঝিলেন, তাঁহারা অরণ্যের শেষ প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

মানচিত্র খুলিয়া কেনেটি উহার উপর ভালো করিয়া চোখ বুলাইতে লাগিলেন। মাইল আষ্টেক পরেই বনটা শেষ হইয়া গিয়াছে। অরণ্যের শেষে কিন্তু জন-মানবের বসতি নাই। মনুষ্যবিহীন নির্জ্জন উপত্যকা অরণ্যের শেষ প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছে। উপত্যকার শেষে রহিয়াছে সুবিশাল প্রশান্ত মহাসাগর। স্থান নির্ব্বাচনে মোম্বাশা যে, যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে, কেনেটি তাহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

তাড়াতাড়ি করিয়া তাঁহারা মোম্বাশার দলকে প্রায় ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। খোলা মাঠে মোম্বাশা তাঁহাদের আক্রমণ করে নাই। সম্মুখের দলটি মাঠ পার হইয়া পুনরায় অরণ্যে প্রবেশ করিল। কেনেটির দলকে তাহারা তখনও দেখিতে পায় নাই। তাহাতে তাঁহাদের সুবিধাই হইল।

তাহাদের সন্দেহ না জাগাইয়াই তাঁহারা তাড়াতাড়ি চলিবার সুযোগ পাইলেন।

মাঠ পার হইয়া বনে ঢুকিবার পূর্ব্বে জিন্ হঠাৎ কেনেটিকে বলিয়া উঠিল,—"মোম্বাশাব দল অসভ্য হ'লেও অক্ষর পরিচয় তাদের মধ্যে কারো কারো নিশ্চয় হ'য়েছে।"

হোয়াইট্‌হেড্ প্রশ্ন কবিলেন,—"হঠাৎ তার কোন নিদর্শন পেলে না কি, জিন্?"

অদূরে একটা পাথরের দিকে আঙুল বাড়াইয়া জিন্ বলিল,—"পেয়েছি বই কি, স্যার; পাথরটার গায়ে কি সব লেখা আছে দেখুন না; অমন লেখা পড়ার শক্তি আর যার থাক্,—আমার তো নেই।"

লেখাটার দিকে চাহিতে চাহিতে কেনেটি সেদিকে আগাইয়া গেলেন। খড়ি দিয়া পাথরের উপরে কি যেন লেখা রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। লেখাটাকে পড়িবার জন্য কেনেটি উহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ একভাবে দেখিবার পর তিনিও পকেট হইতে একখণ্ড খড়ি বাহির কবিলেন।

কেনেটির কাণ্ড দেখিয়া জিন্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাতের লেখা আপনিও কি পাকাতে চান, স্যার? মোম্বাশার দল এদিকে কিন্তু দূরে পালিয়ে যাচ্ছে!"

গম্ভীর হইয়া ঐ লেখাটার উপরেই কেনেটি তখন খড়ি বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া কিছুই

বুঝিবার উপায় ছিল না। উদ্ভট লেখার উপর কেনেটিও কয়েকটি উদ্ভট অক্ষর আঁকিয়া দিলেন। জিন্ বোকার মতো চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ফিরিয়া আসিয়া কেনেটি কহিলেন,—"মোম্বাশার দলের পালিয়ে যাওয়ার আর উপায় নেই, জিন্; তা'দের এখন আমাদের হাতে ধরা পড়তেই হ'বে।"

জিন্ বলিল,—"লেখাটা তাহ'লে কাজে লেগেছে, বলুন? আমার আবিষ্কারটা তাহ'লে বেশ মূল্যবান?"

কেনেটি কহিলেন,—"সে-বিষয়ে সন্দেহই নেই; এতক্ষণ আমার ভাবনা হয়েছিল খুব; মাঠ পেরিয়ে মোম্বাশার দল কোন্ দিকে যে গেলো, আমাদের তা জানা ছিল না; তারা হয় তো এদিকে গেছে, আমরা হয় তো আবার অন্য দিকে যেতাম; এখন আর তেমন গোলমালের সম্ভাবনা নেই কিছু।"

তাঁহার কথা শুনিয়া হোয়াইট্‌হেড্ অধীর হইয়া উঠিলেন,—"নেই কেনো? কি এমন আপনার সুবিধা হ'লো? ব্যাপারটা আপনি খুলেই বলুন না, মিষ্টার কেনেটি; কিছুই তো আমরা বুঝতে পারছি না।"

হাসিয়া ফেলিয়া কেনেটি বলিলেন,—"সবই আমি ভেঙে ব'লছি; বুনোদের ভাষায় পাথরটায় কি লেখা ছিল, জানেন? লেখা ছিল 'পূ—৬'—অর্থাৎ কিনা পূর্ব্ব দিকে ছয় মাইল;

আমি লিখে দিলাম 'প—৮' অর্থাৎ কিনা পশ্চিম দিকে আট মাইল।"

জিন্ তাঁহার কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসিতে যোগ দিয়া হার্ডি কেনেটিকে বলিতে লাগিল,—"এতক্ষণে ব্যাপারটা আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি ঠিক; এখান থেকে ছয় মাইল পূর্ব্বে মোম্বাশার দলের অপেক্ষা করার কথা; মোম্বাশাকে জানাবার জন্যে ঐ কথাগুলি তাই লেখা হয়েছিল; এখন আপনি লিখে এলেন পশ্চিম দিকে আট মাইল,—অর্থাৎ ঠিক্ তার উল্টো দিকে মোম্বাশা তাদের খুঁজে মরুক্?"

চলিতে চলিতে কেনেটি উত্তর দিলেন,—"ঠিক্ ধ'রেছো তুমি; চলো এখন পূর্ব্ব দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক্।"

"ব্যাপারটা মন্দ নয় বটে,"—বলিয়া হোয়াইট্‌হেড্‌ও তখন অগ্রসর হইলেন। বেলা তখন বিশেষ আর বাকি ছিল না।

যে লোকটা তীরের ফলায় আহত হইয়াছিল, কেনেটি তাহার হাতে আগেই ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। চলিতে চলিতে আর একবার তিনি তাহার হাতটা পরীক্ষা করিলেন। লোকটা এখন ভালই আছে—নূতন কোন উপসর্গ আর উপস্থিত হয় নাই। হয় তো এদের তীরের ফলায় বিষ মাখানো ছিল না—বিষ মাখাইবার সুযোগ হয় তো করিয়া উঠিতে পারে নাই। যাহা হউক, লোকটা যে এবার বাঁচিয়া গেল, তাহাতেই কেনেটি যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

কিছুটা পথ চলার পরই সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বাঁধিতে লাগিল। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় অস্তাচলগামী রবির সোনার আভা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে বটে, কিন্তু পাহাড়ের তলদেশে নানা গাছের ফাঁকে ফাঁকে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই গভীর হইয়া উঠিতেছে। রাত্রির অন্ধকারকে ভয় করিবার মতো অবশ্য, কিছুই ছিল না। পাথরের গায়ে যে নির্দ্দেশ লিখিয়া দেওয়া ছিল, তাহাতেই তাঁহাদের সকল দুর্ভাবনা দূর হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকে ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর, যেখানেই হউক এক জায়গায় নিশ্চয় মোম্বাশার দলের দেখা মিলিবেই।

হার্ডি হঠাৎ প্রশ্ন করিল,—"একটা কথা আমি কিন্তু এখনো ঠিক্ বুঝ্তে পারছি না। মোম্বাশাকে ধর্‌তে চান আপনি, অথচ তাকেই পথ ভুল করিয়ে দিলেন অন্য জায়গায় পাঠিয়ে।"

কেনেটি উত্তর দিলেন,—"এরও একটু কারণ আছে, হার্ডি; মোম্বাশাকে আমি ধ'র্‌তে চাই ঠিক্, কিন্তু এখনই সে এখানে এসে হাজির হ'য়ে ধরা দেয়, এমনটা আমি কিছুতেই চাই না; তার দলকে ঘেরাও করার আগেই মোম্বাশা যদি আসে, তা'তে তাদের শক্তি কিন্তু অনেকখানিই বেড়ে যাবে—এতে আমাদের কাজের বিশেষ সুবিধা হবে না; এই জন্যেই তাকে কিছুক্ষণ আমি দূরে দূরেই রাখ্‌তে চাই; মোম্বাশার দলকে আয়ত্তে আন্‌লে সে সংবাদ সে নিশ্চয়ই

পাবে ; যুদ্ধ ক'র্‌তে আমাদের কাছে তখন আস্‌তে তা'কে হবেই।"

কথাগুলি শেষ হইলে স্তব্ধভাবে সকলে পথ চলিতে লাগিলেন। খানিকটা এইভাবে চলিবার পর কেনেটি পুনরায় কথা কহিলেন। হার্ডিকে তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"মোম্বাশার দল কি তখন তিনটি ভাগে ভাগ হ'য়েছিল ?"

হার্ডি উত্তর দিল,—"হ্যাঁ ; মেয়েদের আর শিশুদের নিয়ে একদল সবার আগেই রওয়ানা হ'য়েছিল ; যে দলের পিছনে পিছনে এলাম আমরা এতক্ষণ,—তারা হ'লো দ্বিতীয় দল ; তৃতীয় দল আমাদের পিছনে মোম্বাশার সঙ্গেই আছে।"

কেনেটি কহিলেন,—"প্রথম আর দ্বিতীয় দল এতক্ষণে একসঙ্গে মিলেছে নিশ্চয় ; মোম্বাশা বোধ হয় বিশেষ কোন জায়গার নির্দ্দেশ দেয় নি ওদের ; মাঠটা পার হ'য়ে যেদিকে তা'দের সুবিধা হয়, সেইদিকেই তা'দের বোধ হয় যেতে ব'লে দিয়েছিল।"

জিন্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি তা' বুঝ্‌লেন কি ক'রে ? কোনও চিহ্ন এখানে এখন পেলেন না কি তার ?"

কেনেটি বলিলেন,—"লেখা থেকে ; মোম্বাশা যদি কোন জায়গার নির্দ্দেশ দিয়ে দিতো, পাথরের উপরের লেখাগুলির তা হ'লে আর দরকার থাক্‌তো না কিছুই ; মোম্বাশা তা দেয় নি

ব'লেই ওখানে লেখাগুলির দরকার হ'য়েছে ; কোথায় যাচ্ছে জানাবার জন্যে প্রথম দলটি বোধ হয় লিখেছিল ঐগুলি।"

জিন্ কহিল,—"আর তাই দেখেই দ্বিতীয় দলটিও মিলেছে তাদের সঙ্গে এতক্ষণ—এই কথাই আপনি এখন ব'ল্‌তে চান তো ?"

সম্মতিসূচকভাবে কেনেটি ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। হোয়াইট্‌হেড্ কহিয়া উঠিলেন,—"তৃতীয় দলটি সেখানে কিন্তু হাজির হ'তে পার্‌লো না আর ; তাদের এখন যেতে হবে ঠিক্ উল্টো দিকে, সেখানে তাদের নিজেদের দলের আর একটি লোকও নেই।"

কেনেটি কিন্তু তাঁহার কথার প্রতিবাদ না করিয়া পারিলেন্ না। তিনি কহিলেন,—"মোম্বাশাকে এতো বোকা ভাববেন না ; এতো সহজে ভুল করার পাত্র সে নয় ; আমাদেরই আশেপাশে হয় তো সে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার মতো ধড়িবাজ এ-অঞ্চলে আর নেই।"

আলো না জ্বালিয়া অন্ধকারেই তাঁহারা পথ চলিতেছিলেন। তাঁহারা যেখানে এখন আসিয়াছেন, উহার সামনেই ছোটো একটা পাহাড়। পাহাড়টা মোটেই বড়ো নয়,—কয়েকটা বড়ো বড়ো পাথরের সমষ্টি বলা যাইতে পারে। দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পাথর কয়খানা ঢাকিয়া গিয়াছে। উহারই পিছন হইতে দুইটি মানুষের গলার আওয়াজ ভাসিয়া আসিল।

কেনেটি তখন সকলকেই একেবারে চুপ্ করিতে বলিলেন। হোয়াইট্হেড্কে সঙ্গে লইয়া সাম্নে তিনি আগাইয়া গেলেন। দলের সকলে সেইখানেই চুপ্ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যাইতে যাইতে ফিস্ফিস্ করিয়া হোয়াইট্হেড্কে কেনেটি কহিলেন—"মোম্বাশারই দলের লোক বলে মনে

হ'চ্ছে যেন; যদি তারা সংখ্যায় মোট দু'চার জন হয়—তাহ'লে আমরা তা'দের উপর গুলি চালাবো।"

অন্ধকারে ভালো করিয়া কিছুই দেখা যায় না। গুপ্তভাবে লুকাইয়া লুকাইয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াও শত্রুপক্ষের নজর তাহাতে এড়ানো গেল না। অপর পক্ষে লোক সংখ্যায় মাত্র দুইজনই ছিল। তাঁহাদের দুইজনকে আগাইয়া যাইতে দেখিয়া লোক দুইটাও তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল।

তাহাদের একজন বলিয়া উঠিল,—"কেও—সর্দ্দার ? আপনার জন্যেই আমরা এতক্ষণ এখানে অপেক্ষা ক'রে আছি ; এমন অন্ধকার রাত্তির—তার উপর সাম্‌নেই আছে মস্ত একটা খাদ ; একটু ঘুরে না গেলে—"

তাহার কথা মুখেই রহিল, শেষ করিবার আর সুযোগ মিলিল না। দুইটা রাইফেল্ সরোষে তৎক্ষণাৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দুইটা লোকই আর্ত্তনাদ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। উচ্চকণ্ঠে কেনেটি তখনি দলের সকলকে নিকটে ডাকিলেন। আলো জ্বালাইয়া তাহারা শীঘ্রই ঘটনাস্থলে আসিয়া হাজির হইল। একটা লোক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে উঠিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। কেনেটি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

অপর লোকটার জীবনের আর আশা ছিল না। হোয়াইট্‌হেডের নিক্ষিপ্ত গুলিতে তাহার হৃৎপিণ্ড একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। অন্য লোকটার একটা পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল, আঘাত তেমন কঠিন নহে। ইচ্ছা করিয়াই কেনেটি পায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িয়াছিলেন। লোকটা যাহাতে পলাইতে না পারে, অথচ একেবারে মরিয়াও না যায়, ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

জিন্ আসিয়া লোকটার মুখের উপর টর্চ্চের আলো ফেলিল। হার্ডি সেখান দিয়া যাইতে যাইতে লোকটাকে দেখিয়াই চিনিতে

পারিল। কেনেটিকে তাড়াতাড়ি সে ডাকিয়া বলিল,—"ইনি হ'চ্ছেন আমার একজন পুরানো বন্ধু—কোন অসম্মান আপনারা এঁর করবেন না যেন; মোম্বাশার আড্ডায় ইনিই বেশির ভাগ আমার পাহারায় থাকতেন।"

কেনেটি হাসিয়া তাহাকে কহিলেন,—"তাই নাকি, হার্ডি? সত্যিই তাহ'লে তুমি তোমার একজন পুরানো বন্ধুকে ফিরে পেয়েছো; তাহ'লে লোকটির তুমিই এখন পরিচর্য্যা করো।"

হোয়াইট্‌হেড্‌ প্রশ্ন করিলেন,—"এখন কি করা যায় বলুন; আমরা কি এইখানেই দাঁড়িয়ে থাক্‌বো না কি?"

কেনেটি উত্তর দিলেন,—"এগিয়ে যেতে হ'বে; লোকটাকে পেয়ে বিশেষ সুবিধাই হ'য়েছে আমাদের।"

কঠিন মুখে কেনেটি লোকটাকে পথ দেখাইতে বলিলেন। ভয়ে ভয়ে লোকটা তাঁহাদের পথ দেখাইয়া চলিল। পথ অতিশয় দুর্গম হইলেও টর্চ্চের আলোয় অনেকটা সুবিধা হইল। উহারই ভিতর একটা সহজ পথ ধরিয়া তাঁহারা সকলে চলিতে লাগিলেন।

জিন্ এক সময় বলিয়া উঠিল,—একটা কথা এখানে ভাববার আছে কিন্তু; রাইফেলের শব্দ তখন অন্য লোকেরা নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে; সে শব্দ শুনে তারা আবার অন্য জায়গায় পালিয়ে যায়নি তো?"

কেনেটি সে কথার উত্তরে বলিলেন,—"সে সম্ভাবনা খুবই কম ; আমরা এখন ওদের এতো কাছে এসে প'ড়েছি, যে, পালিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই।"

গভীর খাদটাকে এক পাশে রাখিয়া উহারই ধার দিয়া সকলে চলিতে লাগিলেন। লোকটাকে ভাগ্যবলে সঙ্গে না পাইলে আজ অনেক কষ্টই তাঁহাদের ভোগ করিতে হইত। অন্য পথ খুঁজিয়া লইতেও সময় নিতান্ত কম লাগিত না। তাড়াতাড়িতে কাজের সময় উহাতে তাঁহাদের ব্যাঘাতই ঘটিত। মাঝপথে লোকটাকে ধরিতে পারিয়া তাঁহাদের কাজ বেশ সহজ হইয়া গেল।

পথের দুই ধারে ছোট ছোট পাহাড়—তাহারই মাঝখান দিয়া সরু একটু পথ। পাশাপাশি দুইটি লোকও একসঙ্গে চলিতে পারে না। পাহাড়গুলি খাড়াইভাবে উপরে উঠিয়াছে। তাহার উপরে জঙ্গল থাকিলেও উহা তেমন ঘন নহে।

চলিতে চলিতে হার্ডি বলিল,—"এগিয়ে তো যাচ্ছি ওর সঙ্গে, লোকটা ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে না তো ?"

হাসিয়া উঠিয়া কেনেটি কহিলেন,—"আশ্চর্য্য নয় কিছু ; অসম্ভব কিছু এদের কোষ্ঠিতে লেখা নেই কোথাও ; হাব-ভাবে মনে হয়, ঠিক পথেই চলেছি আমরা ; রাইফেলের গুলিতে লোকটার বোধ হয় খুবই ভয় হ'য়েছে।"

জিন্ বলিল,—"তা' ছাড়া এই খাদটাও একটা নিদর্শন; মোম্বাশাকে খাদের কথা জানাতেই ওরা এসেছিল; আমরাও তো খাদটা আগেই পার হ'য়ে এলাম।"

জিনের কথা শেষ হইতেই গড়্ গড়্ করিয়া শব্দ উঠিল। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য সকলেই তখন উপরে চাহিলেন; গাঢ় অন্ধকারে কিছুই কিন্তু নজরে পড়িল না। পাহাড়ের মাথা হইতে গড়াইতে গড়াইতে কি একটা জিনিষ নীচে আসিয়া পড়িল। সকলকে সাবধান করিতে তখনি কেনেটি উপরে হাত তুলিলেন। সাবধান করিবার বিশেষ সময় ছিল না। প্রথম পাথরটার পিছু পিছু আরও একটা ভারী পাথর গড়াইয়া আসিতে লাগিল। পাথর গড়াইবার ভয়ঙ্কর শব্দে তাঁহারা সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। কায়াহীন মৃত্যু যেন মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

কেনেটি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"মোম্বাশা যে এখানে হাজির হয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেলো এখন; পাথর গড়িয়ে সে আমাদের মেরে ফেলতে চায়।"

কেনেটির কথায় সকলেই বিশেষ আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

—তেরো—

পাহাড়ের উপর হইতে হঠাৎ যেন বৃষ্টি আরম্ভ হইল। একের পর আর একটি পাথর গড়াইয়া আসিতেছে। উপরে

থাকিয়া অনেকগুলি লোক পাথর গড়াইয়া ফেলিতেছে—পাথরের সংখ্যা দেখিয়াই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মোম্বাশা না আসিলে, দলের লোকেরা এত কাণ্ড করিতে পারিত না। এমন একটা চমৎকার বুদ্ধি মোম্বাশার মাথাতেই আসিতে পারে।

পাহাড়ের মাঝখানের সঙ্কীর্ণ পথে মোম্বাশা তাঁহাদের আয়ত্তে পাইয়া এমন একটা সুন্দর সুযোগ ছাড়িতে পারে নাই। পাহাড়ের উপর কিন্তু জঙ্গল থাকায় অসুবিধাও তাহাদের একেবারে কম ছিল না। গড়াইয়া দেওয়া পাথরগুলি নীচে আসিয়া পড়িবার পথে এই জঙ্গলগুলিই ছিল এক মস্তবড় অন্তরায়। নিক্ষিপ্ত পাথরগুলির মধ্যে কতকগুলি জঙ্গলে আবার কতকগুলি অন্য পাথরের সঙ্গে আটকাইয়া যাইতেছিল। সকল বাধা অতিক্রম করিয়া তবুও যে পাথরগুলি গড়াইয়া পড়িতেছে, উহাদের সংখ্যাও বড় অল্প নহে।

ঐ পথটুকু পার হইবার জন্য সকলেই তাড়াতাড়ি দৌড়াইতে লাগিলেন। যেখান হইতে পাথর গড়াইবার যখন শব্দ পাওয়া যায়, সেখান হইতে তখনি সকলে সরিয়া দাঁড়ান। বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া সকলেই প্রায় এক একটা করিয়া টর্চ্চ জ্বালাইয়াছিল। এত কাণ্ড করিয়াও কিন্তু বিপদ এড়ানো গেল না। মোম্বাশার সেই অনুচরটার সহিত আরও একটি

দেশীয় লোক হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা পাথরের তলায় চাপা পড়িয়া গেল।

লোক দুইটা চাপা পড়িলেও খোঁজ লইবার আর উপায় ছিল না। এরূপ সঙ্কীর্ণ পথের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া উহার খোঁজ লইতে যাওয়া মানেই নিজেদেরও মৃত্যু ডাকিয়া আনা। কেনেটি সেদিকে দৌড়াইয়া গিয়া কহিলেন,—"তোমরা সকলে এগিয়ে যাও—অপেক্ষা করার আর দরকার নেই, এখানে যা করবার, আমিই তার ব্যবস্থা করছি।"

জিন্ সেখানে আসিয়া বলিল,—"আমায় অনুমতি দিন, আমি এখানে থাকতে চাই।"

কেনেটি কহিলেন,—"তুমি থাকো না হয়। বিশেষ কিছু লাভ আছে ব'লে আমার তো মনে হয় না। সম্ভবতঃ লোক দু'টির সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হ'য়েছে—বাঁচিয়ে তোলবার মত অবস্থা আর না থাকাই সম্ভব।

জিন্ তাহাতে সায় দিয়া বলিল,—"আমারও তো মনে হয় তাই; তবু তো একবার দেখা দরকার—যদিই বা তাদের বাঁচিয়ে তোলা যায়।"

সরু পথটুকু সেখানে প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কেনেটির আদেশে সকলে তখন বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। কেনেটি ও জিন্ আলো জ্বালিয়া পাথরের তলাটা দেখিতে লাগিলেন। ধাপে ধাপে বড় পাথরটা ভূমির সহিত একেবারে

বসিয়া গিয়াছে, খুঁজিবার মতো একটুও ফাঁক উহার তলায় আর নাই। পাথরটাকে সরাইয়া ফেলাও দুইজনের পক্ষে অসম্ভব। মাথা নীচু করিয়া বহুক্ষণ পরে যাহা দেখা গেল, তাহাতে আর লোক দু'টির মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ রহিল না। পাথরের তলায় পিষ্ট হইয়া লোক দুইটি মারা গিয়াছে।

উপরে আবার পাথর গড়াইবার শব্দ পাওয়া গেল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া কেনেটি কহিলেন,—"চল জিন্—যাওয়া যাক্; পাথর চাপা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোক দু'টার দেহ থেঁৎলে গেছে।"

সকলে যেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, তাঁহারা তখন সেখানে আসিলেন। যে পাহাড়টার উপর হইতে পাথর গড়াইয়া ফেলা হইতেছিল, উহারই গা ঘেঁষিয়া একটা পথ বাঁকিয়া গিয়াছে। পথের বাঁকের এক দিকে পাহাড়, অপর দিকে সমতল ভূমি। পথটাকে তাই বেশ প্রশস্ত বলা যায়। এইজন্য সেখানে পাথর চাপায় মরিবার ভয় বিশেষ ছিল না। তাঁহারা সকলে সেই পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

পথের বাঁকটা পার হইতেই একটা দৃশ্য তাঁহাদের নজরে পড়িল। অদ্ভুত আনন্দে কেনেটির দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যে দলটিকে আক্রমণ করিতে এতখানি পথ ছুটিয়া আসা—পাহাড়ের পিছনেই সেই দলটি অপেক্ষা করিতেছে। অগ্রসর হইয়া ফল নাই বুঝিয়া তাহারা আর আগাইয়া যাইবার

চেষ্টা করে নাই। জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়া এতগুলি লোক যে পলাইতে পারে না, মোম্বাশা তাহা এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। সম্মুখ যুদ্ধে কিছু একটা মীমাংসা এইখানে দাঁড়াইয়াই করিতে হইবে। দল-বল লইয়া সেই জন্য মোম্বাশা পাহাড়ের পিছনেই অপেক্ষা করিতেছে।

টর্চ্চগুলি একে একে নিভাইয়া ফেলা হইল। চারিদিকটা অন্ধকার করিয়া আত্মগোপন করিতে চাহিলেও মোম্বাশার দল তাঁহাদের আগেই দেখিতে পাইয়াছিল। মোম্বাশার লোকেরা তাঁহাদের দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল। তাহাদের বিচলিত ভাব দেখিয়া ও চীৎকার শুনিয়া অবস্থাটা বুঝিয়া লইতে কাহারও একটুও বিলম্ব হইল না। চারিটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালা হইয়াছে। সারাদিনের ক্লান্তির 'পর তাহারা সবেমাত্র বোধ হয় খাবার তৈয়ারীর আয়োজন করিতেছিল। বিক্ষিপ্তভাবে এদিকে সেদিকে তুই একটা মশালও যে না দেখা যায়— এমন নহে। তাঁবুগুলির একটিও তখনো খাটানো হয় নাই— খাটাইবার ইচ্ছাও বোধ হয় দলের কাহারও ছিল না। হয় তো তাহারা ভোরে উঠিয়াই এখান হইতে চলিয়া যাইত। বেশিদিন এমন জায়গায় বাস করার ইচ্ছা মোম্বাশার মনে না থাকাই সম্ভব।

বিশেষ কোন কৌশল আর মোম্বাশার হাতে অবশিষ্ট ছিল না। নিরুপায় হইয়া উপর হইতে তাই সে পাথরের

খণ্ডগুলি ছুঁড়িয়া মারিতেছিল। পাহাড়ের নীচে দল-বলের সঙ্গে যে মোম্বাশা তখন উপস্থিত ছিল না, কেনেটি সে কথা জানিতেন। নীচের লোকেরা আক্রান্ত হইলে বাধ্য হইয়া তাহাকেও তখন নামিয়া আসিতে হইবে। কোন্ সময়ে কেমন করিয়া আক্রমণ চালানো যায়, মনে মনে কেনেটি তাহাই ভালভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একটুখানি ভাবিবার পরই কেনেটির কর্ত্তব্য স্থির হইল। রাইফেল্‌টাকে তুলিয়া ধরিয়া কঠিন কণ্ঠে তিনি আদেশ করিলেন,—"গুলি চালাতে হ'বে এবার; যতক্ষণ থাম্‌তে না বলি, ততক্ষণ আমাদের গুলি চ'ল্‌বে।"

এই সময়ে এইরূপ আদেশই সকলে আশা করিতেছিলেন। এতদিনের পরিশ্রমের পারিশ্রমিক চাই। কেনেটির মুখের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে গুরু-গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষে সারা বনভূমি কাঁপিয়া উঠিল। -চারিদিকে কেবল শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া,—পাহাড় পর্ব্বত সেই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। রাইফেল্ ছোড়া তখনো কিন্তু বন্ধ হইল না। প্রতি মুহূর্ত্তেই নলের মুখ দিয়া আগুনের গোলা ছুটিতে লাগিল।

নর-নারীর আর্ত্ত চীৎকার রাইফেলের শব্দকেও ছাপাইয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে কিছুক্ষণ ধরিয়া যে কি কাণ্ড চলিতে লাগিল, কেনেটিও তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। মোম্বাশার দলের লোকের সংখ্যাও সবশুদ্ধ অল্প নয়,—

নরনারীতে মিলিয়া কেনেটির দলের চেয়ে তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশি ; লোক বেশি হইলেও যুদ্ধ করিবার অস্ত্র তাহাদের ছিল না। রাইফেলের মুখে তীর-ধনুকে কোনও কাজ চালানো অসম্ভব। যুদ্ধের আশা ছাড়িয়া দিয়া তাহারা চারিদিকে একে একে ছড়াইয়া পড়িল।

জন পনেরো লোক পাহাড়ের উপর হইতে নীচে নামিতেছিল। কেনেটি সেদিকেই কাহাকে যেন খুঁজিয়া ফিরিতেছিলেন। এখন কেবল মোম্বাশাকেই দরকার তাঁহার। উপর হইতে মোম্বাশা এখন নীচে নামিয়া আসে কিনা, মাঝে মাঝে কেনেটি তাহাই চাহিয়া দেখিতেছিলেন।

লোকগুলি নীচে নামিয়া আসিলে সামনেই যাহাকে দেখা গেল, চেহারায় তাহার বিশেষত্ব আছে। দেহটা তাহার সকলের আগেই নজরে পড়িয়া যায়। শরীরটা দেখিতে যেমন বিশাল—শক্তিও তাহাতে তেমনি প্রচুর। মশালের আলো উজ্জ্বল না হওয়ায় মুখটা ভাল করিয়া দেখা যায় না। এত অন্ধকার সত্ত্বেও কিন্তু হার্ডি তাহাকে চিনিতে পারিল। মোম্বাশার সহিত অনেকবার তাহার মুখোমুখি হইয়াছে। এখানে তাহাকে না চিনিবার কোন কারণ ছিল না।

মনের আনন্দে হার্ডি বলিল,—"ঐ যে, ঐ মোটা লোকটাই হ'লো মোম্বাশা ; খুব সাবধান—আবার পালিয়ে না যায়।"—নিমেষ মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া কেনেটিও তাহাকে চিনিতে

পারিলেন। সামনের দিকে ছুটিয়া চলিতে চলিতে উচ্চ কণ্ঠে তিনি আদেশ দিলেন,—"গুলি চালানো বন্ধ রাখ এখন; দরকারের সময় আবার আমাদের গুলি চালাতে হবে।"

কেনেটির পিছনে পিছনে তাঁহার দলটিও ছুটিয়া চলিতে লাগিল। উত্তেজিত অবস্থায় মোম্বাশা তখন সঙ্গীদের সহিত কি পরামর্শ করিতেছে। প্রার্থিত ব্যক্তিকে সাম্‌নে দেখিয়া জিন্ আর আপনাকে সাম্‌লাইতে পারিল না। ছুটিতে ছুটিতে সে করুণ কণ্ঠে প্রার্থনা জানাইল,—"মাত্র আর একটি গুলি, স্যার্; একটিবার শুধু আপনি আমায় আদেশ দিন; একটি গুলিতেই মোম্বাশার দফা শেষ আমি যদি না কর্‌তে পারি,—মোম্বাশার প্রাপ্য শাস্তিটা তাহ'লে আপনি আমাকেই দেবেন।"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে কেনেটি উত্তর দিলেন,—"এখন তার সময় নয়, জিন্; জীবন্ত অবস্থায় মোম্বাশাকে আমি ধ'র্‌তে চাই; আগে আমাদের সেই চেষ্টাই দেখ্‌তে হবে সকলকে।"

সন্‌সন্ শব্দে তীব্রবেগে সাম্‌নের দিক হইতে আবার তীর ছুটিয়া আসিতে লাগিল। মোম্বাশার আগমনে উৎসাহিত হইয়া তাহার দল এতক্ষণে যুদ্ধে নামিয়াছে। যুদ্ধে তাহারা নামিয়াছে নামুক,—মোম্বাশা আর যেন পলাইয়া না যায়। সর্ব্বদাই তাহাকে এখন চোখে চোখে রাখা দরকার। তীরগুলি অগ্রাহ্য করিয়া পাগলের মতো কেনেটি ছুটিয়া চলিলেন।

মোম্বাশা তখন সাম্‌নে একটি ব্যূহ রচনা করিয়াছে। তীর-ধনু লইয়া কয়েকটি লোক পিছনের দলটিকে রক্ষা করিতেছিল। পিছন দিকে একটু দূরেই মাঝারি রকমের একটা পাহাড়। পশ্চাতের লোকেরা পাহাড়ের অন্তরালে পলাইয়া যাইতেছিল। অন্যান্য লোকেরা চলিয়া যায় যাক্, অযথা তাহাদের হত্যা করিয়া লাভ হইবে না। এত পরিশ্রম ও বিপদের পশ্চাতে শুধু যাহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে, মহারণ্যের এই নিভৃত শান্ত বুকের মাঝে যাহার দ্বারা এই উৎপাতের সুচনা,—মাত্র সেই লোকটিকে পাইলেই কেনেটি খুসি হইতে পারেন।

কেনেটির পাশ দিয়া সোঁসোঁ শব্দে তীব্রবেগে একটা তীর ছুটিয়া গেল। গতিক বিশেষ ভালো নয় বুঝিয়া কয়েকবার তিনি রাইফেল্ ছুঁড়িলেন। তাঁহারা তখন মোম্বাশার দলের খুবই কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন। দুই চারিটা লোককে আহত করিতেই বাকি কয়জনও পলাইয়া গেল। এতো নিকট হইতে রাইফেলের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সাহস তাহাদের ছিল না। মোম্বাশার আদেশে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ তাঁহারা যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু রাইফেলের গুলিতে তাহাদের বিভ্রম কাটিয়া যাইতেই প্রাণের মায়া তাহাদের কাছে বড়ো হইয়া উঠিল।

মোম্বাশাকে ত্যাগ করিয়া বাকি লোকগুলা চলিয়া গেলেও

তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। অধিকাংশ নর-নারীই তখন পাহাড়ের পিছনে চলিয়া গিয়াছে। মোম্বাশা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—যাহারা তখনো ফাঁকা জায়গায় পড়িয়া আছে, তাহাদেরও পলাইয়া যাইবার আর বেশি দেরি নাই। সুবিধা বুঝিয়া মোম্বাশা তখন অপর একটা পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া চলিল।

মোম্বাশার উপরে টর্চ্চের আলো ফেলিয়া লক্ষ্য করিয়া কেনেটির দলটিও পিছনে পিছনে দৌড়াইতে লাগিল। কেনেটির দল ও মোম্বাশার মধ্যে ব্যবধান তখন বিশেষ বেশি ছিল না। উঁচু-নীচু পথের উপর দিয়া মোম্বাশা যথাসাধ্য দ্রুত গতিতে দৌড়াইয়া চলিতে লাগিল। কেনেটিও কিন্তু ছাড়িয়া দিবার পাত্র নহেন। ' মোম্বাশা যখনই পিছন ফিরিয়া দেখে, তখনি দেখিতে পায়,—মাঝখানের দূরত্ব না বাড়িয়া গিয়া ক্রমেই যেন আরও কমিয়া যাইতেছে।

এক সময়ে ব্যবধানটা সত্যই একেবারে কমিয়া গেল। মোম্বাশা ও কেনেটির মাঝখানে যে জায়গাটুকু ফাঁকা পড়িয়া রহিল, বৈজ্ঞানিক ভাষায় তাহাকে দূরত্ব বলিলেও তাহাকে ব্যবধান বলা চলে না। কেনেটির পিছনে পিছনে জিন্‌ও সমানে ছুটিয়া আসিতেছিল। নিকট হইতে মোম্বাশাকে দেখিতে পাইয়া কেনেটিকে সে বলিয়া উঠিল,—"মোম্বাশার হাতে কি একটা অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে ব'লে মনে

হ'চ্ছে না? আপনি কি জিনিষটাকে লক্ষ্য ক'রেছেন, স্যার?"

উত্তর দিবার কিন্তু সময় মিলিল না—চক্ষের পলকে মোম্বাশা হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বিপদ যে একেবারে তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে, সে সম্বন্ধে মোম্বাশা বোধ হয় সচেতন হইয়াছে। তাহার হাতের যে বস্তুটি দেখিয়া জিনের মনে অত্যন্ত কৌতূহল জাগিয়াছিল, কেনেটিকে লক্ষ্য করিয়া বিপুল বিক্রমে মোম্বাশা তাহাই হাওয়ায় ছুঁড়িয়া দিল।

কেনেটি তখন চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"ব্যুমেরাং—ব্যুমেরাং—"

কেহই কিন্তু ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে পারিল না। চীৎকার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নীচু হইয়া কেনেটি বসিয়া পড়িলেন। বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নিক্ষিপ্ত বস্তুটা দূরে যাইয়া পড়িল। হোয়াইট্‌হেড্ নীচু হইয়া অদ্ভুত জিনিষটিকে কুড়াইয়া লইলেন।

মোম্বাশা কিন্তু সেই সুযোগে খানিকটা দূরে সরিয়া গিয়াছে। উঠিয়া পড়িয়াই কেনেটি আবার তাহার পিছনে ছুটিতে লাগিলেন। সাম্‌নেই একটা ছোট পাহাড়—মোম্বাশা তখন উহার উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। পরিশ্রম ও উত্তেজনায় তাহার পা দুইটা তখন কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নূতন কোন পরিত্রাণের সুযোগ এখনই

না মিলিলে মোম্বাশা যে আর মুক্তি পাইবে না—ইহা নিশ্চিত।

তখন প্রায় ভোর হয়-হয়। পাহাড় ও অরণ্যের উপর নূতন উষার প্রথম আলো ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতে সুরু হইয়াছে। এদিক সেদিকে দুই একটা পাখীর ডাকও শুনিতে পাওয়া যায়। সারারাত্রি দাপাদাপির পর রাত্রিচর প্রাণীরা বোধ হয় নিদ্রার কোলে একে একে ঢলিয়া পড়িতে সুরু করিয়াছে।

মোম্বাশাকে অনুসরণ করিয়া কেনেটির দলটিও উপরে উঠিতে লাগিল। মোম্বাশার শক্তি যত কমিয়া আসিতেছে—তাহার তাড়া যেন ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। দুই হাতে আগাছা ধরিয়া পাথর টপ্‌কাইয়া সে উপরে উঠিতেছিল। এমন করিয়া উঠিবার শক্তি মোম্বাশার কিন্তু আর বেশি ছিল না। ভালো করিয়া না দেখিয়া একটা পাথরে পা ফেলিতেই আল্‌গা পাথরটা খসিয়া গিয়া গড়াইতে আরম্ভ করিল। ক্লান্ত শরীরে মোম্বাশাও আর টাল সাম্‌লাইতে পারিল না। পাথরটার সহিত গড়াইতে গড়াইতে খানিকটা নীচে যাইয়া পড়িল।

হোয়াইট্‌হেড্‌ সেইখানেই দাঁড়াইয়াছিলেন। মোম্বাশা তাঁহার নিকটে পড়িতেই ভীম-বিক্রমে তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শেষ বারের মতো মোম্বাশা আর একবার শক্তি

সঞ্চয় করিল। পতনের আঘাত ভুলিয়া গিয়া বিপুল বেগে সে পা ছুঁড়িতেই হোয়াইট্‌হেড্‌ও ছিট্‌কাইয়া খানিকটা দূরে গিয়া পড়িলেন। মোম্বাশাকে কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল না। আরও কয়েকটি লোকের সহিত কেনেটি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন এবং তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া বুকের উপর চাপিয়া বসিলেন।

যথাসাধ্য ঝাঁকানি দিতে মোম্বাশা একেবারেই কসুর করিল না। মুক্তি পাইবার চেষ্টা আর সে না করিলেও পারিত। কেনেটির দলের সকল লোকে তাহাকে তখন ঘিরিয়া ফেলিয়াছে,—আরও কয়েকটি লোকের সহিত স্বয়ং কেনেটি তাহার বুকে চাপিয়া। হোয়াইট্‌হেড্‌ও উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার পোষাকের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিয়াছেন।

কেনেটি মোম্বাশাকে বলিয়া উঠিলেন,—"সরকারের আদেশে তোমায় আমি গ্রেপ্তার ক'রছি; এবার তুমি হাতকড়া পরার জন্যে প্রস্তুত হও।"

মৃদু হাসিয়া মোম্বাশা বলিল,—"হাতকড়া পরার জন্যে আমার সময়ের দরকার হয় না; বিশেষতঃ শিকলটা যখন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প'র্‌তে হ'বে আমায়। আপনি এখানে সভ্যতা না দেখালেও ক্ষতি নেই, মিষ্টার কেনেটি।"

কঠিন কণ্ঠে কেনেটি উত্তর দিলেন,—"যেখানেই হো'ক্‌, আমাদের সভ্যতা আমাদেরই বজায় রাখ্‌তে হবে; যত

অসভ্যই তুমি হও না কেন, সর্দ্দার—আমাদের সভ্যতা তোমায় দেখাতেই হ'বে আমাদের।"

কথা কাটাকাটিতে লাভ নাই বুঝিয়া মোম্বাশা তখন চুপ করিয়া রহিল। জিন্‌কে কেনেটি ইঙ্গিত করিতেই এক জোড়া বেশ মোটা শক্ত হাতকড়া সে বাহির করিয়া আনিল। হাতকড়া লাগানো শেষ হইয়া যাইতেই নিশ্চিন্ত মনে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

খানিকটা আগে যে বস্তুটি মোম্বাশা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল, এত বিপর্য্যয়েও হোয়াইট্‌হেড্ তাহা ত্যাগ করেন নাই। এতক্ষণে একটু অবসর পাইয়া উৎসুক দৃষ্টিতে তিনি উহাই দেখিতেছিলেন। কাহাকেও উহার দ্বারা আঘাত করিবার পক্ষে যে কি এমন কার্য্যকারিতা ঐ বস্তুটির থাকিতে পারে, হোয়াইট্‌হেড্ তো অনেক ভাবিয়াও কিছুই ঠিক্ করিতে পারিলেন না। হোয়াইট্‌হেড্‌কে নিবিষ্টচিত্ত দেখিয়া মৃদু হাসিয়া কেনেটিও তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

হোয়াইট্‌হেড্ প্রশ্ন করিলেন,—"জিনিষটা কি আগে আপনি আরও দেখেছেন না কি, মিষ্টার কেনেটি? কি একটা নাম যেন এর ব'ল্‌লেন তখন আপনি?"

কেনেটি উত্তর দিলেন,—"হ্যাঁ—ব্যুমেরাং' দেশীয় অষ্ট্রেলিয়ানরা ব্যবহার ক'রে থাকে; একটা বৃত্তকে খণ্ডিত

ক'র্‌লে সেটাকে যেমন দেখ্‌তে হয়—এই অস্ত্রটার আকারও ঠিক্ তেমনি; শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরী হয় এই ব্যুমেরাং; আশ্চর্য্য একটা গুণ রয়েছে এই অস্ত্রটির।"

বিস্মিত হইয়া হোয়াইট্‌হেড্ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি এমন আশ্চর্য্য গুণ এর থাক্‌তে পারে, মিষ্টার কেনেটি?"

কেনেটি বলিলেন,—"আছে—আছে, খুবই আছে ব'ল্‌তে হবে; এমন একটি নিজস্ব বিশেষত্ব আছে এই অস্ত্রটির—যা আর কোন অস্ত্রে খুঁজে পাবেন না; দক্ষ লোকের হাতে যদি এমন একটি অস্ত্র পড়ে, উদ্দিষ্ট লোককে আঘাত করার পর অস্ত্রটি ঠিক্ তা'হলে আবার তারই হাতে ফিরে আসে; এমন গুণ আপনি কখনো দেখেছেন কোনো অস্ত্রের?"

হোয়াইট্‌হেড্ উত্তরে বলিলেন,—"এ গুণটা তো তা'হলে সত্যিই অদ্ভুত; এখন তবে ঝুলির ভিতর রেখে দিই এটাকে,—সময় মতো পরে না হয় অভ্যাস ক'রে দেখা যাবে; নামটা কিন্তু বড্ডো বেয়াড়া, কিছুতেই যেন মনে থাক্‌ছে না আমার।"

হাসিয়া ফেলিয়া কেনেটি কহিলেন,—"নামটা হ'লো ব্যুমেরাং—ভালো ক'রে না হয় মুখস্থ ক'রে নিন্; এ অস্ত্রের পরীক্ষাটা কিন্তু গাছ-পালার উপরেই ক'র্‌বেন,—কোনো গো-বেচারী লোক না আবার মারা পড়ে শেষে।"

মোম্বাশার চারিদিকে তখন রীতিমত ভিড় জমিয়াছে। মোম্বাশা লোকটা দেখিতে কেমন, মুখে-চোখে সে লোকটার নির্দ্দয়তার ছাপ আছে কি না, তাহাই দেখিতে দলের সকলের কৌতূহলের আর অন্ত ছিল না। হোয়াইট্‌হেড্‌কে সঙ্গে লইয়া কেনেটিও সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জিনের কৌতূহলটাই যেন সবার চেয়ে বেশি। মোম্বাশার কাছে কোন কথার উত্তর না পাইয়াও প্রশ্নের তাহার অবধি ছিল না।

জিন্ তখন প্রশ্ন করিতেছিল,—"কেন তুমি ধরা দিতে গেলে? আমরা যখন তোমার দলকে পাহাড়ের নীচে আক্রমণ ক'রেছিলাম, তখন তো তুমি ওপর থেকে না নাম্‌লেই পার্‌তে?"

এতক্ষণ পরে মোম্বাশা সরোষে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বহুক্ষণ সে চুপ্ করিয়াছিল, আর সে যেন নিজেকে কিছুতেই সংযত রাখিতে পারিল না। আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগিলে লোক যেমন হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়, তেমনিভাবেই মোম্বাশা ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। কণ্ঠে তাহার ঘৃণা মিশাইয়া মোম্বাশা তখন বলিতে লাগিল,—"না নাম্‌লেই ভালো হ'তো—এই নীতি আমায় শেখাতে চাও? যে দল আমার অধীনে, যাঁর আমি যে দলের সর্দ্দার, সন্তানের মতো যাদের আমি পালন ক'রে এসেছি, বিপদের মুখে তাদের ফেলে দিয়ে পালিয়ে

বেড়ানো আমাদের সভ্যতায় বাধে; তার চেয়ে আমরা মৃত্যুকেই বরং ভালো মনে করি।"

বিদ্রূপের ভঙ্গী করিয়া হার্ডি কহিয়া উঠিল,—"সে রকম মনে করাকে আমিও খুব সমর্থন করি; অসভ্য সাহেবদের নইলে বড়ই কাজের অসুবিধা হয়।"

কেনেটি এইবার কথা কহিলেন,—"আদালত কিন্তু তোমার সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে ব'লে আমার মনে হয় না; তোমার মহত্ত্ব বুঝ্‌তে তারা একেবারেই অক্ষম হবে।"

মোম্বাশা সে কথার উত্তর দিল,—"তাঁদের কিছু বুঝানোর দরকার আমার দিক থেকে মোটেই নেই; একটা কথা আপনাদের মত বুদ্ধিমান লোকের কিন্তু বুঝা উচিত; বুনো লোকদের সর্দ্দার আমি—সভ্য আদালতে আসামী হ'য়ে দাঁড়াবো না; জীবনের ভার আমি কারো হাতেই তুলে দিই না, মরণের ব্যবস্থাটাও আমার নিজের হাতেই থাকে?"

কেনেটি তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—"কি কর্‌তে চাও শুনি?"

"বিশেষ কিছুই না—শুধু হাতটা একবার তুল্‌তে চাই"—বলিয়া ধীরে ধীরে মোম্বাশা তাহার বাঁধা হাত দুইটা উপরে তুলিতে লাগিল। তাহার উদ্দেশ্য কেহই কিছু বুঝিতে পারিলেন না। একটা আঙ্গুলে আংটির মতো কি যেন একটা আটকানো ছিল। পরম তৃপ্তিতে মোম্বাশা তাহাই জিভ বাহির করিয়া চাটিতে লাগিল। বিস্মিত কণ্ঠে হোয়াইট্‌হেড্‌ প্রশ্ন

করিলেন,—"এ কি অদ্ভুত কাণ্ড তোমার? কি আছে তোমার আংটিতে?"

নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে মোম্বাশা বলিল,—"তেমন কিছুই নয়- শুধু একটুখানি বিষ; উদ্ধার পাওয়ার একটি মাত্র উপায়।"

"কি সাংঘাতিক—বিষ!"—বলিয়া জিন্ যেন শিহরিয়া উঠিল। মোম্বাশার কথায় সকলেই বিশেষ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এমন কিছু যে ঘটিতে পারে, সে কথা যেন কাহারো এতক্ষণ ধারণায় আসে নাই। মোম্বাশার মুখের শান্ত ছবি দেখিয়া তেমন কিছু অনুমান করিবারও উপায় ছিল না। সম্মুখে তাহার যত বিপদই ঘনাইয়া আসুক না কেন, একটা লোক যে আত্মহত্যার জন্য এমন করিয়া বিষ খাইতে পারে, তাহা কেহ কল্পনাতেও ভাবিতে পারেন নাই।

আকুল কণ্ঠে জিন্ কহিল,—"কেন তুমি বিষ খেতে গেলে?"

হাসিতে হাসিতে মোম্বাশা বলিল,—"আবার সেই 'কেন'র প্রশ্ন? আগেই তো ব'লেছি, তোমাদের সঙ্গে আমাদের মিল হয় না; কেনই বা খাব না শুনি? উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর কোথায় আমার? তোমাদের হাতেই তো ম'র্তে হ'তো আমায়?"

ইহার উপর আর কথা চলে না। মোম্বাশার যুক্তিকে আর খণ্ডন করিবার কিছুই নাই। জিন্ আবার বলিতে লাগিল,—"আর তো তোমার সময় নেই, মোম্বাশা; একটু পরেই মরণের ডাক আস্‌ছে তোমার কাছে; একটা কথার আমায় শুধু তুমি জবাব দিয়ে যাও; দেবতার নাম নিয়ে তুমি অনর্থক যে কাণ্ড বাধালে—তাতে কি তোমার দলের কোন ক্ষতি হ'লো না?"

চক্ষু মুদিয়া মোম্বাশা তখন শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল,—"সে ক্ষতির কোন উপায় নেই; দলের চেয়েও দেবতাকে আমরা বড়ো ব'লেই মনে করি; তাঁর অপমান কোন মতেই সইতে পারিনে আমরা; সর্দ্দার হ'য়ে সে অপমানের প্রতিশোধ কতটুকু আমি নিতে পেরেছি—সে বিচার আজ তাঁর কাছেই হবে।"

কেনেটির হৃদয়ও তখন অনেকটা যেন নরম হইয়াছিল। তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন,—"দলের মঙ্গল করবার জন্য প্রাণ দিচ্ছো তুমি? দলের লোককে সত্যিই কি এত ভালোবাস্‌তে তুমি, মোম্বাশা?"

মোম্বাশার শরীরে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। বিকৃত মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়, যে, সর্ব্বশরীরে তাহার বেশ যন্ত্রণা হইতেছে। জড়াইয়া জড়াইয়া সে উত্তর দিতে লাগিল,—"সন্দেহের কি এখনো শেষ হয়নি, না কি? মরার সময় মানুষ কখনো মিথ্যা কথা বলে না; বিশ্বাস না হয় তো আমার পায়ের দিকে দেখুন; একটা পায়ের বুড়ো আঙ্গুল খুঁজে পাবেন না আপনারা; সর্দ্দার হওয়ার আগে আমাদের আঙ্গুল কেটে শপথ ক'রতে হয়; দেবতার সাম্‌নে শপথ করার কি তবে কোনই মূল্য নেই?"

তাহার কথায় সকলেই তাহার পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। একটা পায়ের বুড়ো আঙ্গুল সত্যই তাহার

কাটা। মৃদু হাসিবার চেষ্টা করিয়া মোম্বাশা আবার বলিতে লাগিল,—"ঐ আঙ্গুলটা আমার আজ যদি থাকতো, আমায় তাহ'লে ধরতে পারতেন? শপথ ক'রে বলতে পারি, আপনারা তা পারতেন না; আমার সঙ্গে দৌড়তে পারে এমন লোক তো আমি জন্মেও দেখি নি; আঙ্গুলটা কাটার পর থেকেই আমার—উঃ! আর পারিনে—"

দারুণ যন্ত্রণায় মোম্বাশা আবার চুপ করিয়া গেল। হার্ডি তখন বলিয়া উঠিল,—"এই কি তোমার ভালোবাসার চিহ্ন? সর্দ্দারী পদের ক্ষমতার জন্যে সে কাজ তুমি সম্পন্ন ক'রেছো।"

জিন্ কহিল,—"ছিঃ হার্ডি, এখন তুমি তর্ক ক'রো না।"

মোম্বাশার চক্ষু বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কথা কহিবারও শক্তি ছিল না; তথাপি তাহার ক্ষীণ শক্তিটুকু সে কণ্ঠের মাঝে একত্রিত করিল। বহু কষ্টে সে বলিতে লাগিল,—"তবে আর আমায় জিজ্ঞেস্ করা কেন? আমি তো নিজে কিছুই ব'লতে যাই নি তোমাদের।"

এপাশ-ওপাশ করিয়া মোম্বাশা ছটফট্ করিতে লাগিল। কেনেটির ইঙ্গিতে জিন্ তাহার হাতকড়া খুলিয়া দিতেই শেষ মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় হঠাৎ মোম্বাশা সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। চক্ষু দুইটি তাহার জবা ফুলের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে—, মুখ দিয়া তাহার তখন ফেনা ঝরিতেছে। হার্ডির উপর তাহার রক্ত চক্ষু দুইটি মেলিয়া ধরিয়া সে চীৎকার করিয়া

উঠিল,—"আরো একটা চিহ্ন কিন্তু আমার বুকেই আঁকা আছে ; দলের একজনের মঙ্গল কামনায় সেদিনও আমি রক্ত দিয়েছি ; বুক চিরে দিয়ে টাট্‌কা রক্ত ঢাল্‌তে হয়েছিল আমায় ; দেখবে তুমি সেই চিহ্ন—?"

বিপুলবেগে মোম্বাশা তাহার বুকের কাপড়টা তুলিতে লাগিল। উত্তেজনার বেগ কাটিয়া যাওয়ায় মোম্বাশা কিন্তু উহা আর তুলিতে পারিল না। জীবনের শেষে নিদারুণ অবসাদে পাহাড়ের গায়েই সে লুটাইয়া পড়িল। কেনেটির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলেও তাড়াতাড়ি তাহার কাছে ছুটিয়া আসিলেন।

মোম্বাশার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কেনেটি তাহার অবস্থা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মুখ তুলিতেই ব্যাকুল কণ্ঠে জিন্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মোম্বাশার অবস্থা কেমন দেখলেন এখন, স্যার ? সর্দারের কি জীবনের আশা আছে ?"

"নাঃ—সব শেষ হ'য়ে গেছে"—বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কেনেটি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জিন্ তখন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

টানা-টানিতে মোম্বাশার বুকে কাপড় ছিল না। তাহারই ফাঁক দিয়া হার্ডি হঠাৎ দেখিতে পাইল ভালবাসার চিহ্নটা মোম্বাশার বুকে জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে।

—শেষ—